এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ
একদিন
Website : www.ekdinnews.com
http://youtube.com/@dailyekdin2165
Epaper : ekdin-epaper.com
দেখুন
শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

NARSINGHA
ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com
একদিন
EKDIN
এগিয়ে চলার সঙ্গী

৩ পরিস্থিতি সামলাতে পুলিশ আউটপোস্টের পরামর্শ উপাচার্যের
অমিত শাহের সুরেই কংগ্রেসকে নিশানা মুখ্যমন্ত্রীর ৩

কলকাতা ২১ অগস্ট ২০২৬ ৩ ভাদ্র ১৪৩৩ শুক্রবার বিংশ বর্ষ ৭১ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 21.08.2026, Vol.20, Issue No. 71, 8 Pages, Price 3.00

ছাত্র সংগঠনের জোড়া মিছিলে রণক্ষেত্র যাদবপুর।

এবিভিপি বনাম এসএফআই
রণক্ষেত্র যাদবপুর

নিজস্ব প্রতিবেদন: বুধবারের পর বৃহস্পতিবার। এসএফআই- এবিভিপি সংঘর্ষে টানা দু'দিন ধরে চরম উত্তেজনা, রক্তপাত এবং তাণ্ডবের সাক্ষী থাকল যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় চত্বর। বুধবারের রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের জের ধরে বৃহস্পতিবার দিনভর দফায় দফায় রণক্ষেত্রের চেহারা নিল বিশ্ববিদ্যালয় সংলগ্ন এলাকা। ভাঙে পুলিশের তৈরি ব্যারিকেড, চলে মুড়ি-মুড়কির মতো ইট এবং কাঁচের বোতল। বন্ধ গেটের ওপর দিয়েই উড়ে এলো পাথর। এই সংঘর্ষের ধাক্কায় ভেঙে পড়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ফটকের সামনে থাকা অত্যন্ত পরিচিত সেই প্রতীকী কাঠামোর একটি অংশ। ছাত্র সংগঠনগুলির জোড়া মিছিল ও পথ অবরোধের জেরে দীর্ঘক্ষণ অবরুদ্ধ হয়ে রইল ৮-বি বাসস্ট্যান্ড ও সংলগ্ন রাস্তা। একের পর এক স্কুলবাস ও নিত্যযাত্রীবাহী গাড়ি আটকে চরম নাকাল হতে হলো সাধারণ মানুষকে। গোলমাল সামাল দিতে পরিস্থিতি সামলানো তো দূর, চরম হিমশিম খেতে হয় বিশাল পুলিশ বাহিনীকে। নামাতে হয় কেন্দ্রীয় বাহিনীও।

এদিন, অভিযুক্ত বহিরাগতদের চিহ্নিত করে শাস্তির দাবি তুলে সহ-উপাচার্যকে ঘেরাও করে বামপন্থী পড়ুয়াদের একাংশ। বৃহস্পতিবার বিকেলে গাড়ি বারান্দার কাছে বিক্ষোভ শুরু হয় অভিযুক্তদের শাস্তির দাবিতে। উপাচার্যের সাক্ষাৎ দাবি করেন পড়ুয়ারা, তাঁকে না পেয়ে সহ-উপাচার্যকেই ঘেরাও করা হয়। পরে অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের তরফেও স্মারকলিপি জমা দেওয়া হয়। বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে খবর, গোলমালের সূত্রপাত বুধবার সন্ধ্যায়। ওই দিন ফ্যাকাল্টি অফ ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি স্টুডেন্টস ইউনিয়ন বা ফেটসু-র একটি সাধারণ সভার আহ্বান করা হয়েছিল। মিটিং চলাকালীনই দু'পক্ষের মধ্যে তীব্র বচসা এবং পরবর্তীতে হাতাহাতি শুরু হয়। দুই শিবিরের একাধিক ছাত্র এই ঘটনায় জখম হন। বামপন্থী সংগঠন ডেমোক্রেটিক স্টুডেন্টস ফেডারেশন-এর অভিযোগ, তাদের সভা চলাকালীন এবিভিপি সভাপতি নিখিল রায় অনুগামীদের নিয়ে জোরপূর্বক সেখানে ঢুকে বৈঠক পণ্ড করার চেষ্টা করেন। অন্যদিকে, রেভোলিউশনারি স্টুডেন্টস ফ্রন্ট-এর সদস্য অভিনব দাসের দাবি, এবিভিপি ও এনএসএফ নেতা নিখিল দাস, দীপ্তিমান কর ও সোমসূর্য বন্দ্যোপাধ্যায় বহিরাগত দুষ্কৃতীদের সঙ্গে নিয়ে ক্যাম্পাসে তাণ্ডব চালান। লাঠি ও রড দিয়ে হামলা চালিয়ে অস্মিত সিন্‌হা এবং সায়ক মণ্ডল-সহ একাধিক পড়ুয়াকে রক্তাক্ত করা হয়।

যদিও এই সমস্ত অভিযোগ খারিজ করে দিয়ে উল্টে বাম ছাত্র সংগঠনগুলিকেই কাঠগড়ায় তুলেছে বিজেপি-র ছাত্র সংগঠন এবিভিপি। তাদের পাল্টা দাবি, কোনো অশান্তি নয়, সাধারণ সভার নামে এসএফআই, ডিএসও এবং ডিএসএফ যৌথভাবে ষড়যন্ত্র করে তাদের ওপর হামলা চালায়। বাম কর্মীদের হামলায় গুরুতর আহত হন এবিভিপি সভাপতি নিখিল রায়। আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাঁকে কেপিসি মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি করা হয়। সেখানেই তিনি চিকিৎসাধীন।

বুধবারের এই ন্যক্কারজনক ঘটনার প্রতিবাদে বৃহস্পতিবার পৃথক বিক্ষোভ ও প্রতিবাদ মিছিলের ডাক দিয়েছিল বামপন্থী ছাত্র সংগঠনগুলি ও এবিভিপি। সেই মতো বেলা বাড়তেই এলাকা থমথমে হয়ে ওঠে। বামপন্থী সংগঠন ডিএসএফ-এর প্রতিনিধিরা যাদবপুর ৮-বি বাসস্ট্যান্ড থেকে একটি প্রতিবাদ মিছিল বের করলে মূল রাস্তায় ওঠার আগেই পুলিশ তাদের পথ আটকায়। সংঘর্ষ এড়াতে প্রস্তুত রাখা হয়েছিল বিশাল পুলিশ বাহিনী, ক্যানাইন স্কোয়াড ও কাঁদানে গ্যাসের শেল। অন্যদিকে, একই সময়ে যাদবপুর থানা চত্বর থেকে পালটা মিছিল বের করার তোড়জোড় শুরু করে এবিভিপি। এরপর বিকেল নাগাদ পুলিশ ও প্রশাসনের সমস্ত নজরদারি এড়িয়ে এবিভিপির মিছিলটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪ নম্বর গেটের কাছে পৌঁছতেই নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায় পরিস্থিতি। মুহূর্তে শুরু হয় তুমুল উত্তেজনা। গোলমাল চরম আকার ধারণ করলে তড়িঘড়ি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ভিতরের সমস্ত গেট বন্ধ করে দেয়। অভিযোগ, এর পরই বন্ধ গেট টপকে এবং গেটের উপর দিয়েই মুড়ি-মুড়কির মতো ইট, পাথরের টুকরো ও কাঁচের বোতল ছুড়তে থাকে উত্তেজিত জনতা। একের পর এক ছুড়ে মারা পাথরের আঘাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের গেটের সামনে থাকা ঐতিহাসিক প্রতীকী কাঠামোর একাংশ ভেঙে যায়। পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হয় যখন বিক্ষুব্ধ ছাত্ররা পুলিশের বিশাল ব্যারিকেড ধরে উপড়ে ফেলে দেয়। মূল রাস্তায় বসে পড়ে চলে দীর্ঘক্ষণ অবরোধ ও বিক্ষোভ প্রদর্শনী। ঝটিকা এই অবরোধের জেরে যাদবপুর সংলগ্ন এলাকা স্তব্ধ হয়ে পড়ে। যানজটে আটকা পড়ে ছোট-বড় একাধিক স্কুলবাস এবং শয়ে শয়ে নিত্যযাত্রীবাহী গাড়ি। দীর্ঘক্ষণ অবরুদ্ধ রাস্তায় গরমে ও বিভ্রান্তিতে চরম ভোগান্তির শিকার হন সাধারণ মানুষ ও খুদে পড়ুয়ারা। শেষপর্যন্ত অতিরিক্ত পুলিশ বাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছে লাঠি উঁচিয়ে ও বিক্ষোভকারীদের হটিয়ে রাস্তা চলাচলের উপযোগী করে তোলে।

আর্জি খারিজ

নিজস্ব প্রতিবেদন: রণক্ষেত্র যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়। এই অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতিতে রাজ্য রাজনীতি ও নাগরিক সমাজ যখন তোলপাড়, ঠিক তখনই আদালতের জরুরি হস্তক্ষেপ চেয়ে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন এক আইনজীবী। তবে সেই জরুরি শুনানির আর্জি খারিজ করে দিয়েছে হাইকোর্ট। ঘটনার গুরুত্ব মেনে নিলেও ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে, চলমান অন্য কোনও মামলার সঙ্গে একে যুক্ত করা যাবে না; নিয়ম মেনে সম্পূর্ণ পৃথক ও নতুন মামলা দায়ের করতে হবে।

প্লাবিত সবংয়ে মরমী শুভেন্দু
বন্যা পরিস্থিতি দেখে আর্থিক সাহায্যের আশ্বাস

নিজস্ব প্রতিবেদন: '১৯৮৬-র পর আর কোনও মুখ্যমন্ত্রী আসেননি', বৃহস্পতিবার বন্যাবিধ্বস্ত-জলমগ্ন সবংয়ের পরিস্থিতি দেখে এমনটাই দাবি করলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। এদিন পশ্চিম মেদিনীপুরের বন্যাবিধ্বস্ত সবংয়ের পরিস্থিতি আকাশপথে ঘুরে দেখেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। একদিকে একটানা বৃষ্টি ও ডিভিসির জল ছাড়ার জেরে জলমগ্ন হয়ে যায় একের পর এক গ্রাম, ডুবে যোগাযোগের রাস্তা। সবংয়ের ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা পরিদর্শনের পর সবং বিডিও অফিসে প্রশাসনিক বৈঠক করেন তিনি। প্রাথমিক হিসাব অনুযায়ী প্রায় ৩২০০টি বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলেই জানান মুখ্যমন্ত্রী। এছাড়াও ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলিকে ৩০ হাজার টাকা করে দেওয়ার কথাও ঘোষণা করেন তিনি।

বৃহস্পতিবার নির্ধারিত সময়ের প্রায় দু'ঘণ্টা পরে সবংয়ে পৌঁছন মুখ্যমন্ত্রী। হেলিকপ্টারে করে বন্যা পরিস্থিতি দেখার পর প্রশাসনিক আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করেন তিনি। এখনও পর্যন্ত বন্যায় দু'জনের মৃত্যু হয়েছে বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী। তিনি মৃতদের পরিবারকে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কথাও জানিয়েছেন। এছাড়াও ক্ষতিগ্রস্ত বাড়ির সংখ্যা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'প্রায় ৩২০০ বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে । প্রত্যেক ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে ৩০ হাজার টাকা করে দেওয়া হবে।'

বন্যার জেরে কৃষিজমির ক্ষতির বিষয়টিও এই বৈঠকে উঠে আসে। প্রধানমন্ত্রী ফসল বিমা যোজনার আওতায় থাকা কৃষকেরা নিয়ম অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ পাওয়ার সুযোগ পাবেন বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী। তবে মাদুরকাঠি বিমার আওতায় না থাকায় সেই ক্ষতির ক্ষেত্রে কী ভাবে আর্থিক সাহায্য করা যায়, তা নিয়েও সরকার ভাবছে বলে জানান তিনি। যদিও সবংয়ের বন্যা পরিস্থিতিতে কেলেঘাই নদীর জলস্তর নিয়েও যথেষ্টই উদ্বেগ রয়েছে। বৃহস্পতিবার এলাকা পরিদর্শনের সময় নদীর জল বিপদসীমার উপর দিয়ে বইছিল বলেও জানান মুখ্যমন্ত্রী। পরে জলস্তর কিছুটা কমেছে বলেও জানান তিনি। এরমধ্যে বন্যার জলে সাপের উপদ্রব বেড়েছে। সাপের কামড়ে এখনও পর্যন্ত ১০ জন আক্রান্ত হয়েছেন বলে মুখ্যমন্ত্রীর দাবি। পাশাপাশি দুর্গত এলাকায় প্রশাসনের কাজ নিয়েও বৈঠকে আলোচনা হয়।

বৃহস্পতিবার আকাশপথে সবংয়ের বন্যা পরিস্থিতি পরিদর্শন করেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।

বিডিও এবং স্থানীয় বিধায়ক এলাকায় থেকে পরিস্থিতির উপর নজর রাখছেন বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী। সবংয়ে এই পরিস্থিতিতে স্বাস্থ্য দপ্তরের কাজ নিয়েও সন্তোষ প্রকাশ করেন তিনি। পানীয় জল সরবরাহের জন্য পিএইচই-কে কাজে লাগানো হয়েছে। দুর্গতদের কাছে রেশন এবং ২০ লিটারের জলের জার পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে বলেও জানান মুখ্যমন্ত্রী। বৃহস্পতিবার সবং সফরে রাজনৈতিক প্রসঙ্গও তোলেন শুভেন্দু। তাঁর দাবি, স্থানীয় বাসিন্দাদের কাছ থেকে তিনি শুনেছেন, ১৯৮৬ সালে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু শেষ বার বন্যা পরিস্থিতি দেখতে সবংয়ে এসেছিলেন। তার পর আর কোনও মুখ্যমন্ত্রী সেখানে আসেননি। তাঁর অভিযোগ, 'আগের সরকার এই এলাকার মানুষকে মানুষ হিসাবে মনে করত না। আমার সঙ্গে মানুষের নাড়ির টান রয়েছে। তাই ছুটে এসেছি । গ্রাম আমার শুরু, গ্রামই আমার শেষ।'

এদিন ক্ষয়ক্ষতির বিস্তারিত হিসাব তৈরির নির্দেশও দেওয়া হয়েছে। স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত রাষ্ট্রমন্ত্রী আশিস মাহাতোকে সবংয়ে থেকে যাওয়ার কথা জানান মুখ্যমন্ত্রী। এছাড়াও ক্ষতিগ্রস্ত বাড়ি, কৃষিজমি এবং অন্যান্য সম্পত্তির তালিকা তৈরি করে রিপোর্ট পাঠানো হবে। দুর্গত মানুষ যাতে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে নিরাপদে বাড়ি ফিরতে পারেন, সে বিষয়েও প্রশাসনকে নজর রাখতে বলা হয়েছে।

অপরদিকে হুগলির আরামবাগের পরিস্থিতি নিয়েও যথেষ্টই সতর্ক রয়েছে প্রশাসন। এই মুহূর্তে সেখানে বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হয়নি বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী। তবে ডিভিসি ফের জল ছাড়লে পরিস্থিতির অবনতি হতে পারে। সেই কথা মাথায় রেখে প্রশাসনকে প্রস্তুত থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সবং পরিদর্শন শেষ করে হেলিকপ্টারে আরামবাগের উদ্দেশে রওনা দেন মুখ্যমন্ত্রী। সেখানে প্রশাসনিক পর্যালোচনা বৈঠক করার কথা রয়েছে।

রাষ্ট্রপতি পেল বাংলাদেশ

■ **প্রত্যাশামতোই বাংলাদেশে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে জয়ী হলেন ক্ষমতাসীন দল বিএনপির মনোনীত প্রার্থী মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। তিনি প্রধান বিরোধী দল জামায়াতে ইসলামীর নেতৃত্বাধীন ১১, দলীয় ঐক্য সমর্থিত প্রার্থী কর্নেল (অবসরপ্রাপ্ত) অলি আহমদকে ১৬৭ ভোটে পরাস্ত করেছেন। সদ্যপ্রাক্তন বিএনপি নেতা ফখরুল ২৫৫টি এবং অলি ৮৮টি ভোট পেয়েছেন। শেখ হাসিনার জমানায় নির্বাচিত বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি মহম্মদ সাহাবুদ্দিন গত ২৪ জুলাই পদত্যাগ করেছিলেন। বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ী, রাষ্ট্রপতি পদত্যাগ করলে সাময়িক ভাবে তাঁর দায়িত্ব পালন করতে হয় স্পিকারকে।**

কাজলের ইস্তফা

■ **অনাস্থা প্রস্তাবের মুখে পড়ে বীরভূম জেলা পরিষদের সভাধিপতি পদ থেকে ইস্তফা দিলেন ফায়েজুল হক ওরফে কাজল শেখ। বর্ধমান ডিভিশনাল কমিশনারের কাছে তাঁর ইস্তফাপত্র জমা পড়ে এবং তা গৃহীত হয়েছে বলে প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে। আগামী ২১ অগস্ট কাজল শেখের বিরুদ্ধে আনা অনাস্থা প্রস্তাব নিয়ে জেলা পরিষদের বৈঠক হওয়ার কথা ছিল। তার আগেই ইস্তফা দেওয়ায় ওই বৈঠকও বাতিল করা হয়েছে। জানা গিয়েছে, বুধবারই কাজল শেখ তাঁর ইস্তফাপত্র বর্ধমান ডিভিশনাল কমিশনারের দপ্তরে পাঠিয়েছিলেন।**

উত্তরের শাহি সফরে পাহাড়-বৈঠকের ডাক

নিজস্ব প্রতিবেদন: বৃহস্পতিবার তিনদিনের উত্তরবঙ্গ সফরে এলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। আর উত্তরবঙ্গের মাটিতে পা দিয়েই পাহাড় নিয়ে বৈঠক ডাকলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী।

বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা সাড়ে ৭টা নাগাদ বাগডোগরা বিমানবন্দরে নামেন শাহ। সেখানে তাঁকে স্বাগত জানান মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী, দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্তা, পর্যটনমন্ত্রী শংকর ঘোষ-সহ এলাকার বিধায়করা। বিমানবন্দর থেকে সড়কপথে সুকনার উদ্দেশে রওনা দেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। সেখানকার একটি রিসর্টে তাঁর রাত্রিবাসের ব্যবস্থা করা হয়েছে। বৃহস্পতিবারের কর্মসূচি মূলত সুকনায় অবস্থান এবং পরের দু'দিনের কর্মসূচির প্রস্তুতিকে ঘিরেই।

শুক্রবার, ২১ অগস্ট একাধিক নির্ধারিত কর্মসূচিতে যোগ দেওয়ার কথা শাহর। উত্তরবঙ্গের রানিডাঙায় সীমান্ত নিরাপত্তা সংক্রান্ত কর্মসূচি ও পর্যালোচনা বৈঠক রয়েছে তাঁর সফরসূচিতে। উত্তরবঙ্গে সীমান্ত পরিস্থিতি এবং শিলিগুড়ি করিডরের নিরাপত্তার বিষয়টিও সেখানে আলোচনায় আসতে পারে। এ ছাড়া শিলিগুড়ির কাওয়াখালি ময়দানে '৫টি স্তম্ভ পরিবর্তিত বিচারব্যবস্থা' শীর্ষক 'ন্যায় সংহিতা প্রদর্শনী'র উদ্বোধন করবেন তিনি। ২১ থেকে ২৬ অগস্ট এই প্রদর্শনী চলবে। এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী-সহ রাজ্য ও কেন্দ্রের একাধিক রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ব্যক্তির উপস্থিত থাকার কথা। শুক্রবারে তাঁর কর্মসূচিতে আরও কয়েকটি নাগরিক ও নির্ধারিত অনুষ্ঠান এবং একাধিক পর্যালোচনা বৈঠক রয়েছে। উত্তরবঙ্গ সফরের শেষ দিন, ২২ অগস্ট শনিবারও একাধিক রিভিউ মিটিং ও নির্ধারিত কর্মসূচি রয়েছে তাঁর। শনিবার, ২২ অগস্ট সুকনায় তাঁর থাকার রিসর্টেই দার্জিলিং পাহাড়ের বিধায়ক ও সাংসদদের সঙ্গে বৈঠক হওয়ার কথা। পাহাড়ের স্থায়ী রাজনৈতিক সমাধান, জিটিএ বোর্ড গঠন, পুরসভা ও পঞ্চায়েত নির্বাচন, স্বচ্ছ নিয়োগ এবং কর্মসংস্থান;একাধিক বিষয় নিয়ে ওই বৈঠকে আলোচনা হতে পারে। পাশাপাশি উত্তরবঙ্গ সফরে চিকেনস নেকের নিরাপত্তা এবং সীমান্ত পরিস্থিতিও শাহর নজরে থাকছে। ওই দিনই সুকনায় পাহাড়ের জনপ্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠক করার কথা।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে বৃহস্পতিবার বাগডোগরা বিমানবন্দরে স্বাগত জানান মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।

অভিষেকের বাড়ি গিয়ে কেওয়াইসি আপডেটের কোর্ট-নির্দেশ

নিজস্ব প্রতিবেদন: সুপ্রিম কোর্ট সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে বিদেশযাত্রার অনুমতি দেওয়ার পর তাঁর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ হওয়া নিয়ে নতুন বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছিল। বৃহস্পতিবার সেই সংক্রান্ত মামলায় ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষের ভূমিকা নিয়ে চরম অসন্তোষ প্রকাশ করল কলকাতা হাইকোর্ট। ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের কেওয়াইসি আপডেট করাকে কেন্দ্র করে যে জটিলতা তৈরি করা হয়েছে, সে বিষয়ে ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষকে রীতিমতো ভর্ৎসনা করেন বিচারপতি কৃষ্ণা রাও। ব্যাঙ্ক কেন সাংসদকে সশরীরে হাজির হতে বাধ্য করছে, তা নিয়ে প্রশ্ন তোলে আদালত। বিচারপতির স্পষ্ট নির্দেশ দেন, অভিষেকের বাড়িতে গিয়ে ব্যাঙ্কের কর্মীদের কেওয়াইসি প্রক্রিয়ার সমস্ত কাজ সম্পন্ন করতে হবে।

মামলার শুনানি চলাকালীন এদিন বিচারপতির বেঞ্চ প্রশ্ন তোলে, বর্তমান প্রযুক্তির যুগে দাঁড়িয়ে যখন রাজ্য ও কেন্দ্র সরকারের সমস্ত প্রশাসনিক কাজ অনলাইনে সম্পন্ন হচ্ছে, তখন একটি বেসরকারি ব্যাঙ্ক কীভাবে একজন গ্রাহককে কেওয়াইসি আপডেটের জন্য সশরীরে উপস্থিত হতে বাধ্য করতে পারে? বিচারপতি কৃষ্ণা রাও মন্তব্য করেন, 'আপনার ব্যাঙ্ক কি একটু বেশিই আগ্রহী ওঁকে দেখার জন্য? ওঁর মুখ দেখতে চায়? অনলাইন পরিষেবার সুবিধা থাকা সত্ত্বেও কেন সশরীরে ডেকে পাঠানো হচ্ছে? চিঠির যে ভাষা, তাতেও ব্যাঙ্কের অতি-সক্রিয়তা স্পষ্ট।' এরপরই আদালত ব্যাঙ্ককে অবিলম্বে সমস্যার সমাধানের নির্দেশ দিয়ে বলে, প্রয়োজনীয় নথিপত্র আদালতেই জমা নিতে।

অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আইনজীবী অয়ন ভট্টাচার্য আদালতে জানান, ২০১৭ সাল থেকে তাঁর মক্কেলের এই ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টটি রয়েছে। সর্বোচ্চ আদালত তাঁকে বিদেশযাত্রার অনুমতি দেওয়ার পর আচমকাই কোনও পূর্ব নোটিস ছাড়া তাঁর ডেবিট কার্ড ব্লক এবং অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করে দেওয়া হয়। এর ফলে তৈরি হয়েছে নতুন সংকট। এর আগে শুনানি চলাকালীন প্রশ্ন উঠেছিল, ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতার ১০৭ ধারা প্রয়োগ না করে কীভাবে অ্যাকাউন্ট বন্ধ করা সম্ভব?

এসি ফেটেই বিষাক্ত ধোঁয়া, ধৃত হোটেলের লিজহোল্ডার

নিজস্ব প্রতিবেদন: শহরের ব্যস্ততম নিউ মার্কেট থানা এলাকার মির্জা গালিব স্ট্রিটে দমকলের সদর দপ্তর থেকে ঢিল ছোড়া দূরত্বে পাঁচতলা ভবনের তিনতলায় একটি গেস্ট হাউসে মঙ্গলবার গভীর রাতে আগুন লাগার ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন ৯ জন। তাঁদের মধ্যে অন্তত ৫ জন বাংলাদেশি নাগরিক বলে পুলিশ সূত্রে খবর। প্রাথমিক তদন্তের পর ফরেনসিক বিশেষজ্ঞদের অনুমান, রিসেপশনের একটি এসির তার বা পোর্টের অংশ থেকেই এই অগ্নিকাণ্ডের সূচনা। ঘটনায় বেআইনি কার্যকলাপ ও গাফিলতির অভিযোগে ইতিমধ্যেই হোটেলের লিজহোল্ডার আবু জফরকে গ্রেপ্তার করেছে কলকাতা পুলিশের বিশেষ তদন্তকারী দল বা সিট।

সূত্রের খবর, নিউ মার্কেটে মির্জা গালিব স্ট্রিটের হোটেল 'শিখা ইন' তাঁর নামেই লিজ নেওয়া হয়েছিল। বুধবার রাতেই তাঁকে আটক করা হয়েছিল। ওই হোটেলের মালিক বীরেশ্বর মিত্রের এখনও কোনও সন্ধান মেলেনি। আবু জাফর জোড়াসাঁকোর বাসিন্দা। গত রাতে এন্টালি মার্কেট এলাকা থেকে তাঁকে পাকড়াও করে লালবাজারের গোয়েন্দা বিভাগ। জিজ্ঞাসাবাদের পরে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। পাশাপাশি আরও দু'জনকে আটক করা হয়েছে। তাঁদের নাম-পরিচয় এখনও প্রকাশ্যে আসেনি। তবে সূত্রের খবর, আটক হওয়া দু'জনের মধ্যে হোটেল 'যাপন'-এর কর্মীও রয়েছেন। মির্জা গালিব স্ট্রিটের যে হোটেলে আগুন লেগেছিল, তার কাছেই রয়েছে এই হোটেলটি। এই হোটেলটিও বীরেশ্বরেরই। এদিকে, মির্জা গালিব স্ট্রিটের মোট ৯টি গেস্ট হাউস ও চারটি রেস্তরাঁ কাম পানশালাকে শোকজ নোটিস পাঠানো হয়েছে বলে খবর। ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই তাদের শোকজের জবাব দিতে হবে। সেই জবাব সন্তোষজনক না হলে বন্ধ করে দেওয়া হতে পারে। অন্যদিকে, বুধবারের অগ্নিকাণ্ডে মৃতদের ২ জনের দেহ বৃহস্পতিবার শনাক্ত করা সম্ভব হয়েছে। মৃত মহিলা ও পুরুষ বাংলাদেশের সাতক্ষীরার বাসিন্দা বলে জানা গিয়েছে। তদন্তকারীরা জানিয়েছেন, মির্জা গালিব স্ট্রিটের ওই ভবনের তিনতলায় মাত্র ১১০০ বর্গফুট জায়গার মধ্যে শৌচালয়-সহ পাঁচটি অতি ক্ষুদ্র ঘর বানিয়ে চলছিল 'শিখা ইন' নামের হোটেলটি। প্রাথমিক ফরেনসিক পরীক্ষার রিপোর্ট অনুযায়ী, তিনতলার রিসেপশনে থাকা এসির পোর্টের সংযোগস্থলের একটি অংশ আগেই ফুলে উঠেছিল।

জেন জির মন বুঝতে শিক্ষাঙ্গনে মন্ত্রীরা

নয়াদিল্লি, ২০ অগস্ট: যন্তর মন্তরে ককরোচ জনতা পার্টির ব্যানারে জেন জি-র বিক্ষোভের পর কেন্দ্রের নরেন্দ্র মোদী সরকার যেন খানিকটা নড়েচড়ে বসেছে। যে কোনও উপায়ে জেন জি'র মন জিততে মরিয়া কেন্দ্র। ছাত্রযুবদের সমস্যার কথা শুনতে তাই এবার নয়া কর্মসূচি নিয়েছে সরকার। এবার কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের ডিউটি দেওয়া হচ্ছে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে পড়ুয়াদের কথা শোনার।

বুধবার কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার বৈঠকে 'এক দিন, এক বিশ্ববিদ্যালয়' কর্মসূচির ঘোষণা করেছে কেন্দ্র। ওই কর্মসূচিতে এক এক জন মন্ত্রী এক এক বিশ্ববিদ্যালয়ে যাবেন। তাঁরা পড়ুয়াদের সঙ্গে কথা বলবেন। বিভিন্ন বিষয়ে পড়ুয়াদের মতামত শুনবেন। সেই সঙ্গে পড়ুয়াদের জন্য সরকার কী করছে, শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নতিতে, বেকার সমস্যা দূর করতে সরকার কী পদক্ষেপ করেছে, সেসব তুলে ধরা হবে পড়ুয়াদের সামনে। তবে এই অভিযান মূলত বিভিন্ন বিষয়ে যুব সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি বুঝে নেওয়ার কৌশল। সব প্রান্তের পড়ুয়াদের মধ্যেই ক্ষোভ রয়েছে কি না সেটাও জেনে নিতে চাইছে সরকার।

কোন মন্ত্রী কবে কোথায় যাবেন, তা স্থির করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে কেন্দ্রের নতুন শিক্ষামন্ত্রী প্রহ্লাদ জোশী এবং যুব ও ক্রীড়ামন্ত্রী মনসুখ মাণ্ডব্যকে। তাঁরাই বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এবং অন্য মন্ত্রীদের মধ্যে সমন্বয়ের কাজ করবেন। ঘটনাচক্রে, যন্তর মন্তরের আন্দোলনের পরে ছাত্র-যুবদের কাছাকাছি পৌঁছোনোর চেষ্টায় আরও গতি আনছে বিরোধী শিবিরও। দেশের ৮০০টি ছোট ও মাঝারি শহরে রাহুল গান্ধির 'ছাত্রোঁ কি গুঞ্জ' কর্মসূচি আয়োজনের লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছে কংগ্রেস। এ অবস্থায় কেন্দ্রের 'এক দিন, এক বিশ্ববিদ্যালয়' কর্মসূচির পরিকল্পনা আরও তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

বস্তুত, ককরোচ জনতা পার্টির বিক্ষোভের পর জেন জি-র কাছে পৌঁছতে চেষ্টার ত্রুটি রাখছেন না প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সে সোশ্যাল মিডিয়ায় 'ফ্রেন্ডস'দের উদ্দেশে তাঁর পোস্ট করা একাধিক রিল হোক বা স্বাধীনতা দিবসের ভাষণ থেকে জেন জি-র জন্য একের পর ঘোষণা, সবেতেই মোদীর মন জেন জি-তে।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

CHANGE OF NAME

I, **Sushil Chowdhury** S/o, Ratan Lal Agarwal, resident of Kathia Niwas, 75, Jatin Das Road, Southern Avenue, Kolkata-700029, West Bengal, India do hereby declare that I have changed my name from Sushil Chowdhury to Sushil Kumar Chowdhury and henceforth I shall be known as Sushil Kumar Chowdhury in all purpose, vide affidavit no. SL NO-10-2026 sworn before the Notary Public at C.M.M's COURT on 19th August 2026 Sushil Kumar Chowdhury and Sushil Chowdhury both are same and one identical person.

AFFIDAVIT

I, **Sukumar Sharma** S/O Late Shankar Prosad Sharma residing at 99, Chhoto Srirampur, Manasa Tala, P.O.- Mondalpara, P.S.- Jagaddal, Dist.- North 24 Parganas, W.B. PIN- 743126 do hereby declare vide affidavit serial no. 217 dated 18.08.2026 in the Court of the Ld. Judicial Magistrate, 1st Class, Barrackpore that my actual and correct name is Sukumar Sharma and it is recorded in my Shramik Book but my name has been recorded as Srikumar Sharma in my Voter ID Card vide JGL0181404, PAN Card No. LOFPS7376F and Aadhaar Card no. 6554 8826 5916.Sukumar Sharma and Srikumar Sharma i.e. myself am the same and one identical person.

[redacted]

নাম-পদবী

আমি Marziya Bibi D/o Masishur Rahaman গ্রাম সেকেন্দারপুর, পোস্ট যাত্রা, থানা দুবরাজপুর, জেলা বীরভূম এর স্থায়ী বাসিন্দা। আধার কার্ডে (2228 2397 0805) আমার নাম Marziya Bibi ও বাবার নাম Masishur Rahaman থাকলেও ভোটার কার্ডে (KVQ2312098) আমার নাম Morjina Bibi W/o Sekh Jasimuddin এবং লালমোহনপুর প্রাইমারি স্কুল সার্টিফিকেটে (0805) আমার বাবার নাম Sekh Masihur Rahaman হয়ে আছে এবং ২৮৬ দুবরাজপুর বিধানসভা নির্বাচন ক্ষেত্রের ২০০২ সালে পার্ট নাম্বার ১৭৮ সিরিয়াল নাম্বার ২০৫ -এ আমার বাবার নাম Sekh Masihur Rahaman S/o Sekh Jalil হয়ে আছে। বীরভূম দুবরাজপুর আদালতের ফার্স্ট ক্লাস জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট এর এফিডেভিট (SL-1065) বলে Marziya Bibi D/o Masishur Rahaman, Morjina Bibi W/o Sekh Jasimuddin এবং আমার বাবা Masishur Rahaman, Sekh Masihur Rahaman S/o Sekh Jalil গত ১৯ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখ হতে এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিতি হলাম।

সাধারণ বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া যাচ্ছে যে, নিম্নলিখিত আসল দলিলগুলি হারিয়ে গেছে

১) **বিক্রয় দলিল নং ৪০৮২,** যা ১৭.০২.১৯৬৫ তারিখে সম্পাদিত এবং এস.আর. বনগাঁ, জেলা- উত্তর ২৪ পরগণা-তে বুক নং ১, ভলিউম নং ৫৫, পৃষ্ঠা ১০৩ থেকে ১০৫-এ নিবন্ধিত।

২) **১৩-০৪-২০১০ তারিখের দানপত্র দলিল নং ২৯০৩,** যা জয়দেব ঘোষ (দাতা) এবং শৈলেন্দ্র নাথ ঘোষ (গ্রহীতা)-এর মধ্যে সম্পাদিত এবং এ.ডি.এস.আর, বনগাঁ-তে বুক নং ১, সিডি ভলিউম নং ১০, পৃষ্ঠা ৮৪৯ থেকে ৮৬০-এ নিবন্ধিত।

যদি পাওয়া যায়, অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন
নাম : সুরেন্দ্র কুমার আগরওয়াল, মোবাইল ৯৮৩০২১১৩১৬

দলিল হারানোর বিজ্ঞপ্তি

সকলের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, পুরশুড়া সাব-রেজিস্ট্রার অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত **১৯৯৮ সালের ১১৯০ ও ১১৯১ নং** দুইটি Original লিঙ্ক দলিল, ক্রেতা **শ্রী সুব্রত মণ্ডল,** পিতা-শ্রী সুনীলেন্দু মণ্ডল, সাং-তালপুর, থানা-তারকেশ্বর, জেলা- হুগলী-এর নামে থাকা, নিম্নলিখিত সম্পত্তি সংক্রান্ত দলিলদ্বয়-মৌজা-পুরশুড়া, জে.এল.-২২, R.S. Kh- ৩৬৫, L.R. Kh- নং- ১৪৯৮ (কৃঃ), R.S. দাগ নং-২৫৫৬, L.R. দাগ নং-২৭২৬, জমির পরিমাণ ০৬ শতক, পুরশুড়া (১) গ্রাম পঞ্চায়েত, থানা- পুরশুড়া, জেলা-হুগলী- যাহার বর্তমান মালিক আমার মক্কেল **শ্রী শঙ্কর সাউ,** পিতা- শ্রী মহেশ্বর সাউ-এর নিকট হইতে হারাইয়া গিয়েছে। ২১/০৭/২০২৬ তারিখ **পুরশুড়া থানায় ১৪৪৩ নং মিসিং জি.ডি.** দায়ের করা হয়েছে। আমার মক্কেল উক্ত সম্পত্তির বর্তমান মালিক হিসাবে যাহার L.R. Kh- নং ৩৬৭৪, PNB, চাঁপাডাঙা শাখায় সম্পত্তিটি বন্ধক (Mortgage) রাখবেন। যোদি কোনও ব্যক্তি উক্ত Original লিঙ্কঃ দলিলদ্বয় পেয়ে থাকলে অথবা উক্ত দলিল/সম্পত্তি সম্পর্কে কোনও দাবি, আপত্তি বা স্বার্থ থাকলে, এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ হইতে ৭ (সাত) দিনের মধ্যে নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট লিখিতভাবে জানাতে অনুরোধ করা হচ্ছে। অন্যথায়, উক্ত Original লিঙ্কঃ দলিলদ্বয় হারানো এবং আইনগতভাবে অকার্যকর বলিয়া গণ্য হবে এবং উক্ত দলিলের কোনও প্রকার অপব্যবহারের জন্য আমার মক্কেল দায়ী থাকবেন না।

শ্রী নরেন্দ্র কুমার দাস, অ্যাডভোকেট,
হুগলী জাজেস কোর্ট

জেলা হুগলীর ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত।
২০২৬ সালের ৫ নং লেটার অফ এ্যাডমিনিসট্রেশন মোকর্দ্দমা
দরখাস্তকারী:- সোমারানী চক্রবর্ত্তী
বিজ্ঞপ্তি

এতদ্দ্বারা সর্ব্ব সাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, অত্র মোকর্দ্দমার দরখাস্তকারী **সোমারানী চক্রবর্ত্তী,** স্বামী-শ্যাম সুন্দর চক্রবর্ত্তী, পিতা - নিশিথ চক্রবর্ত্তী, সাং- চন্দননগর ধাড়াপাড়া, থানা - চন্দননগর, জেলা হুগলী আদালতে মৃত **প্রভাত কুমার চক্রবর্ত্তী,** পিতা মৃত দুর্গাপদ চক্রবর্ত্তীর কৃত উইলের প্রবেট বা লেটার অফ এ্যাডমিনিস্টেশন পাইবার নিমিত্ত অত্র দরখাস্তকারী অত্র আদালতে দরখাস্ত দাখিল করিয়াছেন। নিম্নে তফশীল বর্ণিত সম্পত্তিতে যদি কাহারও কোন আপত্তি থাকে বিজ্ঞপ্তি প্রাপ্তির ৩০ দিনের মধ্যে আদালতে হাজির হইয়া আপত্তি দাখিল করিবেন। অন্যথায় অত্র মোকদ্দমা একতরফা শুনানী হইয়া যাইবে।

তফশীল: জেলা হুগলী, থানা চুঁচুড়া, মৌজা উত্তর চন্দননগর, জে.এল.নং- ২১, হুগলী চুঁচুড়া মিউনিসিপ্যালিটী ওয়ার্ড নং-২৮, হোল্ডিং নং-৭/৫, খতিয়ান নং-৪৬ দাগ নং- ১০৪৫ দাগে বাস্তু জমি ১১.০৫ সহস্রাংশ মায় তদুপরিস্থ পাকা গৃহাদী

দরখাস্তকারীর পক্ষে
অশোক সাধু, এ্যাডভোকেট

আদালতের অনুমত্যানুসারে
জ্যোতির্ময় সরকার, সেরেস্তাদার
জেলা হুগলীর ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত

বিজ্ঞপ্তি

In the Ld. Court of the District Delegate at Midnapore
Dist.- Paschim Medinipur
Succession Certificate Case No.41/2025
শ্রী সায়ন্তন বারিক .....দরখাস্তকারী

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, পশ্চিম মেদিনীপুর খড়্গপুর (লোকাল) থানার অন্তর্গত বেনাপুর পোষ্ট অফিসের অধিন শংকরচক গ্রামে বসবাসকারী **বিজয় কুমার বারিক,** পিতা-৺অক্ষয় কুমার বারিক এবং তাঁহার স্ত্রী **কুহুকেকা বারিক** যথাক্রমে গত ইং ১৯.০৬.২০২০ এবং ১৬.০৪.২০২৩ তারিখে মারা গিয়াছেন। মৃত্যুর সময় **বিজয় কুমার বারিক** ও তাহার স্ত্রী **কুহুকেকা বারিক** প্রত্যেকে একটি করিয়া নিম্নবর্নিত **L.I.C.I Policy** রাখিয়া গিয়াছেন। উক্ত পলিশিদ্বয়ে প্রাপ্য টাকার উত্তরাধিকার সাব্যস্তের জন্য দরখাস্তকারী উপরোক্ত মোকর্দ্দমা করিয়াছেন। ইহাতে কাহারও কোন আপত্তি থাকিলে তাহা অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে আপত্তি দাখিল করিবেন। নচেৎ একতরফা শুনানী হইবে। পরবর্তী তারিখ- **8/10/26**

তপশীল

Name of the Ins.Co.	Policy No	Sumassured
1. L.I.C.I KharagpurBranch **Policy Holder Bijoy Kumar Barik**	499104634	Rs.1,12,500/-
2. L.I.C.I Kharagpur Branch **Policy Holder Kuhukeka Barik**	499104631	Surrender ValueRs.24,045/-

Total 1,36,545/-Plus int & other benefit if any

অনুমত্যানুসারে, বরুন কুমার সাঁতরা, সেরেস্তাদার
মেদিনীপুর ডিষ্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালতপশ্চিম মেদিনীপুর, 12/8/26

বিজ্ঞপ্তি

In the Court of the District Delegate, Paschim Medinipore.
Probate Case No.29/2025
তড়িৎ কুমার পাল..... দরখাস্তকারী
বনাম
শ্রীমত্যা কাজল রানী পাল দীং.... প্রতিপক্ষগন

এতদ্বারা সর্ব সাধারনকে জানানো যাইতেছে যে, জেলা পশ্চিম মেদিনীপুর, খড়গপুর লোকাল থানার অন্তর্গত চাঙ্গুয়াল গ্রামের স্থায়ী বাসিন্দা অধুনা মৃত বিমল কুমার পাল জীবদ্দশায় তাঁহার স্বত্ত্বীয় দখলীয় নিম্নের তপশীলে বর্নিত সম্পত্তি সম্পর্কে ইংরাজী ০৬.০৩.২০২০ তারিখে একখন্ড উইল সম্পাদন করিয়া গিয়াছেন। উক্ত উইলপত্রে উইলকর্তা অত্র দরখাস্তকারীকে একজিকিউটর নিযুক্ত করিয়া যাওয়ায় উক্ত উইল প্রবেট পাইবার প্রার্থনায় দরখাস্তকারী অত্র আদালতে উপরোক্ত নম্বর মোকদ্দমা উত্থাপন করিয়াছেন। অত্র বিষয়ে কাহারও কোন প্রকার আপত্যি থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হইবার ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে অত্র আদালতে হাজির হইয়া আপত্তি দাখিল করিবেন। নতুবা আইনানুগ কার্য্য করা যাইবে। (ক) তপশীল সম্পত্তির বিবরন

যাহা অত্র উইলের ১নং গ্রহীতা শ্রীমান সৌরিশ পাল প্রাপ্ত হইবে।

জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর, থানা- খড়গপুর (লোকাল), মৌজা-চাঙ্গুয়াল, জে. এল নং ৩৬০, L.R. Sattlement এর খতিয়ান নং- ৫৬৯, রিঃ খতিয়ান নং ১০১৮,২৭১০ দাগে জল, মোট ২ একর ১১ ডেঃ মধ্যে মধ্যাংশে মোট ৭০ ডেঃ এর মধ্যে পূর্ববাংশে ১/৩ অংশ ২৩ ডেঃ। রিঃ খতিয়ান নং ১০৪৪। ২৭২১ দাগে মোট ৪৩ ডেঃ মধ্যে পূর্বাংশে ১/৩ অংশ ১৪ ডেঃ। রিঃ খতিয়ান নং ৬০৭। ২৯৩১ দাগে মোট ৩০ ডেঃ মধ্যে উত্তরাংশে ১/৩ অংশ ১০ ডেঃ। রিঃ খতিয়ান নং ৪৪১। ১২৬৬ দাগে বাস্তু কালা ২২ ডেঃ মধ্যে দক্ষিনাংশে ১/৩ অংশ ৭ ডেঃ। ১২৬৯ দাগে পুকুর ৩৯ ডেঃ মধ্যে ১/৩ অংশ ১৩ ডেঃ। ১২৬৮ দাগে পুকুর পাড় ৫১ ডেঃ। পাড়ের উত্তরাংশের পূর্বাংশের ১/৩ অংশ ১২৬৯ দাগের পুকুরের ১২৬৮ দাগের পূর্ব পাড় ১/৩ অংশ। ১২৬৮ দাগের অন্তর্ভুক্ত পুকুর পাড়ের উত্তরাংশেমায় পোক্তাবাটীর অংশসমূহ ১/৩ অংশ, উক্ত দাগে মোট ৫১ ডেঃ মধ্যে মোট প্রাপ্ত ১৭ ডেঃ ।১২৬২ দাগে কালা ৩ ডেঃ ২৮৯৩ দাগে মোট ১একর ৩১ ডে।এর মধ্যে মধ্যাংশে ৪৩ ডেঃ জলজমি ২৯৬৯ দাগের মোট ৫৯ ডেঃ ।মধ্যে মধ্যাংশ ১৯ ডেঃ মোট ১ একর ৪৯ ডেঃ (এক একর উনপঞ্চাশ ডেসিমেল)

(খ) তপশীল সম্পত্তির বিবরন

যাহা অত্র উইলের ২নং গ্রহীতা শ্রীমান শুভজিৎ পাল প্রাপ্ত হইবে।

জেলা - পশ্চিম মেদিনীপুর, থানা খড়্গাপুর লোকাল, মৌজা- চাঙ্গুয়াল, জে.এল নং- ৩৬০, L.R. Sattlement এর খতিয়ান নং ৫৬৯, রিঃ খতিয়ান নং- ১০১৮, ২৭১০ দাগে জল। মোট ২ একর ১১ ডেঃ মধ্যে মধ্যাংশে মোট ৭০ ডেঃ মধ্যে মধ্যাংশে ১/৩ অংশ বা ২৪ ডেঃ। রিঃ খতিয়ান নং ১০৪৪। ২৭২১ দাগে মোট ৪৩ ডেঃ মধ্যে পশ্চিমাংশে ১/৩ অংশ বা ১৪ ডেঃ। রিঃ খতিয়ান নং ৬০৭। ২৯৩১ দাগে মোট ৩০ ডেঃ মধ্যে দক্ষিনাংশে ১/৩ অংশ ১০ ডেঃ। রিঃ খতিয়ান নং-৪৪১। ১২৬৬ দাগে বাস্তু কালা ২২ ডেঃ মধ্যে ১/৩ অংশ বা ৮ ডেঃ ।১২৬৫ দাগে বাস্তু কালা ৫ ডেঃ। ১২৬৯ দাগে পুকুর ৩৯ ডেঃ মধ্যে ১/৩ অংশ বা ১৩ ডেঃ। ১২৬৮ দাগে পুকুর পাড় মোট ৫১ ডেঃ মধ্যে পাড়ের উত্তরাংশের ১/৩ অংশ ও উক্ত পুকুরের দক্ষিন ১২৬৮ দাগের দক্ষিনাংশ পাড় ১২৬৯ দাগের পুকুরের ১২৬৮ দাগের পশ্চিমাংশে অন্তর্ভুক্ত পুকুর পাড়ের মধ্যাংশ মায় একতলা বাটীর মধ্যাংশ ১/৩ অংশ অত্র ১২৬৮ দাগের মোট প্রাপ্ত অংশ ১৭ ডেঃ ২৮৯৩ দাগে মোট ১ একর ৩১ ডেঃ এর মধ্যে উত্তরাংশে ৪৪ ডেঃ জলজমি। ২৯৬৯ দাগের মোট ৫৯ ডেঃ মধ্যে উত্তরাংশে ২০ ডেঃ জলজমি মোট ১ একর ৫৩ ডেঃ (এক একর তিপান্ন ডেসিমেল)।

(গ) তপশীল সম্পত্তির বিবরন

যাহা শ্রীমান প্রতীম পাল প্রাপ্ত হইবেন।

জেলা - পশ্চিম মেদিনীপুর, থানা খড়্গপুর লোকাল, মৌজা- চাঙ্গুয়াল, জে. এল নং- ৩৬০, L.R. Sattlement এর খতিয়ান নং ৫৬৯। রিঃ খতিয়ান নং- ১০১৮ ২৭১০ দাগে জল মোট ২ একর ১১ ডেঃ মধ্যে মধ্যাংশে মোট ৭০ ডেঃ এর মধ্যে পশ্চিমাংশে ১/৩ অংশ বা ২৩ ডেঃ। রিঃ খতিয়ান নং- ১০৪৪। ২৭২১ দাগে মোট ৪৩ ডেঃ মধ্যে পশ্চিমাংশে ১/৩ অংশ বা ১৪ ডেঃ। রিঃ খতিয়ান নং ৬০৭। ২৯৩১ দাগে মোট ৩০ ডেঃ মধ্যে ১/৩ অংশ বা ১০ ডেঃ। রিঃ খতিয়ান নং ৪৪১। ১২৬৬ দাগে বাস্তু কালা ২২ ডেঃ মধ্যে উত্তরাংশে ১/৩ অংশ বা ৭ ডেঃ। ১২৬৯ দাগে পুকুর ৩৯ ডেঃ মধ্যে ১/৩ অংশ বা ১৩ ডেঃ। ১২৬৮ দাগে পুকুর পাড় মোট ৫১ ডেঃ মধ্যে পাড়ের উত্তরাংশের ১/৩ অংশ ও উক্ত পুকুরের দক্ষিন ১২৬৮ দাগের পোক্তা বাটী মায় বারান্দা ইত্যাদি সহ দক্ষিনাংশে উক্ত দাগে মোট প্রাপ্ত ১৭ ডেঃ। ২৮৯৩ দাগে মোট ১ একর ৩১ ডেঃ মধ্যে দক্ষিনাংশে ৪৪ ডেঃ জলজমি ২৯৬৯ দাগের মোট ৫৯ ডেঃ মধ্যে দক্ষিনাংশে ২০ ডেঃ মোট ১ একর ৪৮ ডেঃ (এক একর আটচল্লিশ ডেসিমেল)সর্ব মোট ৪ একর ৫২ ডেঃ (চার একর বাহান্ন ডেসিমেল)।

আদেশানুসারে,
Barun Kr Santra (Serestader)
ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত,
পশ্চিম মেদিনীপুর। 10/08/2026

নাম -পদবী পরিবর্তন

গত 18/08/2026 তারিখে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে 19694 নং এফিডেভিট বলে আমি HALMY (old name), W/o. Sk Kayem Ali, R/o. Balighara, Bhandarhati, Dhaniakhali, Hooghly-712301, W.B., ঘোষণা করিয়াছি যে, আমি HALMY নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Bibi Halima Sekh (new name) নামে পরিচিত হইয়াছি। আমি Bibi Halima Sekh & HALMY & Halima Bibi W/o. Sk Kayem Ali, সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি। আমার পুত্র Sk Toraf Ali.

গত 20/08/2026, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 14493 নং এফিডেভিট বলে আমি Sankar Das S/o. Krishna Chandra Das ও Sankar Das S/o. K. Ch. Das & Das Sankar S/o. Krishnachandra সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 18/08/2026 তারিখে নোটারি পাবলিক, সদর, হুগলী, কোর্টে 747 নং এফিডেভিট বলে আমি Tazmira Bibi (old name), W/o. Hasan Mallick, R/o. Bahira, Digra, Balagarh, Hooghly-712512, W.B., ঘোষণা করিয়াছি যে, আমি Tazmira Bibi নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Tazmira Begam (new name) নামে পরিচিত হইয়াছি। আমি Tazmira Begam & Tazmira Bibi, W/o. Hasan Mallick, সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 18/08/2026, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 14382 নং এফিডেভিট বলে আমি Somnath Sarkar ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Nagendra Nath Sarkar ও Lt. Nagendra Nath Sarkar সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

গত 14/08/2026, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে 19625 নং এফিডেভিড বলে আমি Pratap Chandra Nandy, Pratapchandra Nandi ও Pratap Nandy S/o. Panchanan Nandy @ Panchanan Nandi @ P Nandy সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 31/07/2026, S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে 04 নং এফিডেভিট বলে আমি Debashish Bhattacharya ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Bignankrishna Bhattacharya ও D. K. Bhattacharya সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

গত 19/08/2026, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে 19976 নং এফিডেভিড বলে আমি Liltu Mal ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Nanda Mal ও B. Ch. Mal সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন। আমার সঠিক জন্ম তারিখ 01.01.1981.

গত 06/08/2026, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, পূর্ব বর্দ্ধমান, কোর্টে 20 নং এফিডেভিড বলে আমি, Nurjahan Mohammad, W/o. Late Md Mamud সাকিম আলিপুর, দেবীপুর, মেমারী, পূর্ব বর্দ্ধমান-৭১৩১৪৬, ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার কন্যার জন্ম সার্টিফিকেটে (Being Regn. No. 1456, dated 08.10.2023) আমার কন্যার সঠিক নাম Tarannum Khatun-এর পরিবর্তে Tarannum Khatoon এবং আমার/ কন্যার মাতার সঠিক নাম Nurjahan Mohammad -এর পরিবর্তে Nurjahan Begum লিপিবদ্ধ আছে, যাহা এই এফিডেভিট বলে পরিবর্তন করিয়া কন্যার সঠিক নাম Tarannum Khatun, Mother's Name Nurjahan Mohammad লিপিবদ্ধ করিতে চাই। আমার কন্যা Tarannum Khatun ও Tarannum Khatoon এবং আমি Nurjahan Mohammad ও Nurjahan Begum সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

জেলা হুগলীর লারনেড অতিরিক্ত সিভিল জজ সিনিয়ার ডিভিশন আদালত, চুঁচুড়া
রেফাঃ- টি.এস.নং- ১৫০/২০১৩
টি.এস.নং- ১২২/২০০৯
টি.এস.নং- ১৫৭/২০০১
বাদী :- ফতেমা খাতুন বিবি দীং
বনাম
বিবাদী:- মহ: মহসীন দীং
বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, থানা পোলবার অধীন ভোয়াগাছি নিবাসী **আনোয়ার আলী লায়েক** মহাশয় তাঁহার জীবদ্দশায় ভোয়াগাছি মৌজায় থাকা তাঁহার নামীয় সমস্ত সম্পত্তি সম্পর্কে তাঁহার স্ত্রী **মনোয়ারা খাতুন** ও কন্যাগণ **ফতেমা খাতুন বিবি ও রহিমা খাতুন** এর নামে হেবানামা দলিল রেজিস্ট্রী করেন। উক্ত **মনোয়ারা খাতুন** মারা যাওয়ার পর **১। ফতেমা খাতুন বিবি, ২। রহিমা খাতুন ও ৩। আল্লারাখা লায়েক** হেবানামা দলিল মূলে ও মাতার ওয়ারিশান সূত্রে প্রাপ্ত ভোয়াগাছি মৌজার সমস্ত সম্পত্তি সম্পর্কে বানিয়ার রহমান লায়েক দিগরের বিরুদ্ধে উপরোক্ত নং ডিক্লারেশন পারমানেন্ট ইনজাংশন এর প্রার্থনায় দেওয়ানী মামলা করেন। এক্ষনে উক্ত **বানিয়ার রহমান লায়েক** মারা যাওয়ার পর তাহার ওয়ারিশান হিসাবে তাহার স্ত্রী **১ (এ) রহিমা বিবি, পুত্র ১(বি) লাল্টু লায়েক ও ১(সি) আজানুর লায়েক** ও কন্যা **১(ডি) ঝর্ণা খাতুন বিবি,** ১(এ) এর স্বামী ও ১(বি), ১(সি), ১(ডি) এর পিতা - মৃত বানিয়ার রহমান লায়েক, সর্বসাং - ভোয়াগাছি, থানা-পোলবা, জেলা- হুগলীকে মামলায় বিবাদীপক্ষভুক্ত করা হইয়াছে।

অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ হওয়ার পর ৩০ দিনের মধ্যে আপনারা **রহিমা বিবি** দিগর মহামান্য আদালতে স্বয়ং বা নিযুক্তীয় উকিলবাবু মারফৎ হাজির হইয়া মোকর্দ্দমায় জবাব দাখিল করিবেন। অন্যথায় আপনাদের বিরুদ্ধে একতরফা শুনানী হইয়া যথাযত আদেশ পাশ হইবে।

বাদীপক্ষের তরফ
রঞ্জন পাল (উকিলবাবু)

আদালতের অনুমত্যানুসারে
অম্লান সেন, সেরেস্তাদার
অতিরিক্ত সিভিল জজ সিনিয়র ডিভিশন চুঁচুড়া আদালত, হুগলী।

বিজ্ঞপ্তি

[illegible] বিক্রয় কোবালা দলিল নং ৩৪২০/২০২৪ মূলে প্রাপ্ত হয়েন যাহা ঐ দলিলের বিক্রেতা শ্রী অরুণ আড়ষ, পিতা-৺নবকুমার আড়ষ ১১/০২/২০২২ তারিখে চন্দননগর এডিএসআর অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ১নং বহির ০৭১১/২০২২ নং দলিল মূলে আমমোক্তার নামা হিসাবে শ্রী সৈকত দাস, পিতা- শ্রী সুভাষ দাস মহাশয়কে নিযুক্ত করিয়াছেন। বিজ্ঞাপণের আমমোক্তার নামাতে যদি কাহারো আপত্তি থাকে তাহা হইলে মানকুন্ডু বি.এল.আর.ও. অফিসে ১৫ দিনের মধ্যে আপত্তি জানাইতে হইবে।

সৌম্যদীপ সরকার (অ্যাডভোকেট)
Hooghly District Judges' court

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল **শ্রী তপন মালিক,** পিতা শ্রী রাম প্রসাদ মালিক ইংরাজীর ২০১৮ সালে ডি.এস.আর-১ হুগলী অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত ৪ নং বহির ৪২৮/২০১৮ নম্বর পাওয়ারনামা গ্রহন করেন এবং উক্ত পাওয়ার বলে - ১১৩০৫/২৬, ৪১৬৬/২৫ সম্পত্তি বিক্রি করেন। উক্ত ক্রেতাগণ নাম পত্তনের জন্য মৌজা বেড়েল্যা, জে.এল. নম্বর ৬, এল.আর. দাগ নম্বর ৮, ৯, ১০, এল.আর. খতিয়ান নম্বর ১২৮/১, ৭৬/১ আবেদন করেছেন। উক্ত আবেদনে কারোর কোন আপত্তি থাকে তাহা হইলে বিজ্ঞাপনের ১৫ দিনের মধ্যে পান্ডুয়া বি,এল, এ্যান্ড এল,আর,ও, অফিসে যোগাযোগ করুন।

ইতি- মীর মহঃ কলিমুদ্দিন (উকিলবাবু),
চন্দননগর আদালত, হুগলী

মাননীয়া জেলা জজ আদালত, হুগলী
অ্যাক্ট ৩৯ কেস নং ৩১/২০১৯
পম্পা আচার্য্য.... দরখাস্তকারিনী
বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্ব সাধারণকে জানানো যাইতেছে যে, **শ্রীমতী পম্পা আচার্য্য** স্বামী শ্রী নিতাই আচার্য্য, সাং- সুকান্তনগর, পোঃ - রবীন্দ্রনগর, থানা- চুঁচুড়া, জেলা হুগলী অত্র আদালতে তাহার মাতা **জ্যোৎস্না দাস,** স্বামী ৺মন্টু দাস, সাং - হরিদ্রাডাঙ্গা, শীলবাগান, পোঃ ও থানা - চন্দননগর, জেলা- হুগলীর গত ইংরাজী ১০/১০/২০১৮ তারিখে মৃত্যুর পর তাহার দ্বারা সম্পাদিত উইলের এক্সিকিউটর হিসাবে নিম্ন তপশীল বর্ণিত সম্পত্তির প্রবেট লইবার জন্য দরখাস্ত দাখিল করিয়াছেন। উক্ত বিষয়ে কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে অত্র আদালতে নিজে/উপযুক্ত মাধ্যমে হাজির হইয়া আপত্তি দাখিল করিবেন। অন্যথায় সময় অন্তে একতরফা বিচারে দরখাস্তকারিনীর অনুকূলে প্রবেট মঞ্জুর হইবে। **তপশীল সম্পত্তি:** জেলা হুগলী, থানা - মৌজা - শহর - এ.ডি.এস.আর অফিস- চন্দননগর, জে.এল নং - ১, আর.এস খতিয়ান নং - ৪৫, আর.এস দাগ নং - ১৭৯, বাস্তু পরিমাণ ১ কাঠা ৮ ছটাক পরিমিত সম্পত্তি মায় ২০০ বর্গফুট টালি আচ্ছাদিত গৃহাদী মায় কমন পথ ব্যবহারের অধিকারাদি মায় সকল প্রকার ইজমেন্ট স্বত্ব সহ। ইহা চন্দননগর পৌর নিগমের ১ নম্বর ওয়ার্ডের ৭৭২/১৫ নং হোল্ডিংভুক্ত সম্পত্তি হইতেছে। মহল্লা-শীল বাগান, হরিদ্রাডাঙ্গা।

দরখাস্তকারীপক্ষে
নেপাল চন্দ্র সেন, আইনজীবী

অনুমত্যানুসারে
শ্রী অভিজিৎ ব্যানার্জী, সেরেস্তাদার
Chief Administrative Officer
District Judge's Court Hooghly

সাধারণ বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হইতেছে যে, ২৬.০৯.২০০২ তারিখে ডি এস আর -II, হুগলীতে রেজিস্ট্রিকৃত আসল দানপত্র কোবালা যাহা শ্রী বিশ্বজিৎ মণ্ডলের অনুকূলে নিবন্ধিত আছে তাহা হারাইয়া গিয়াছে। যাহার বুক নং - I, ভলিউম নং - ৮, পৃষ্ঠা ১৪৭ থেকে ১৫৮-এর অন্তর্গত ২০০৩ সালের ০০২৮২ নম্বর দলিল হিসেবে নথিভুক্ত রহিয়াছে। উক্ত দলিলটি যে সম্পত্তির পরিচায়ক তাহা হইল জে এল নং ০৮, আর এস নং ১৭৬৩, তৌজি নং ১৭৩, আর এস দাগ নং ৩০৬৭ যা এল আর দাগ নং ৬১৬০-এর সঙ্গে সম্পর্কিত আর এস খতিয়ান নং ৯৪৬-এর অন্তর্ভুক্ত, মোট জমির পরিমাণ ০১ কাঠা ১৫ ছটাক ০৬ বর্গফুট (কম-বেশি)। জমিটি উত্তরপাড়া-কোতরং পৌরসভার অন্তর্গত ওয়ার্ড নং ০১, ঘোষপাড়া লেন, থানা উত্তরপাড়া, হুগলীতে।

আমার মক্কেল শ্রী সৌমিক কর্মকার, যিনি শিবায় কনস্ট্রাকশন-এর অংশীদার তিনি উক্ত মূল দলিলটি হারিয়ে যাওয়ার বিষয়ে ১৪.০৮.২০২৬ তারিখে উত্তরপাড়া একটি সাধারণ ডায়েরি (G.D.E. No. ৮৭০) করিয়াছেন।

যদি কোনো ব্যক্তি উক্ত মূল দলিলের সন্ধান পান অথবা উক্ত সম্পত্তির উপর কাহারও কোনো প্রকার আইনত দাবি, স্বত্ব, অধিকার, দায়বদ্ধতা বা আপত্তি থাকে তবে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ হইতে আগামী ৭ (সাত) দিনের মধ্যে নিম্নলিখিত ঠিকানায় ফেরত দিন বা জানান অন্যথায় কোনো দাবি দাওয়া গ্রাহ্য হইবে না।

দিব্যেন্দু চৌধুরী এন্ড এসোসিয়েটস
(এডভোকেটস)
ইউনিট নং ১১ই, ১১ তলা, ওলিশা হাউস, ৪, গভর্নমেন্ট প্লেস, কলকাতা - ৭০০০০১

বিজ্ঞপ্তি
আমমোক্তারনামা রদ ও রহিত করন পত্র

এতদ্বারা সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, আমার মক্কেল **শ্রীমতী রীনা মালঙ্গী,** স্বামী শ্রী অমল মালঙ্গী, সাকিম জয়পুর, মগরা, হুগলী-৭১২১৪৮, মহাশয়া তাহার নিম্ন তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি, বিগত ইং ০৫/১২/২০২৩ তারিখে এ.ডি.এস.আর, চুঁচুড়া, হুগলী অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-11116/ 2023 নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে **শ্রী কানাই ঘোষ,** পিতা ৺রাধিকানাথ ঘোষ, সাকিম জয়পুর, মগরা, হুগলী-৭১২১৪৮ মহাশয়কে, ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন। প্রকাশ থাকে যে, আমমোক্তার **শ্রী কানাই ঘোষ** মহাশয়, কার্য্য সঠিক ভাবে পরিচালনা না করার জন্য আমার মক্কেল **শ্রীমতী রীনা মালঙ্গী** মহাশয়া বিগত ইং ২৩/০৭/২০২৬ তারিখে এ.ডি.এস.আর, চুঁচুড়া, হুগলী অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত IV-00043/ 2026 নং **আমমোক্তারনামা রদ ও রহিত করন বা রিভোকেশন পত্র** দলিল মূলে পূর্বের I-11116/2023 নং **আমমোক্তারনামা পত্র দলিলখানি ক্যানসেল বা রিভোক করিয়াদেন,** ফলে ইং ২৩/০৭/২০২৬ তারিখের পর হইতে উক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তারনামা বলে **শ্রী কানাই ঘোষ,** মহাশয় নিম্ন তপশীলভুক্ত সম্পত্তি বিক্রয়/হস্তান্তর ইত্যাদি করিতে পারিবেন না। করিলেও তাহা সর্বস্থলে বা সর্ব্বাদালতে বাতিল ও নামঞ্জুর বলিয়া গন্য হইবে। আরও প্রকাশ থাকে যে, গত ইংরাজী ২৪/০৭/২০২৬ তারিখে **শ্রীমতী রীনা মালঙ্গী** মহাশয়ার পক্ষে আমি তাহার নিযুক্ত উকিলবাবু ডাকযোগে প্রেরিত নোটিশ মারফৎ উক্ত **শ্রী কানাই ঘোষ** মহাশয়কে জানাইয়াছেন এবং ৩০/০৭/২০২৬ তারিখে উক্ত নোটিশ প্রাপ্ত হইয়া **শ্রী কানাই ঘোষ,** মহাশয় উক্ত আমমোক্তারনামা ক্যানসেল বা রিভোক সম্পর্কে জ্ঞাত হইয়াছেন। **তপশীল** – জেলা হুগলী, থানা মগরা, মৌজা গজঘন্টা, জে.এল. নং ৪১, হাল এল. আর ১১২ নং খতিয়ানে, সাবেক তথা হাল এল.আর. ৩১ নং দাগে, শুনা জমি ষোল আনায় ৩৯ শতকের মধ্যে ০৩ কাঠা বা ০৫ শতক আমমোক্তারকৃত সম্পত্তি, যাহা বর্তমানে আমার মক্কেল ক্যানসেল বা রিভোক করিয়াদেন।

Piyali Mitra, Advocate,
Judges' Court, Hooghly at Chinsurah

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

[illegible]

Samarjit Paul, Advocate
Dist. Judges' Court, Krishnagar

বিজ্ঞপ্তি

[illegible] নিযুক্তীয় আমমোক্তার ঃ- সেখ সামিম, পিতা-সেখ ইয়ালিন, মহাশয়ের নিকট হইতে জেলা-হুগলী, থানা- ডানকুনির অন্তর্গত, জে.এল. নং-২৫, বামুনআড়ী মৌজায় অবস্থিত হাল ১৮১৮ নং খতিয়ানভুক্ত ঃ- হাল ১৪৮৩ নং দাগে ১২ ছটাক 'শালি' সম্পত্তি সেখ সাইফুল্লা ও সেখ আসগার আলী মহাশয়দ্বয় ক্রয় করিয়াছেন, এবং তাহার পর তাঁহাদের নিকট হইতে সাহনাজ বেগম মহাশয়া উক্ত সম্পত্তি ক্রয় করিয়া, তিনি মিউটেশানের আবেদন করিয়াছেন। এই বিষয়ে কাহারও কোন আপত্তি থাকিলে শ্রীরামপুর বি.এল. এন্ড এল.আর.ও. অফিসে জানাইতে পারেন।

বিজ্ঞপ্তি
আমমোক্তারনামা রদ ও রহিত করন পত্র

এতদ্বারা সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, আমার মক্কেলদ্বয় **১)শ্রী সুজিত সরকার ও ২)শ্রী সুমিত সরকার,** উভয়ের পিতা ৺সরোজ প্রকাশ সরকার, সাকিম মণ্ডলাই, ইলছোবা-মণ্ডলাই, পান্ডুয়া, হুগলী-৭১২১৪৬, হাল সাকিম বি/৯/৬৪-বি/৯, কল্যানী, কল্যানী, নদীয়া-৭৪১২৩৫, মহাশয়দ্বয় তাহাদের নিম্ন তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি, সম্পত্তির অপর দুই শরিক **১)রীতা সরকার,** পিতা ৺ভক্তি প্রকাশ সরকার ও **২)শ্রীমত্যা মিনতী সরকার,** স্বামী ৺সরোজ প্রকাশ সরকার মহাশয়াদ্বয়ের সহিত যৌথ ভাবে বিগত ইং ২৬/০৯/২০২৩ তারিখে এ.ডি.এস.আর, পান্ডুয়া, হুগলী অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-05022/2023 নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে **সেখ সিরাজুল হক মন্ডল,** পিতা সেখ পীর মহম্মদ মন্ডল, সাকিম দেপাড়া, ইলছোবা-মন্ডলাই, পান্ডুয়া, হুগলী-৭১২১৪৬, মহাশয়কে, ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন। পরবর্তী কালে **রীতা সরকার** মহাশয়ার মৃত্যুর কারনে এবং সেখ সিরাজুল হক মন্ডল, মহাশয় উক্ত কার্য্য সঠিক ভাবে পরিচালনা না করার জন্য বিগত ইং ১৪/০৮/২০২৬ তারিখে এ.ডি.এস.আর, পান্ডুয়া, হুগলী অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত IV-00009/2026 নং আমমোক্তারনামা রদ ও রহিত করন বা রিভোকেশন পত্র দলিল মূলে পূর্বের I-05022/ 2023 নং আমমোক্তারনামা পত্র দলিলখানি **ক্যানসেল বা রিভোক** করিয়াদেন। ফলে ইং ১৪/০৮/২০২৬ তারিখের পর হইতে উক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তারনামা বলে **সেখ সিরাজুল হক মন্ডল,** ভবিষ্যতে নিম্ন তপশীলভুক্ত সম্পত্তি বিক্রয়/হস্তান্তর ইত্যাদি করিতে পারিবেন না। করিলেও তাহা সর্বস্থলে বা সর্ব্বাদালতে বাতিল ও নামঞ্জুর বলিয়া গন্য হইবে। **তপশীল** – জেলা হুগলী, থানা পান্ডুয়া, মৌজা মণ্ডলাই, জে.এল. নং ৩৭, হাল এল. আর ৭৭৯ ও ৩০৪৪ নং খতিয়ানে, সাবেক তথা হাল এল.আর. ১৮০৬, ১৬৬৯, ১৬৮৩, ১৭০৬, ১৭৪৭, ১৭৬৩, ২৮০১, ২৮০৩, ২৮১৯, ১৭৫৪, ২৩৬৯, ২৩৭৭ ও ২৪৯৬ নং দাগে, শালি জমি মোট ১৫৪ শতক আমমোক্তারকৃত সম্পত্তি, যাহা বর্তমানে আমার মক্কেলগণ ক্যানসেল বা রিভোক করিয়াদেন।

ইতি- মীর মহঃ কলিমুদ্দিন (উকিলবাবু),
চন্দননগর আদালত, হুগলী

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, **সেখ আব্দুল বারি,** পিতা আব্দুল মান্নান, সাকিম পান্ডুয়া, হুগলী-৭১২১৪৯, মহাশয় বিগত ইং ২১/১১/২০১৪ তারিখে এ.ডি.এস.আর., পান্ডুয়া, হুগলী, অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত IV-00206/2014 নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে আমাদেরকে **(১)মহঃ আক্রাম,** পিতা মহঃ গুলজার, ও **২)সেখ আনসার আলি মন্ডল,** পিতা মরহুম লুৎফর রহমান, উভয়ের সাকিম পান্ডুয়া জয়পুর, পান্ডুয়া, হুগলী-৭১২১৪৯), ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উক্ত আমমোক্তারনামা বলে আমরা যৌথ ভাবে নিম্ন তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি বিগত ইং ২৯/০৪/২০১৫ তারিখে এ.ডি.এস.আর., পান্ডুয়া, হুগলী, অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-01325/ 2015 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **সেখ নিজাম উদ্দিন,** পিতা সেখ ইমান আলী, সাকিম বালিচড়া, মহানাদ, পোলবা, হুগলী-৭১২১৪৯, মহাশয়কে বিক্রয় করিয়াছি। **তপশীল** - জেলা হুগলী, থানা পান্ডুয়া, মৌজা পান্ডুয়া, জে.এল. নং ১০৮, সাবেক ১৯৫৯ নং তথা হাল এল.আর. ১০৮৩ নং খতিয়ান হইতে, সাবেক ২৩২৩ নং তথা হাল এল.আর. ২৮৯৩ নং দাগে শালি বর্তমানে ভিটি জমি, ষোল আনায় ০৭ শতকের মধ্যে ০.৫০০০ অংশে ৩.৫০ শতক সম্পত্তি উক্ত বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে আমমোক্তারনামা বলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমান ক্রেতা **সেখ নিজাম উদ্দিন,** পিতা সেখ ইমান আলী, তাহার উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও পান্ডুয়া ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন/ করিতেছেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য হইবে।

ইতি- **১)মহঃ আক্রাম এবং**
২)সেখ আনসার আলি মন্ডল, আমমোক্তার

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল শ্রী তপন কুমার মণ্ডল, পিতা - গজেন্দ্র নাথ মণ্ডল, ঠিকানা - ব্লক নং - ২২৩, রুম নং - ৩২০৯, সিজিএস কলোনি, সেক্টর - ৬, পোঃ - কানে নগর, থানা - অ্যান্টপ হিল, মুম্বই - ৪০০০৩৭, মহারাষ্ট্র, নিম্নলিখিত ''উক্ত সম্পত্তি''-র একমাত্র ও নিরঙ্কুশ মালিক, যথা - সমস্ত সেই স্বয়ং সম্পূর্ণ অ্যাপার্টমেন্ট নং - ১৯, পঞ্চম তলা, বিল্ডিং নং - ২, টাইপ - MIG (2R), ফেজ - IV (বর্তমানে ফেজ - IVA), গল্ফ গ্রিন আরবান কমপ্লেক্স, শ্যামলী হাউজিং এস্টেট, গল্ফ রেঞ্জ কোঃ অপরারেটিভ সোসাইটি লিমিটেড, অবস্থিত প্রিমিসেস নং - A'18/2/MIG (2R) 2'19, উদয় শঙ্কর সরণি, ওয়ার্ড নং - ৯৫, কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের অধীন, থানা - যাদবপুর, কলকাতা - ৭০০০৯৫। আমার উক্ত মক্কেলের হেফাজতে থাকাকালীন ০৬/০৭/১৯৮৭ তারিখের মূল রেজিস্টার্ড ডিড অব এগ্রিমেন্ট-টি হারিয়ে/ভুলবশত স্থানচ্যুত হয়েছে। উক্ত দলিলটি আলিপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগণা-এর ডিস্ট্রিক্ট সাব-রেজিস্ট্রারের কার্যালয়ে যথাযথভাবে রেজিস্ট্রি করা হয়েছিল এবং বুক নং - ১, ভলিউম নং - ১৭৩, পৃষ্ঠা নং - ৩৩৪ থেকে ৩৪৩, দলিল নং - ১২০৩০, সাল ১৯৮৭ হিসেবে নথিভুক্ত রয়েছে। উক্ত দলিলটি উপরোক্ত সম্পত্তির লিঙ্ক ডিড। বিষয়টি ১৬.০৮.২০২৬ তারিখে নজরে আসে। অতঃপর আমার উক্ত মক্কেল খড়দহ থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক (Officer-in-Charge), বি.টি. রোড, কলকাতা - ৭০০১১৬, জেলা - উত্তর ২৪ পরগণা-র নিকট একটি সাধারণ ডায়েরি (General Diary) করেন, যার নম্বর G.D.E. No. 1314, dated 18.08.2026। আমার উক্ত মক্কেল উক্ত সম্পত্তির উপর যে কোনও ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে আর্থিক সহায়তার জন্য বন্ধক (Mortgage) সৃষ্টি করতে পারেন অথবা উক্ত সম্পত্তি বিক্রয়, দান, লিজ, লিয়েন, অ্যাটাচমেন্ট (Attachment) বা অন্য যে কোনওভাবে হস্তান্তর/দায়বদ্ধ করতে পারেন। যদি কোনও ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গ উক্ত হারিয়ে যাওয়া দলিলটি পেয়ে থাকেন অথবা উক্ত সম্পত্তির বিষয়ে কোনও দাবি, স্বত্ব, অধিকার বা স্বার্থ থেকে থাকে, তাহলে এই বিজ্ঞপ্ত প্রকাশের তারিখ থেকে ১৫ (পনেরো) দিনের মধ্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট লিখিতভাবে সেই দাবি/আপত্তি জানাতে হবে অন্যথায় নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কোনও দাবি বা আপত্তি উত্থাপিত না হলে, যে কোনও ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান উক্ত সম্পত্তিকে equitable mortgage (ন্যায়সঙ্গত বন্ধক) সৃষ্টির জন্য গ্রহণ করতে পারবে এবং ভবিষ্যতে সংশ্লিষ্ট ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠান অথবা আমার মক্কেলের পক্ষ থেকে উক্ত সম্পত্তি সংক্রান্ত কোনও দাবি বা আপত্তি গ্রহণযোগ্য হবে না।

দেবদুলাল চক্রবর্তী, (অ্যাডভোকেট)
বারুইপুর সিভিল ও ক্রিমিনাল কোর্ট
পোষ্ট অফিস ও থানা - বারুইপুর
কলকাতা - ৭০০১৪৪
মোবাইল ঃ ৯৬৮১০৯৭৯১৫

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

বৃহস্পতিবার কল্যাণী মহাবিদ্যালয়ে শ্রম দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগে আয়োজিত 'রোজগার মেলা ও জুটমিল শ্রমিকদের বিশেষ নিয়োগ শিবির ২০২৬'-এর উদ্বোধন করলেন পরিবহণ ও শ্রমমন্ত্রী অর্জুন সিং। এদিন মন্ত্রী সামাজিক মাধ্যমে লেখেন, এই উদ্যোগের মূল লক্ষ্য হল চাকরিপ্রার্থীদের সরাসরি নিয়োগদাতাদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করে বিনামূল্যে কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দেওয়া এবং জুটশিল্প সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে যোগ্য প্রার্থীদের কর্মসংস্থানের পথ সুগম করা। বিশেষ নিয়োগ শিবিরে হুকুমচাঁদ জুট মিলের পক্ষ থেকে প্রায় ১০০ জন চাকরিপ্রার্থীর জন্য নিয়োগের সুযোগ তৈরি করা হয়। পাশাপাশি রোজগার মেলাতে প্রায় ৫০০ জন চাকরিপ্রার্থী এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রের প্রায় ১৪টি সংস্থা অংশগ্রহণ করে। সব মিলিয়ে প্রায় ৬০০ জন চাকরিপ্রার্থী এই উদ্যোগের মাধ্যমে উপকৃত হওয়ার সুযোগ পেয়েছেন।

চা-বাগানের জমিতে ফের ১৫ শতাংশের সীমা, ৩০ শতাংশের নীতি বাতিল, জমি ব্যবহারে কাটছাঁট, মন্ত্রিসভার সায়

নিজস্ব প্রতিবেদন, শিলিগুড়ি: উত্তরবঙ্গের চা-বাগানের জমি পর্যটন ও সহযোগী ব্যবসায় ব্যবহারের ক্ষেত্রে ফের ১৫ শতাংশের সীমা চালু করল রাজ্য সরকার। মন্ত্রিসভার বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে যে, চা পর্যটন ও সহযোগী শিল্পের জন্য চা বাগানগুলির মোট মঞ্জুরিকৃত এলাকার সর্বোচ্চ ১৫ শতাংশ জমি ব্যবহার করা যাবে, যার উর্ধ্বসীমা হবে অনূর্ধ্ব ১৫০ একর। এর ফলে কার্যকরভাবে বাতিল হয়ে গেল বিগত সরকারের নেওয়া ৩০ শতাংশ জমি ব্যবহারের বিতর্কিত নীতি। প্রশাসন সূত্রে খবর, চা বলয়ের প্রাকৃতিক পরিবেশের ক্ষতি রোধ এবং বাগানের মৌলিক চরিত্র অটুট রাখার স্বার্থেই 'চা পর্যটন এবং আনুষঙ্গিক ব্যবসা নীতি, ২০১৯'-এর প্রয়োজনীয় সংশোধনের চূড়ান্ত ছাড়পত্র দেওয়া হয়েছে। সরকার পরিবর্তনের ১০০ দিনের মাথায় বিধানসভায় পেশ করা পূর্ণাঙ্গ বাজেটে চা বাগানের জমির বাণিজ্যিক ব্যবহারে রাশ টানার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল। এদিন মন্ত্রিসভার আনুষ্ঠানিক অনুমোদনের মাধ্যমে সেই বাজেট প্রস্তাব বাস্তবায়িত হল।

উল্লেখ্য, আগে তৃণমূল কংগ্রেস সরকারের আমলে চা বাগানের জমি শিল্পের কাজে ব্যবহারের সুযোগ তৈরি করে দেওয়ার পর থেকে বিষয়টি নিয়ে উত্তরবঙ্গ জুড়ে ব্যাপক ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছিল। পূর্বতন তৃণমূল কংগ্রেস সরকারের আমলে চা বাগানের জমি শিল্পের কাজে ব্যবহারের সুযোগ তৈরি করে দেওয়ার পর থেকে বিষয়টি নিয়ে উত্তরবঙ্গ জুড়ে ব্যাপক ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছিল। তৎকালীন সরকারের পক্ষ থেকে সাফাই দিয়ে জানানো হয়েছিল, চা বাগানের কোনও জমিতেই পরিকাঠামো গড়ার অনুমতি মিলবে যেখানে কোনও প্লান্টেশন বা চা গাছ নেই। পরবর্তীতে সেই সুযোগকে আরও বাড়িয়ে পর্যটন ও বাণিজ্যিক কাজের জন্য চা বাগানের জমির ঊর্ধ্বসীমা ৩০ শতাংশ পর্যন্ত বাড়িয়ে ঘোষণা করেছিলেন তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী।

যদিও এবার ফের পুরাতন নীতিকে বাতিল করে নতুন নীতি গ্রহণ করল রাজ্য সরকার। এই সরকারি সিদ্ধান্তের পিছনে মূল যুক্তি, চা-বাগানের জমিতে পর্যটন বা অন্য ব্যবসার সুযোগ থাকলেও যেন বাগানের মূল চরিত্র বদলে না যায়। নতুন নিয়মে হোম-স্টে, ইকো-ট্যুরিজম এবং চা-পর্যটনের মতো কাজে জমি ব্যবহারের সুযোগ থাকবে। কিন্তু সেই জন্য বড় অংশের জমি অন্য কাজে সরিয়ে নেওয়ার রাস্তা বন্ধ হল।

চা-বাগানের জমির ব্যবহার নিয়ে উত্তরবঙ্গে দীর্ঘদিন ধরেই বিতর্ক রয়েছে। আগের নীতিতে বলা হয়েছিল, যেখানে চা গাছ বা প্ল্যান্টেশন নেই, সেই অংশে শিল্প বা পরিকাঠামো গড়ার সুযোগ দেওয়া যেতে পারে। পরে পর্যটন ও বাণিজ্যিক কাজের ক্ষেত্রে জমি ব্যবহারের ঊর্ধ্বসীমা ৩০ শতাংশ করা হয়। সেই সিদ্ধান্ত ঘিরে শ্রমিক, পরিবেশকর্মী ও প্রাণ সংগঠনের মধ্যে বিভিন্ন মহলে আপত্তি ওঠে। রাজ্যের নতুন নীতিতে সেই আশঙ্কা মাথায় রেখেই সীমা কমানো হয়েছে বলে প্রশাসনিক সূত্রের খবর। বিধানসভায় পেশ করা বাজেটেও চা-বাগানের জমির বাণিজ্যিক ব্যবহার নিয়ন্ত্রণের কথা বলা হয়েছিল। মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্তে সেই অবস্থানই কার্যকর হল। এদিন পর্যটনমন্ত্রী শংকর ঘোষের বক্তব্যে বিষয়টি আরও রাজনৈতিক মাত্রা পেয়েছে। তাঁর অভিযোগ, আগের সরকারের আমলে নিয়ম শিথিল করে চা-বাগানের জমি নিয়ে অনিয়মের সুযোগ তৈরি করা হয়েছিল। তিনি সরাসরি বলেন, বেআইনিভাবে জমি বিক্রির টাকা তৃণমূলের কিছু নেতার কাজে ব্যবহার করা হয়েছে। অভিযোগের পক্ষে কী প্রমাণ রয়েছে, তা অবশ্য এই প্রতিবেদনের তথ্য থেকে স্পষ্ট নয়। এই বিষয়ে সরকারের বক্তব্য, চা-বাগানকে শুধু উৎপাদনের ক্ষেত্র হিসেবে নয়, পর্যটনের গন্তব্য হিসাবেও গড়ে তোলা হবে। তবে পর্যটন বাড়াতে গিয়ে চা শিল্পের জমি ও বাগানের নিজস্ব চরিত্র নষ্ট করা হবে না, এটাই নতুন নীতির মূল বার্তা বলেই জানিয়েছে রাজ্য সরকার।

গার্ডেনরিচে আইআরপিওএফ-এর বৈঠক, আধিকারিকদের সমস্যার কথা শুনলেন রেলের কর্তারা

কলকাতা: কলকাতায় ভারতীয় রেলের উন্নীত আধিকারিকদের সংগঠন ইন্ডিয়ান রেলওয়েজ প্রোমোটি অফিসার্স ফেডারেশন -এর ২০২৬ সালের দ্বিতীয় এক্সিকিউটিভ কমিটির বৈঠক অনুষ্ঠিত হল। বৃহস্পতিবার গার্ডেনরিচে দক্ষিণ-পূর্ব রেলের সদর দপ্তরে শুরু হয়ে শুক্রবার অবধি চলবে দু'দিনের এই বৈঠক। দক্ষিণ-পূর্ব রেল প্রোমোটি অফিসার্স অ্যাসোসিয়েশন এবং মেট্রো রেল প্রোমোটি অফিসার্স অ্যাসোসিয়েশন যৌথভাবে এই বৈঠকের আয়োজন করেছে। দেশের বিভিন্ন জোন এবং উৎপাদন ইউনিটের প্রতিনিধিরা এই বৈঠকে যোগ দেন।

বৃহস্পতিবার এই বৈঠকের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ-পূর্ব রেলের জেনারেল ম্যানেজার অনিল কুমার জৈন, মেট্রো রেলের জেনারেল ম্যানেজার প্রেম সাগর গুপ্ত এবং দক্ষিণ-পূর্ব রেলের অতিরিক্ত জেনারেল ম্যানেজার মণীশ জৈন। এই অনুষ্ঠানে আইআরপিওএফ, দক্ষিণ-পূর্ব রেল এবং মেট্রো রেলের প্রতিনিধিরা আধিকারিকদের সামনে তাঁদের বিভিন্ন সমস্যার কথা তুলে ধরেন। দু'দিনের এই বৈঠকে উন্নীত আধিকারিকদের কাজের ক্ষেত্রে যে সমস্যাগুলির মুখোমুখি হতে হচ্ছে, তা নিয়ে আলোচনা হয়। বৃহস্পতিবার সংগঠনের পক্ষ থেকে একাধিক দাবি উচ্চপদস্থ কর্তাদের সামনে রাখা হয়েছে। ভারতীয় রেলের দুই জেনারেল ম্যানেজার এদিন সংগঠনের প্রতিনিধিদের বক্তব্য শোনেন এবং বিষয়গুলি ঊর্ধ্বতন স্তরে সেই বক্তব্য তুলে ধরার আশ্বাস দেন। বৃহস্পতিবারের অনুষ্ঠানে রেলের বিভিন্ন দিক তুলে ধরে একটি স্মারকগ্রন্থও প্রকাশ করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত রেলের শীর্ষ আধিকারিকেরা সেই গ্রন্থ প্রকাশ করেন।

ফরাসি ঐতিহ্যের স্মারক রেজিস্ট্রি বিল্ডিং হবে দর্শনীয় স্থান, উদ্যোগ পর্যটন দপ্তরের

বিপ্লব চক্রবর্তী

এবার নতুন করে প্রাণ ফিরে পেতে চলেছে হুগলির চন্দননগরের ফরাসি আমলের ঐতিহ্যবাহী রেজিস্ট্রি বিল্ডিং। দীর্ঘদিনের অবহেলা ও জরাজীর্ণতার পর ঐতিহাসিক এই ভবনকে সংরক্ষণ করে দর্শনীয় স্থান হিসেবে গড়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। আগামী ১১ সেপ্টেম্বর এই প্রকল্পকে ঘিরে রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি । চন্দননগরের সঙ্গে ফরাসি ইতিহাসের সম্পর্ক দীর্ঘদিনের। একসময় এই শহর ছিল ফরাসি উপনিবেশ। সেই সময়ের বহু স্থাপত্য এখনও শহরের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে রয়েছে। তার মধ্যেই অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ রেজিস্ট্রি বিল্ডিং। ১৮৭৫ সালে নির্মিত এই ভবনটি একসময় রেজিস্ট্রি অফিসের পাশাপাশি ফরাসিদের আদালত হিসেবেও ব্যবহৃত হত। ভবনটির স্থাপত্যে ফরাসি ঔপনিবেশিক রীতির ছাপ স্পষ্ট।

কালের নিয়মে ঐতিহাসিক ভবনটি দীর্ঘদিন ধরে জরাজীর্ণ অবস্থায় পড়ে ছিল। এমনকি একসময় গাছপালায় ভবনের বড় অংশ ঢেকে যায়। ২০১৭ সালে পশ্চিমবঙ্গ হেরিটেজ কমিশন ভবনটিকে ঐতিহ্যবাহী সম্পত্তি হিসেবে চিহ্নিত করে। এরপর থেকেই ভবনটি সংরক্ষণের উদ্যোগ জোরদার হয়।

চন্দননগরের ফরাসি ঐতিহ্যকে পুনরুজ্জীবিত করার লক্ষ্যে পশ্চিমবঙ্গের বিগত সরকার ও ফ্রান্সের মধ্যে সমঝোতা স্মারকও স্বাক্ষরিত হয়েছে। ফরাসি দূতাবাস, রাজ্য সরকার এবং অন্যান্য অংশীদারদের সহযোগিতায় রেজিস্ট্রি বিল্ডিংয়ের সংস্কার ও পুনর্ব্যবহারের পরিকল্পনা নেওয়া হয়। ফরাসি ঐতিহ্য সংরক্ষণের এই উদ্যোগের কথা ফরাসি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানগুলিও উল্লেখ করেছে।

প্রাথমিক পরিকল্পনায় ভবনটিকে শুধু সংরক্ষণ নয়, পর্যটন ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত করার কথা বলা হয়েছিল। পর্যটক তথ্যকেন্দ্র, লাইব্রেরি, সাংস্কৃতিক পরিসর-সহ বিভিন্ন ব্যবহারের পরিকল্পনাও সামনে এসেছিল। এই উদ্যোগ বাস্তবায়িত হলে চন্দননগরের পর্যটন মানচিত্রে নতুন মাত্রা যোগ হবে বলে মনে করা হচ্ছে। গঙ্গার ধারের স্ট্র্যান্ড, ফরাসি স্থাপত্য, চার্চ, পুরনো বাড়ি এবং অন্যান্য ঐতিহ্যবাহী স্থাপনার সঙ্গে রেজিস্ট্রি বিল্ডিংকেও একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যটন আকর্ষণ হিসেবে তুলে ধরা সম্ভব হবে।

শুধু একটি ভবনের সংস্কার নয়, এই প্রকল্পের মাধ্যমে চন্দননগরের হারিয়ে যেতে বসা ফরাসি ঐতিহ্যকে নতুন প্রজন্মের সামনে তুলে ধরাই মূল লক্ষ্য। একসময় যে শহরে ফরাসি প্রশাসন ও সংস্কৃতির গুরুত্বপূর্ণ উপস্থিতি ছিল, সেই ইতিহাস এবার পর্যটনের হাত ধরে নতুন করে সামনে আসতে পারে। ফরাসি দূতাবাসের সঙ্গে রাজ্য সরকারের সহযোগিতায় এই উদ্যোগ সফল হলে চন্দননগর শুধু একটি ঐতিহাসিক শহর হিসেবেই নয়, ভারত-ফ্রান্সের যৌথ ঐতিহ্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যটনকেন্দ্র হিসেবেও নতুন পরিচয় পেতে পারে।

একদিন আমার শহর

কলকাতা ২১ অগস্ট ২০২৬, ৩ ভাদ্র ১৪৩৩ শুক্রবার

যাদবপুরে ছাত্র সংঘর্ষের ঘটনার জল গড়াল হাইকোর্টে, জরুরি শুনানির আর্জি খারিজ

পরিস্থিতি সামলাতে পুলিশ আউটপোস্টের পরামর্শ উপাচার্যের

নিজস্ব প্রতিবেদন, যাদবপুর: রণক্ষেত্র যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়। ছাত্র সংগঠনের রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ, ব্যারিকেড ভাঙার চেষ্টা এবং পুলিশের সঙ্গে দফায় দফায় ধস্তাধস্তিতে স্তব্ধ গোটা বিশ্ববিদ্যালয় চত্বর। এই অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতিতে রাজ্য রাজনীতি ও নাগরিক সমাজ যখন তোলপাড়, ঠিক তখনই আদালতের জরুরি হস্তক্ষেপ চেয়ে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন এক আইনজীবী। তবে সেই জরুরি শুনানির আর্জি খারিজ করে দিল হাইকোর্ট। ঘটনার গুরুত্ব মেনে নিলেও ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে, চলমান অন্য কোনও মামলার সঙ্গে একে যুক্ত করা যাবে না; নিয়ম মেনে সম্পূর্ণ পৃথক ও নতুন মামলা দায়ের করতে হবে। আদালত সূত্রে খবর, বৃহস্পতিবার ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এক আবেদনকারী আইনজীবী। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় সংক্রান্ত একটি মামলা ইতিমধ্যেই হাইকোর্টে বিচারাধীন। আবেদনকারী আইনজীবীর আর্জি ছিল, বুধবার

রাতের হিংসাত্মক ঘটনাটিকেও ওই বিচারাধীন মামলার আওতাভুক্ত করে অবিলম্বে জরুরি ভিত্তিতে শুনানির ব্যবস্থা করা হোক। কিন্তু ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি সেই আর্জি সঙ্গত কারণেই প্রত্যাখ্যান করেন। আদালত জানিয়ে দেয়, আগের মামলার সঙ্গে নতুন এই রক্তক্ষয়ী ঘটনাকে গুলিয়ে ফেলা সম্ভব নয়। যদি এই অশান্তি নিয়ে আদালতের হস্তক্ষেপ চাওয়া হয়, তবে পদ্ধতিগত নিয়ম মেনে সম্পূর্ণ নতুন একটি জনস্বার্থ মামলা দায়ের করতে হবে। সঠিক নিয়ম অনুসরণ করে মামলা দায়ের করা হলে তবেই তা শুনানির জন্য গ্রহণ করবে উচ্চ আদালত।

প্রসঙ্গত, বুধবার রাতের অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতির সূত্রপাত হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ফ্যাকাল্টি অফ ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি স্টুডেন্টস ইউনিয়ন' বা ফেটসু-র সাধারণ সভাকে কেন্দ্র করে তীব্র বিতর্ক তৈরি হয়। মুহূর্তের মধ্যে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। বামপন্থী ছাত্র সংগঠন এসএফআই ও অন্যান্য ইউনিয়নের সমর্থকদের সঙ্গে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ-এর কর্মী-সমর্থকেরা। দুই পক্ষের রণংদেহি মূর্তিতে ক্যাম্পাস মুহূর্তের মধ্যে রণক্ষেত্রের চেহারা নেয়। বৃহস্পতিবারের দফায় দফায় ধস্তাধস্তি ও যানজট বুধবারের এই রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের জের গড়ায় বৃহস্পতিবার দিনভর। দুই তরফ থেকেই পাল্টাপাল্টি প্রতিবাদ ও মিছিলের ডাক দেওয়া হয়। পরিস্থিতি সামলাতে পুলিশ যাদবপুর থানার সামনে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশের মুখে শক্তপোক্ত ব্যারিকেড তৈরি করে।

'ভোটব্যাঙ্কের রাজনীতির জন্য জাতীয় সংগীতকে খণ্ডিত করা হয়েছে'

অমিত শাহের সুরেই কংগ্রেসকে নিশানা মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বৃহস্পতিবার জাতীয় সংগীত 'বন্দেমাতরম্' নিয়ে কংগ্রেস এবং ইন্ডিয়া জোটকে তীব্র আক্রমণ করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। বৃহস্পতিবার নিজের সমাজমাধ্যমের পাতায় দীর্ঘ পোস্ট করে তিনি অভিযোগ করেন, ভোটব্যাঙ্কের রাজনীতির কারণে জাতীয় সংগীতকে সম্পূর্ণ গাওয়া থেকে বিরত থেকেছে কংগ্রেস। এই ঘটনাকে দেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম, জাতীয় ঐতিহ্য এবং সংসদের মর্যাদার প্রতি 'অপমান' বলেও এদিন মন্তব্য করেন তিনি। পাশাপাশি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের অবস্থানের প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী লেখেন, কংগ্রেস এবং তার ইন্ডিয়া জোটের শরিকদের 'গভীর ভাবে প্রোথিত তোষণের রাজনীতি' প্রকাশ্যে আনার ক্ষেত্রে তিনি অমিত শাহের পাশে রয়েছেন। তাঁর অভিযোগ, 'বন্দে মাতরম্' সম্পূর্ণ না গেয়ে কংগ্রেস ফের ভারতের জাতীয়

ঐতিহ্য, সংসদের পবিত্রতা এবং বাংলার গর্বের সন্তান বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ঐতিহাসিক উত্তরাধিকারের প্রতি অবজ্ঞা দেখিয়েছে। এছাড়াও স্বাধীনতা আন্দোলনে 'বন্দে মাতরম্'-এর ভূমিকার কথাও পোস্টে তুলে ধরেছেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর দাবি, ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা আন্দোলনে এই গান ছিল মানুষের ঐক্য ও লড়াইয়ের অন্যতম প্রধান প্রেরণা। সেই গানকে ভোটব্যাঙ্কের রাজনীতির জন্য খণ্ডিত করা স্বাধীনতা সংগ্রামের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতার সামিল বলেও মন্তব্য করেন তিনি।

বৃহস্পতিবার মুখ্যমন্ত্রী আরও অভিযোগ করে লেখেন, জাতীয় প্রতীক এবং গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলির প্রতি কংগ্রেস ও ইন্ডিয়া জোটের 'অবহেলা' তাদের রাজনৈতিক অবস্থানের পরিচায়ক। তাঁর দাবি, এই রাজনীতি 'সুযোগসন্ধানী তোষণ'-এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ। জাতীয় সংগীতের প্রতি এই ধরনের 'অসম্মান' দেশের মানুষ কখনও মেনে নেবেন না বলেও হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তিনি। নিজের পোস্টের শেষে 'বন্দে মাতরম্' লিখে জাতীয় পতাকার প্রতীক জুড়ে দেন মুখ্যমন্ত্রী। বৃহস্পতিবারের এই সমাজমাধ্যম পোস্টের মধ্য দিয়ে জাতীয় সংগীতকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক বিতর্কে সরাসরি কংগ্রেস ও ইন্ডিয়া জোটকে নিশানা করলেন তিনি।

শহর পরিষ্কার রাখা নাগরিকদেরও দায়িত্ব ময়লা ফেললে জরিমানার হুঁশিয়ারি

পার্ক সার্কাসে ডাস্টবিন বিলি করলেন পুরমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বৃহস্পতিবার সকালে পার্ক সার্কাস সেভেন পয়েন্ট ও সংলগ্ন এলাকায় ঘুরে সেখানকার পরিচ্ছন্নতা ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা খতিয়ে দেখলেন রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পল। গোটা এলাকায় পর্যাপ্ত সংখ্যায় ডাস্টবিন রাখা এবং সেগুলির নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণেরও নির্দেশ দেন মন্ত্রী। একই সঙ্গে রাস্তা-ফুটপাত দখলের পরিস্থিতিও খতিয়ে দেখেন মন্ত্রী। এদিন ফের তিনি প্রকাশ্যে আবর্জনা ফেললে বা শহরের পরিবেশ নষ্ট করলে কড়া পদক্ষেপ নেওয়ার বার্তাও দেন।

বৃহস্পতিবার পার্ক সার্কাস সেভেন পয়েন্ট থেকে আশপাশের এলাকায় যান মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পল। স্থানীয় বাসিন্দা এবং পথচলতি মানুষের হাতে ডাস্টবিন তুলে দেন তিনি। তার সঙ্গে ছিলেন কলকাতা পুরসভার আধিকারিকেরা। তিনি এলাকাবাসীদের আবেদন করে বলেন, যেখানে সেখানে আবর্জনা ফেলবেন না। নির্দিষ্ট জায়গায় ডাস্টবিন ব্যবহার করুন।

ওই এলাকায় ঘুরে কোথায় কতটা ডাস্টবিন রয়েছে, সেগুলি ঠিকমতো ব্যবহার ও পরিষ্কার রাখা হচ্ছে কি না, তা নিয়েও খোঁজ নেন মন্ত্রী। প্রয়োজন অনুযায়ী আরও ডাস্টবিন বসানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি রাস্তার সৌন্দর্যায়ন এবং আশপাশের পরিবেশ আরও পরিষ্কার রাখার উপর জোর দেন তিনি।

শুধু আবর্জনা নয়, রাস্তায়

বেআইনি পার্কিং এবং ফুটপাত দখলের বিষয়টিও তাঁর নজরে আসে। কোথাও গাড়ি দাঁড় করিয়ে যান চলাচলে সমস্যা হচ্ছে কি না, কোথাও ব্যবসা বা অন্য কোনও কারণে ফুটপাতের জায়গা কমে যাচ্ছে কি না, তাও বৃহস্পতিবার খতিয়ে দেখেন অগ্নিমিত্রা। এছাড়া পথচারীদের চলাচলের জায়গা যাতে বাধাপ্রাপ্ত না থাকে, সেই বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতেও আধিকারিকদের নির্দেশ দেন মন্ত্রী।

বৃহস্পতিবার এই বিষয়ে মন্ত্রীর দাবি, শহরকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার দায়িত্ব পুরসভার পাশাপাশি নাগরিকদেরও। কেউ ইচ্ছাকৃত ভাবে প্রকাশ্য জায়গায় আবর্জনা ফেললে বা দূষণ ছড়ালে জরিমানা-সহ কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও এদিন সতর্ক করেন তিনি। যদিও পার্ক সার্কাসের মতো ব্যস্ত এলাকায় আবর্জনা, পার্কিং এবং ফুটপাত দখল হয়ে থাকার সমস্যা দীর্ঘদিনের, তাই বৃহস্পতিবার দিন পরিদর্শনে এসে শুধু ডাস্টবিন ব্যবহার করার প্রচার করেই ক্ষান্ত থাকেননি মন্ত্রী, বরং তার সঙ্গে রাস্তা ও ফুটপাত পথচারীদের জন্য চলাচল করার জায়গা স্বাভাবিক রাখার বিষয়টিও মন্ত্রী সামনে নিয়ে আসেন। এক্ষেত্রে স্থানীয় প্রশাসনের নজরদারির সঙ্গে নাগরিকদের নিয়ম মেনে চলার উপরেই জোর দেন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পল।

পড়ুয়াদের মাওবাদ, অতি বামপন্থার সঙ্গ ত্যাগ করা উচিত: অর্জুন সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: জিবি মিটিংকে কেন্দ্র করে এবিভিপি-বাম ছাত্র সংগঠনের সংঘর্ষে বুধবার গভীর রাতে উত্তপ্ত হয়ে উঠল যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়। ছাত্র সংঘর্ষ নিয়ে বৃহস্পতিবার জগদ্দলের মজদুর ভবনে সকালে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে রাজ্যের পরিবহণ ও শ্রম দপ্তরের মন্ত্রী অর্জুন সিং বলেন, যাদবপুর আরবান নকশালদের প্রোডাকশন হাউস। বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়াদের মাওবাদ ও অতি বামপন্থা সঙ্গ ত্যাগ করা উচিত। দেশ বিরোধী কার্যকলাপে যাতে পড়ুয়ারা যুক্ত না হয়, সেদিকে অভিভাবকদের নজর রাখা উচিত। প্রসঙ্গত, ধর্মীয় ভাবাবেগে আঘাত সংক্রান্ত মামলায় তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্রের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি হয়েছে। এপ্রসঙ্গে মন্ত্রী বলেন, ওনার জন্য বাংলার ভাবমূর্তি নষ্ট হচ্ছে। মন্ত্রীর কথায়, আমরা নারীশক্তিকে সম্মান করি। অথচ একজন মহিলা সাংসদ হয়ে উনি বেফাঁস মন্তব্য করছেন।

বিভিন্ন শিল্পে একশো দিনে ২৮ হাজার কোটি টাকার বিনিয়োগ হয়েছে, দাবি মন্ত্রী দিলীপের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্যে নতুন সরকার ক্ষমতায় আসার পর প্রথম একশো দিনে বিভিন্ন শিল্প সংস্থা প্রায় ২৮ হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ করেছে বলে দাবি করলেন পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ। বৃহস্পতিবার সমাজমাধ্যমে করা এক পোস্টে তিনি জানান, বিভিন্ন শিল্প প্রকল্পে এই বিনিয়োগ ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে। পাশাপাশি, রাজ্য সরকারের সঙ্গে চার লক্ষ কোটি টাকারও বেশি বিনিয়োগের প্রস্তাব বা সমঝোতাপত্র স্বাক্ষরিত হয়েছে বলেও দাবি করেছেন তিনি। মন্ত্রী তাঁর পোস্টে জানিয়েছেন, বাঁকুড়ায় শ্যাম স্টিলের শিল্প ইউনিটে প্রায় ১৫ হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগের প্রস্তাব রয়েছে। লার্সেন অ্যান্ড টুব্রো প্রায় সাড়ে চার হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ করছে বলেও দাবি করা হয়েছে। এছাড়া আইটিসি, জে এস ডব্লিউ ইনফ্রা, বাজার পেটস অ্যান্ড পলিমার্স, লাক্স কোজি, আমূল, বারপুর সিমেন্ট, রেশমি গ্রুপ এবং দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানার মতো সংস্থাও বিভিন্ন প্রকল্পে বিনিয়োগ করছে বলে উল্লেখ করেছেন তিনি।

যাদবপুরে দলের হস্তক্ষেপ নয়, তবে পেশিশক্তি দেখালে বিধায়ক যাবেন: শমীক

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: 'ক্যাম্পাসের ভিতরের ঘটনায় হস্তক্ষেপ করবে না বিজেপি', যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র সংঘর্ষের পর বৃহস্পতিবার নিজের দলের অবস্থান স্পষ্ট করলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। বৃহস্পতিবার তিনি জানান, ক্যাম্পাসের ভিতরে এবিভিপি-সহ কোনও ছাত্র সংগঠনের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে বিজেপি হস্তক্ষেপ করবে না। তবে বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে পেশী শক্তির প্রদর্শন হলে স্থানীয় বিধায়ক সেখানে যেতে পারেন বলেও জানিয়েছেন তিনি। বুধবার রাতে যাদবপুরের ঘটনাকে ঘিরে বিজেপির ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠছিল।

খড়গপুর-ভদ্রক চতুর্থ রেললাইন, শিল্প ও পণ্য পরিবহণে গতি আসবে: মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: খড়গপুর থেকে ওডিশার ভদ্রকের রানিতাল পর্যন্ত ১৭৩ কিলোমিটার দীর্ঘ চতুর্থ রেললাইন প্রকল্পে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার অনুমোদনকে স্বাগত জানালেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। বৃহস্পতিবার সমাজমাধ্যমে একটি পোস্ট করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভাকে ধন্যবাদ জানান তিনি। একই সঙ্গে প্রকল্পটির দ্রুত ও নির্বিঘ্ন বাস্তবায়নের প্রত্যাশাও জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। নিজের পোস্টে মুখ্যমন্ত্রী জানান, পশ্চিমবঙ্গ ও ওডিশা, এই দুই রাজ্যের মধ্যে বিস্তৃত এই বহুমুখী রেল পরিকাঠামো প্রকল্প পূর্ব উপকূলীয় রেল করিডরের যোগাযোগ ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করবে। খড়গপুর রুটে ব্যস্ত রেলপথের চাপ কমানোর পাশাপাশি রেললাইনের ধারণক্ষমতা বাড়বে। এর ফলে যাত্রীবাহী ট্রেন চলাচল আরও মসৃণ, দ্রুত এবং সময়ানুবর্তী হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তবে শুধু যাত্রী পরিবহণ নয়, পণ্য পরিবহণেও এই প্রকল্প গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে বলে দাবি করেছেন শুভেন্দু। তাঁর দাবি, নতুন রেললাইন চালু হলে ইস্পাত, কয়লা, লৌহ আকরিক, সিমেন্ট, গাড়ি, কন্টেনার এবং খাদ্যশস্যের মতো গুরুত্বপূর্ণ পণ্য পরিবহণের ক্ষমতা বাড়বে।

অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা খতিয়ে দেখতে হোটেল রেস্তোরাঁয় যৌথ হানা দমকল-পুলিশের

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: তারাপীঠ ও কলকাতার মির্জা গালিব স্ট্রিটে হোটেলে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনার পর নড়েচড়ে বসল প্রশাসন। সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এবং বড় ধরনের দুর্ঘটনা এড়াতে হোটেলগুলোতে যৌথভাবে হানা দিল দমকল ও পুলিশ। বৃহস্পতিবার দুপুরে কাউগাছি-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের পলতা পাড়া থেকে পানপুর মোড় পর্যন্ত এক্সপ্রেসওয়ের ধারে গজিয়ে ওঠা একাধিক হোটেল, রেস্তোরাঁয় অগ্নি নির্বাপক ব্যবস্থা খতিয়ে দেখলেন তদন্তকারীরা। উক্ত অভিযানে এদিন হাজির ছিলেন কাঁকিনাড়া ফায়ার স্টেশনের ফায়ার অফিসার দিলীপ কুমার রায়, এসিপি-জগদ্দল রাজশ্রী শঙ্কর বণিক, বাসুদেবপুর থানার আইসি সুনীত মণ্ডল। তদন্তে উঠে এল, অধিকাংশ হোটেলে নেই ফায়ার

লাইসেন্স ও বৈধ অনুমতিপত্র। এমনকী, আগুন নিয়ন্ত্রণের কাজে নিযুক্ত কর্মচারীরা অপ্রশিক্ষিত। পাশাপাশি দুর্ঘটনা ঘটলে হোটেলের আবাসিকদের নিচে নামিয়ে বাইরে বের করার জন্য নেই বিকল্প কোনও গেট। একাধিক হোটেল, রেস্তোরাঁর মালিককে এদিন নোটিসও করা হয়। ফায়ার অফিসার দিলীপ কুমার রায় বলেন, অগ্নিনিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয়ে সংশ্লিষ্ট হোটেলগুলিকে আগেও নোটিস করা হয়েছিল। অথচ এঁদের কোনও হেলদোল নেই। হোটেলগুলোতে নেই পর্যাপ্ত অগ্নিনির্বাপন ব্যবস্থা। নেই ফায়ার লাইসেন্স, নেই জলের পাম্প। ফায়ার অফিসার আরও জানান, পশ্চিমবঙ্গ ফায়ার সার্ভিস আইন না মানলে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তাছাড়া বেআইনি হোটেলগুলোকে বন্ধ করে দেওয়া হবে।

'মেঘের আড়ালে' থেকে আইনি লড়াই!

'পাথরসম্রাট' টুলু মণ্ডলের রক্ষাকবচের আবেদন খারিজ হাইকোর্টে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: গ্রেপ্তারি পরোয়ানা এড়াতে গত মে মাসেই দেশ ছেড়েছেন। অথচ বিদেশে আত্মগোপন করে আইনি লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন অবলীলায়! বীরভূমের বেআইনি পাথর ব্যবসায়ী তথা 'পাথরসম্রাট' হিসেবে পরিচিত টুলু মণ্ডলের এই ভূমিকা দেখে চরম ক্ষোভ প্রকাশ করল কলকাতা হাইকোর্ট। রামায়ণের 'ইন্দ্রজিৎ' চরিত্রের সঙ্গে তুলনা টেনে এই পলাতক অভিযুক্তকে কড়া বার্তা দিল আদালত। স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া হলো, এই মুহূর্তে পুলিশি তদন্তে কোনও হস্তক্ষেপ করা হবে না। ফলে মহম্মদবাজার থানার তদন্ত চালু রাখার ক্ষেত্রে সবুজ সংকেত মেলায় বড়সড় ধাক্কা খেলেন টুলু। বৃহস্পতিবার কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যের একক বেঞ্চে মামলাটির শুনানি ছিল। বেআইনি পাথর ব্যবসা, তোলাবাজি এবং জমি দখলের মতো একাধিক অভিযোগে অভিযুক্ত টুলুর বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি রয়েছে। সেই পরোয়ানাকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে এবং পুলিশের কড়া পদক্ষেপ থেকে রক্ষাকবচের আর্জি জানিয়ে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন তিনি। এরই প্রেক্ষিতে এদিন শুনানির সময় বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য মন্তব্য করেন, 'মামলাকারী তো রামায়ণের ইন্দ্রজিতের মতো আচরণ করছেন!

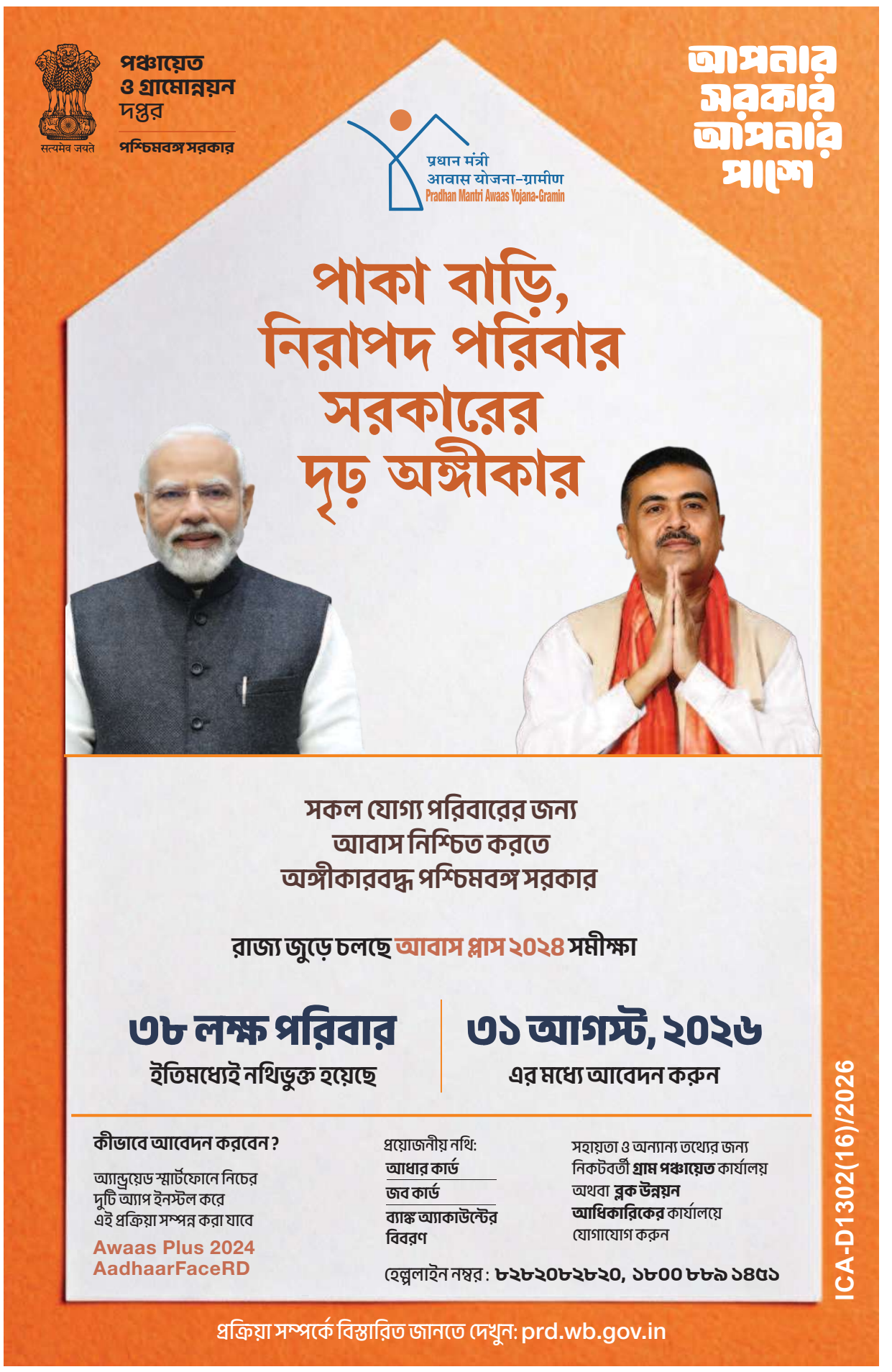

সম্পাদকীয়

নিজেদের পাপ ধামাচাপা দিতেই তৃণমূল আমলে তৈরি হয়েছিল সুপার নিউমেরারি পোস্ট

যোগ্যদের বাদ দিয়ে টাকার বিনিময়ে দেদার অযোগ্য প্রার্থীদের শিক্ষক পদে নিয়োগ দিয়েছিল পূর্বতন তৃণমূল কংগ্রেস সরকার। এমনই অভিযোগে ওই করে আদালতের দ্বারস্থ হন একাধিক প্রার্থী। আদালতে প্যাঁচে পড়ে নিজেদের সেই পাপ ধামাচাপা দিতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার আমদানি করে সুপার নিউমেরারি পোস্ট। আরও এক পাপ! সরকার কোথায় অযোগ্যদের বাদ দেবে তা নয়, উল্টে তাদের চাকরি বাঁচাতে এই পদ তৈরির সিদ্ধান্ত পাশ করে ক্যাবিনেট। যা নিয়ে তখন প্রবল সমালোচনার মুখে।পড়েছিল সরকার। এই সিদ্ধান্তের বৈধতা নিয়েও প্রশ্ন ওঠে আদালতে। কিন্তু এই সিদ্ধান্তে অটল ছিলেন তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী। অবশেষে পালাবদলের পর দুর্নীতি ধামাচাপা দিতে তৈরি প্রাথমিকের সেই ১,৬০০ সুপার নিউমেরারি পদে কর্মী নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রত্যাহার করে নিল বর্তমান রাজ্য সরকার। রাজ্যের তরফে কলকাতা হাইকোর্টে এই সিদ্ধান্তের কথা জানানো হয়েছে। এর আগে ২০১৬ সালের উচ্চমাধ্যমিকে কর্মশিক্ষা ও শারীরশিক্ষা বিষয়ে শিক্ষক নিয়োগের জন্য সুপার নিউমেরারি পোস্ট বা অতিরিক্ত শূন্যপদ তৈরি করা হয়। রাজ্যের এই অতিরিক্ত শূন্যপদের সিদ্ধান্ত নিয়েই সেই সময় মামলা দায়ের হয় হাইকোর্টে। ২০২৩-এর এপ্রিলে এই শূন্যপদে নিয়োগের উপর অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ দেয় বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসুর সিঙ্গল বেঞ্চ। তৎকালীন মন্ত্রিসভার ওই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সিবিআই তদন্তেরও নির্দেশ দেয় আদালত। পরে মামলা যায় সুপ্রিম কোর্টে। সুপ্রিম কোর্ট মন্ত্রিসভার ওই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সিবিআই তদন্তের নির্দেশে স্থগিতাদেশ দেয়। তবে মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত মতো অতিরিক্ত শূন্যপদ তৈরি করে নিয়োগে হস্তক্ষেপ করেনি শীর্ষ আদালত। ইতিমধ্যে রাজ্যে আসে বিজেপি সরকার। হাইকোর্টের বিচারপতি রাজাশেখর মান্থার বেঞ্চে মামলার শুনানি হয়। তখনই নতুন সরকার হাইকোর্টে জানিয়ে দেয়, সুপার নিউমেরারি পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে আগের সরকারের বিজ্ঞপ্তি প্রত্যাহার করা হচ্ছে। তার ফলে স্বাভাবিকভাবেই এদিন থেকে আর সুপার নিউমেরারি পদের কোনও থাকলো না।

শব্দছক ২৪৮

রবি দাস

১		■	২		৩		■
	■	৪		■		■	৫
৬	৭			■	৮	৯	
১০		■	■	১১			■
■	১২	১৩		■	■	১৪	১৫
১৬			■	১৭	১৮		
	■		■	১৯		■	
■	২০				■	২১	

পাশাপাশি: ১. বড় উনান ২. চতুর্পার্শ্ব ৪. পায়রা ৬. সারা বছর ধরে ৮. তরল ধাতু ১০. শব্দ বা ধ্বনি ১১. যা দিয়ে রুটি বেলা হয় ১২. আবাস ১৪. দুয়ের মধ্যে পার্থক্য ১৬. পরিশ্রম ১৭. বংশের আচার ১৯. ভয় ২০. পক্ক শ্রীফল ২১. শিষ্ট

ওপর-নিচ: ১. শব্দহীন গোপন ২. কিঙ্কর ৩. মহারথী ৪. ভালো ৫. মন্দ ৭. লবণ ব্যবসায়ী ৯. যুদ্ধজাহাজ ১৩. নাভি পর্যন্ত লম্বিত হার ১৫. কামদেব ১৬. পৃথিবী ১৭. মঙ্গল ১৮. ঝাল সব্জি

সমাধান ২৪৭ — পাশাপাশি: ১. চন্দ্রিমা ৩. অর্ণব ৫. রবার ৬. হাবি ৮. লবণ ১০. চেক ১২. মতবিরোধ ১৪. টালবাহানা ১৬. মামা ১৭. আনন ১৯. কাক ২১. নজর ২২. লাঘব ২৩. শিতল

ওপর-নিচ: ১. চপল ২. মারণ ৩. অবচেতনা ৪. বহা ৭. বিবিধ ৯. বদল ১১. কবি ১২. মহামানব ১৩. রোপন ১৪. টাটকা ১৫. বামা ১৭. আরশি ১৮. নকল ২০ কলা

আজকের দিন

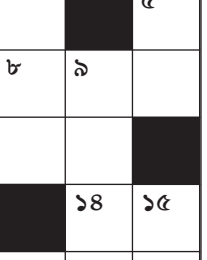

■ **১৯৯১** — লাটভিয়া সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে পূর্ণ স্বাধীনতা ঘোষণা করে এবং গর্বাচেভের বিরুদ্ধে মস্কোতে একটি কট্টরপন্থী কমিউনিস্ট অভ্যুত্থান ব্যর্থ হয়।

■ **২০০৪** — বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকায় আওয়ামী লীগের সন্ত্রাসবিরোধী এক সমাবেশে ভয়াবহ গ্রেনেড হামলায় ২৪ জন নিহত এবং শতাধিক আহত হন।

জন্মদিন

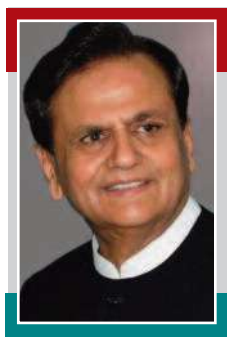

১৯৩৪ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ সুধাকর নায়েকের জন্মদিন।*

১৯৪৯ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ আহমেদ প্যাটেলের জন্মদিন।*

১৯৬১ *বিশিষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় ভিভি চন্দ্রশেখরের জন্মদিন।*

আহমেদ প্যাটেল

বিশ্বনেতা নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে লালকেল্লা হয়ে ১৪৪ কোটি দেশবাসীর ঐক্যসুর ‘বন্দেমাতরম’

অটলবিহারী বাজপেয়ীর যোগ্য উত্তরসূরি নরেন্দ্র মোদী

প্রদীপ মারিক

১৮৫৭-৫৮ সালে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে উত্তর এবং মধ্য ভারতে বিদ্রোহের ভারতীয় মহাবিদ্রোহ (সিপাহী বিদ্রোহ), ১৮৫৭ ছিল একটি পর্যায়কাল। এই বিদ্রোহ ছিল কয়েক দশকের ভারতীয় সৈন্য এবং তাদের ব্রিটিশ অফিসারের মধ্যে সাংস্কৃতিক পার্থক্যের ফল। লর্ড ডালহৌসীর স্বত্ত্ববিলোপ নীতি যা দিল্লীর মুঘল সাম্রাজ্যের অপসারণ, কিছু জনগণ রেগে গিয়েছিল। সিপাহী বিদ্রোহ সুনির্দিষ্ট কারণ যে ১৮৫৩ সালে তৈরি .৫৫৭ ক্যালিবার এনফিল্ড(পি/৫৩) রাইফেল কার্তুজ গরু ও শুকরের চর্বি দিয়ে তৈরি হতো। সৈন্যেরা তাদের রাইফেলের কার্তুজ লোড করার সময় তাদের তা দাঁত দিয়ে ভাঙে লাগাতে হতো। যেহেতু গরু ও শুকরের চর্বি মুখে দেওয়া হিন্দু এবং মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের সৈন্যদের কাছে অধার্মিক কাজ ছিল।

স্বাধীনতা হল একটি জাতি, দেশ বা রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে একটি বিশেষ অবস্থান, যেখানে তাদের নিজস্ব শাসনব্যবস্থা ও আঞ্চলিক সার্বভৌমত্ব থাকবে। স্বাধীনতা হল অপরের কাজে কোনরূপ হস্তক্ষেপ না করে নিজের কাজ সম্পাদন করার অধিকার। স্বাধীনতা মানে অন্যের অধিকারে হস্তক্ষেপ না করে নিজের অধিকার পরিপূর্ণভাবে ভোগ করা। স্বাধীনতা হল অপরের অধিকার বা কার্যাবলির ওপর হস্তক্ষেপ না করে স্ব-ইচ্ছানুসারে কার্য করার অধিকার। প্রধানমন্ত্রী মোদির নেতৃত্বে সমগ্র ভারতবাসী সুরক্ষিত। ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সমগ্র ভারতবাসী এক। মোদি বার বার মনে করিয়ে দেন জাতীয়তাবাদ কেবল একটা শব্দ নয় এটা একশো চল্লিশ কোটি ভারতবাসীর সমোচ্চারিত ধ্বনি যেখানে প্রতি নিয়ত ভারত মাতার জন্য দেশবাসীর মনে স্বাধীনতার আবেগ স্পন্দিত হয়।

২০২৬ সাল স্বাধীনতার ৮০ বছরের পূর্তি। লালকেল্লার অনুষ্ঠানের মূল ভাবনা ‘যুব শক্তি’ কারণ নতুন প্রজন্মের সঙ্গে স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসকে আরও গভীরভাবে যুক্ত করা। দীর্ঘদিনের চিরাচরিত প্রথায় পরিবর্তন আনা হয়েছে। স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানের প্রথমে এবার আর জাতীয় সঙ্গীত গাওয়া হবে না। গত বছরেও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ভাষণের আগে জাতীয় সঙ্গীত গাওয়ার নিয়ম রয়েছে। এবার সেই নিয়মেই বদল ঘটছে। প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের তরফে ইতিমধ্যেই এই নতুন অনুষ্ঠানের নিয়ম ঘোষণা করা হয়েছে। জানানো হয়েছে, এবার লালকেল্লায় ভারতের ৮০তম স্বাধীনতা দিবসের প্রথমেই গাওয়া হবে বন্দেমাতরম, তারপরই জাতীয় সঙ্গীত গাওয়া হবে। জানা গিয়েছে, লালকেল্লার অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত হয়েছেন অতিথি, বিশিষ্ট ব্যক্তি, পড়ুয়া-সহ ২৭ হাজারেরও বেশি মানুষ। ভারতের জাতীয় সঙ্গীত ‘জন গণ মন’। ১৯৫০ সালের ২৪ জানুয়ারি গণপরিষদ এটিকে জাতীয় সঙ্গীত হিসেবে গ্রহণ করে। রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানগুলিতে জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশনের নির্দিষ্ট নিয়ম ও প্রোটোকল রয়েছে। অন্যদিকে, ‘বন্দে মাতরম’ লিখেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। স্বাধীনতা সংগ্রামে বিপ্লবী থেকে সাধারণ মানুষ এই গানকে মাতৃভূমির প্রতি ভালোবাসার প্রকাশ হিসেবে ব্যবহার করেছিলেন। ১৯৫০ সালে ‘বন্দে মাতরম’-কে জাতীয় গান হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। বন্দেমাতরম গান কে যোগ্য সম্মান দিলেন মোদির নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় সরকার। মোদি প্রমান করলেন বাজপেয়ীর যোগ্য উত্তরসূরী তিনি।

১৯৯৬ সালে মাত্র তেরো দিনের মাথায় প্রধানমন্ত্রী হিসেবে পদত্যাগ করবার সময় সংসদে বাজপেয়ী যে ভাষণটি দেন, তা আজও তা স্মরণীয় হয়ে থাকবে। তিনি বলেছিলেন, ‘সরকার আসে যায়, দলের জন্ম বা মৃত্যু হয়। কিন্তু সর্বোপরি সকল রাজনৈতিক দলের লক্ষ থাকা উঠিত যাতে দেশের মুখ উজ্জ্বল থাকে, কারণ আমাদের ভারতবর্ষ বিশ্বের বৃহৎ গণতন্ত্র, এবং এই গণতন্ত্র অমর।’ তার এই ভাষণ বুঝিয়ে দিয়েছিল ভারতীয় জনতা পার্টিই দেশের স্থায়ী সরকারের আসনে বসে ভারতবাসীর সমস্যা সমাধান করবে। তিনি পেরেছিলেন স্থায়ী সরকার দিতে এবং তার উত্তরসূরী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সেই স্বপ্ন স্বার্থক করতে পেরেছেন। বাজপেয়ীর নেতৃত্বাধীন সরকার দেশ চালাতে সক্ষম হয়েছিল, রাজনৈতিক আদর্শ এবং মতামত নির্বিশেষে। পাশাপাশি, বাজপেয়ী প্রথম অ-কংগ্রেসি প্রধানমন্ত্রী, যিনি পাঁচ বছরের পূর্ণ মেয়াদ শেষ করেছিলেন। ১৩ সেপ্টেম্বর, ২০০২ সালে জাতি সঙ্ঘের সাধারণ সভায় দেওয়া অটল বিহারী বাজপেয়ীর ভাষণ আজও সমাদৃত হয়ে রয়েছে জাতি সঙ্ঘে প্রদত্ত প্রথম হিন্দি ভাষণ হিসেবে। সেই প্রথমবার কোনও ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী জাতি সঙ্ঘে দাঁড়িয়ে পাকিস্তানের মদতপুষ্ট জঙ্গিদের প্রসঙ্গ তোলেন, এবং ঘোষণা করেন যে জঙ্গি উপদ্রব বন্ধ হলে তিনি কাশ্মীর সমস্যা নিয়ে আলোচনা করতে রাজি। অটল বিহারী বাজপেয়ীর হাতেই ভিত্তিস্থাপন হয় সর্ব শিক্ষা অভিযান প্রকল্পের, যার ফলে ছয় থেকে চৌদ্দ বছর বয়সী শিশুদের জন্য শিক্ষা হয়ে যায় মৌলিক অধিকার। ১৯৯৯ সালের কার্গিল যুদ্ধে পাকিস্তানের পরাজয় বাজপেয়ীর প্রধানমন্ত্রীত্বের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক। অপারেশন বিজয় নামাঙ্কিত এই যুদ্ধ শুরু হয় তখন, যখন পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর কিছু সৈন্য এবং কাশ্মীরি জঙ্গি লাইন অফ কন্ট্রোল পেরিয়ে অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশ করে। উগ্রপন্থী দমনে অটল বিহারী বাজপেয়ীর ভূমিকা দেশ বিদেশে সমাদৃত হতে থাকে। বাজপেয়ী ১৯২৪ সালের ২৫শে ডিসেম্বর মধ্যপ্রদেশের গোয়ালিয়রে একটি হিন্দু ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তার মাতা কৃষ্ণ দেবী ও পিতা কৃষ্ণবিহারী বাজপেয়ী। তিনি ১৯৩৯ সালে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের একজন স্বয়ংসেবক বা স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে যোগদান করেন। বাবাসাহেব আপ্তে দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তিনি ১৯৪০ থেকে ১৯৪৪ সাল পর্যন্ত আরএসএস-এর অফিসার্স ট্রেনিং ক্যাম্পে যোগ দেন। তিনি ১৯৪৭ সালে প্রচারক পূর্ণ সময়ের কর্মীর জন্য আরএসএস পরিভাষা হয়ে উঠেন। তিনি ১৯৭৭ এবং ১৯৮০ সালে নয়া দিল্লি থেকে নির্বাচনে জিতেছিলেন। এর পর বাজপেয়ী তার নিজের শহর গোয়ালিয়র থেকে ভারতীয় জনতা পার্টির টিকিটে জয়লাভ করেন। ১৯৮৬ সালে লালকৃষ্ণ আদভানি বিজেপির সভাপতির দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তার অধীনে বিজেপি কট্টর হিন্দু জাতীয়তাবাদের নীতিতে ফিরে আসে। হিন্দু দেবতা রামের সম্মানে রামের জন্মভূমিতে মন্দির নির্মাণ করার জন্য রাজনৈতিক আন্দোলন জোরদার হয়ে উঠে। তিনি ১৯৯২ সালে পদ্মবিভূষণ, ২০১৫ সালে ভারতরত্ন পান, পদ্মবিভূষণ (১৯৯২) এ ছাড়াও তিনি বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ সম্মাননা পদক, মরক্কো থেকে গ্র্যান্ড কর্ডন অফ দি আল-আলাউই পদক (১৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৯) দেওয়া হয়। এ ছাড়াও তিনি অনেক দেশ থেকে সম্মাননা পেয়েছিলেন। তার যোগ্য উত্তরসূরি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। দেশের প্রতি অটলজী ভালোবাসাকে শ্রদ্ধা জানাতে নরেন্দ্র মোদীর সরকার ২০১৪ সালের ২৫ শে ডিসেম্বর বাজপেয়ীর জন্মদিনকে সুশাসন দিবস হিসাবে ঘোষণা করেন। হিমাচল প্রদেশের রোহতাংয়ে লেহ-মানালি হাইওয়েতে বিশ্বের দীর্ঘতম সুড়ঙ্গ অটল বিহারী বাজপেয়ীর নামানুসারে অটল সুড়ঙ্গ নামে নামকরণ করা হয়। মাণ্ডবী নদীর উপর ভারতের তৃতীয় দীর্ঘতম তার সংযুক্ত সেতুর নাম অটল সেতু রাখা হয়। ছত্তিশগড় সরকার নয়া রায়পুরের নাম পরিবর্তন করে অটল নগর রাখে। ১৯৯৯-এ বাজপেয়ী পাঁচ বছরের জন্য প্রধানমন্ত্রীর কার্যভার নেওয়ার পর দেশের সর্বত্র ফোন আর মোবাইলের সুবিধা দ্রুত ছড়িয়ে পড়েছিল প্রত্যন্ত গ্রামগঞ্জে। বাংলা থেকে তপন শিকদার তখন বাজপেয়ী মন্ত্রিসভার টেলিকম দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী। নিয়ম করে প্রতি শুক্রবার রাতের বিমানে দিল্লি থেকে কলকাতা চলে আসতেন তপন। শনি-রবিবার তাঁর ঠাসা কর্মসূচির বেশিরভাগই থাকত নতুন টেলিফোন এক্সচেঞ্জের শিলান্যাস, উদ্বোধন অথবা পুরোনো এক্সচেঞ্জের সংস্কার। অটল বিহারী বাজপেয়ীর টেলিকম বিপ্লবের স্বার্থক রূপ আজ নরেন্দ্র মোদির ডিজিটাল ইন্ডিয়া। কংগ্রেসের দীর্ঘ অপশাসনের পর ভারতকে বদলানোর অঙ্গীকার করেছিলেন বাজপেয়ী। সমতলে ৫০০ এবং পাহাড়ি এলাকায় ২০০ বা তাঁর বেশি মানুষ বসবাস করে, এমন সমস্ত বসত এলাকাকে পাকা রাস্তায় জোড়ার কর্মসূচি নেওয়া হয়েছিল প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনায়। দেশে তখন রাস্তা বিহীন এমন বসতির সংখ্যা ছিল ১ লাখ ৭৮ হাজার ১৮৪টি। এর মধ্যে ৬৪ বা ১ লাখ ১৪ হাজার ৫৪০টি বসত এলাকাই ছিল রাস্তাবিহীন। চাষের আল আর নদী বাঁধের উপর দিয়ে যাতায়াত করতেন মানুষ। এ রাজ্যে তখন এমন গ্রাম ছিল হাজার ছয়েক। বাজপেয়ী বলেছিলেন, গ্রামের রাঙ্গা স্তা এমন ভাবে তৈরি করতে হবে যাতে সারা বছর তা চলাচলের উপযোগী হয়। তার জন্মদিন কে স্মরণ করে মোদি সরকার যে সুশাসন দিবস নাম দিয়েছে, সত্যি আজ তা স্বার্থক। ভারতবাসীর জন্য অটল বিহারী বাজপেয়ীর স্বপ্নকে স্বার্থক করতে তার যোগ্য উত্তরসূরী নরেন্দ্র মোদি আপ্রাণ চেষ্টা করে চলেছেন।

৮০ তম স্বাধীনতা দিবসের আগে ফের ‘হর ঘর তেরঙ্গা’ কর্মসূচি ঘোষণা করেছেন প্রধানমন্ত্রী। দেশবাসীর কাছে মোদির আর্জি, ‘এবারের এই হর ঘর তেরঙ্গা গণ আন্দোলনে পরিণত করুন। আমি নিজের ডিপি বদলাচ্ছি, আপনারাও বদলান।’ প্রধানমন্ত্রী নিজের সব সোশাল মিডিয়া হ্যান্ডেলেই ‘প্রোফাইল পিকচার’ বা ‘ডিসপ্লে পিকচার’ বদলে ফেলেছেন। প্রধানমন্ত্রীর নিজের ছবির বদলে সেখানে শোভা পাচ্ছে তেরঙ্গা। তার আগেই অবশ্য এক্স হ্যান্ডেলে হর ঘর তেরঙ্গা কর্মসূচি ঘোষণা করে দিয়েছেন। দেশবাসীর কাছে প্রধানমন্ত্রীর আরজি, আপনারাও সোশাল মিডিয়ায় নিজেদের প্রোফাইল পিকচার বদলান। ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলন ছিল একটি পরিব্যাপ্ত, একত্রীভূত বিভিন্ন জাতীয় এবং আঞ্চলিক অভিযান বা আন্দোলন যা অহিংস ও বৈপ্লবিক উভয় দর্শনের প্রচেষ্টায় এবং ভারতীয় রাজনৈতিক সংগঠনের মাধ্যমে প্রভাব বিস্তার করেছিল। এই আন্দোলনের মাধ্যমে ভারতীয় উপমহাদেশে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক কর্তৃত্ব এবং অন্যান্য ঔপনিবেশিক প্রশাসনের কাজ শেষ হয়। ১৪৯৮ সালে ইউরোপিয়ান ব্যবসায়ী লাভজনক মসলা বাণিজ্যের অনুসন্ধানে পর্তুগিজ বণিক ভাস্কো-দা-গামা ভারতের পশ্চিম তীরে কালিকট বন্দরে আগমন করেছিল। ১৭৫৭ সালে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি রবার্ট ক্লাইভের নেতৃত্বে পলাশির যুদ্ধে বাংলার নবাব সিরাজদ্দৌলাকে পরাজিত করে বাংলায় কোম্পানী শাসনের সূচনা করে। এটিই ভারতে ব্রিটিশ রাজের সূচনা হিসেবে ধরা হয়। ১৭৬৫ সালেতে বক্সারের যুদ্ধে জয়ের ফলে কোম্পানি বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার ওপর প্রশাসনিক অধিকার লাভ করেছিল। তারপর তারা ১৮৩৯ সালে মহারাজা রণজিৎ সিং-এর মৃত্যুর পর প্রথম ইঙ্গ-শিখ যুদ্ধ (১৮৪৫,১৮৪৬) ও দ্বিতীয় ইঙ্গ-শিখ যুদ্ধ(১৮৪৮,৪৯)-এর পর পাঞ্জাবও তাদের অধিকারে এনেছিল। বিদেশী নিয়মের বিরুদ্ধে কতিপয় আঞ্চলিক আন্দোলন ১৮৫৭ সালের আগে ভারতের বিভিন্ন অংশে গড়ে উঠেছিল। উপরন্তু, তাদেরকে একত্র করা যায়নি এবং বিদেশী শাসকের দ্বারা সহজভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছিল। ১৮৫৭-৫৮ সালে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে উত্তর এবং মধ্য ভারতে বিদ্রোহের ভারতীয় মহাবিদ্রোহ (সিপাহী বিদ্রোহ), ১৮৫৭ ছিল একটি পর্যায়কাল। এই বিদ্রোহ ছিল কয়েক দশকের ভারতীয় সৈন্য এবং তাদের ব্রিটিশ অফিসারের মধ্যে সাংস্কৃতিক পার্থক্যের ফল। লর্ড ডালহৌসীর স্বত্ত্ববিলোপ নীতি যা দিল্লীর মুঘল সাম্রাজ্যের অপসারণ, কিছু জনগণ রেগে গিয়েছিল। সিপাহী বিদ্রোহ সুনির্দিষ্ট কারণ যে ১৮৫৩ সালে তৈরি .৫৫৭ ক্যালিবার এনফিল্ড(পি/৫৩) রাইফেল কার্তুজ গরু ও শুকরের চর্বি দিয়ে তৈরি হতো। সৈন্যেরা তাদের রাইফেলের কার্তুজ লোড করার সময় তাদের তা দাঁত দিয়ে ভাঙে লাগাতে হতো। যেহেতু গরু ও শুকরের চর্বি মুখে দেওয়া হিন্দু এবং মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের সৈন্যদের কাছে অধার্মিক কাজ ছিল। ফেব্রুয়ারি ১৮৫৭তে, সিপাহীরা (ব্রিটিশ সেনাবাহিনীতে ভারতীয় সৈন্য) নতুন কার্তুজ ব্যবহার করতে অস্বীকার করেছিল। ব্রিটিশ নতুন কার্তুজ প্রতিস্থাপন করার দাবী করেছিল এবং যা মৌমাছির তেল ও শাকসব্জী তেল থেকে তৈরী হবে। মঙ্গল পাণ্ডের নেতৃত্বে ১৮৫৭ সালের ২৯ মার্চ এই বিদ্রোহ ব্যারাকপুরে শুরু হয় এবং শীঘ্রই তা মিরাট, দিল্লি এবং ভারতের অন্যান্য অংশে ছড়িয়ে পড়ে। এটা সারা বাংলাদেশ জুড়ে চরম উত্তেজনা সৃষ্টি করেছিল। চট্টগ্রাম ও ঢাকার প্রতিরোধ এবং সিলেট, যশোর, রংপুর, পাবনা ও দিনাজপুরের খণ্ডযুদ্ধসমূহ বাংলাদেশকে সর্তক ও উত্তেজনাকর করে তুলেছিল। ১৯৪৭ সালের স্বাধীনতার ঘোষণা ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক উত্তেজনার অবসান ঘটায়। তবে এটি আরেকটি গণহত্যার সৃষ্টি করে। ভারত ও পাকিস্তানের বিভাজন শান্তিপূর্ণ ছিল না বরং বিভক্তির ফলে অনেক জীবিকা হারিয়েছিল। ১৫ই আগস্ট ১৯৪৭ সালে, স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী, পন্ডিত জওহর লাল নেহেরু লাল কেল্লার লাহোরি গেটের উপরে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেছিলেন। ভারতের প্রধানমন্ত্রীর ১৫ই আগস্ট লাল কেল্লায় জাতীয় পতাকা উত্তোলনের এই প্রথা এখনও বক্তৃতার পাশাপাশি চর্চা করা হয়। পুরো অধিবেশনটি ওস্তাদ বিসমিল্লাহ খানের সঙ্গীত দিয়ে শুরু করে দূরদর্শনে সম্প্রচার করা হয়। ১৯৩০ থেকে ১৯৪৬ সালের মধ্যে, কংগ্রেস ২৬শে জানুয়ারী স্বাধীনতা দিবস হিসাবে উদযাপন করেছিল। সভা যেখানে অংশগ্রহণকারীরা তস্বাধীনতার অঙ্গীকারদ নিয়েছিল সেগুলি উপলক্ষকে চিহ্নিত করেছিল। জওহরলাল নেহরুর আত্মজীবনী অনুসারে, এই ধরনের সভাগুলি ছিল শান্ত, গম্ভীর এবং ‘কোনও বক্তৃতা বা উপদেশ ছাড়াই।’ মহাত্মা গান্ধীর মতে, বৈঠক ছাড়াও হিন্দু-মুসলিম পুনর্মিলনের মতো কিছু গঠনমূলক কাজ হবে। ১৯৪৭ সালে ভারতের স্বাধীনতার ঘোষণার পর, ভারতীয় সংবিধান ২৬শে জানুয়ারী, ১৯৫০এ কার্যকর হয় এবং এটি প্রজাতন্ত্র দিবস হিসাবে স্বীকৃত হয়। ব্রিটিশ শ্রম সরকার ১৯৪৬ সালে বুঝতে পেরেছিল যে এটি একটি অস্থির ভারতে নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখার জন্য অভ্যন্তরীণ সমর্থন, আন্তর্জাতিক সমর্থন এবং দেশীয় শক্তির নির্ভরযোগ্যতার অভাব রয়েছে কারণ সম্প্রতি শেষ হওয়া দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ তার কোষাগারকে হ্রাস করেছিল। ৩ রা জুন, ১৯৪৭, ব্রিটিশ সরকার ঘোষণা করে যে তারা ব্রিটিশ ভারতকে দুটি রাজ্যে বিভক্ত করতে সম্মত হয়েছে, যার উত্তরসূরি সরকারগুলি আধিপত্যের মর্যাদা পেয়েছে এবং ব্রিটিশ কমনওয়েলথ ছেড়ে যাওয়ার অন্তর্নিহিত অধিকার পেয়েছে। লর্ড মাউন্টব্যাটেন, নতুন ভাইসরয়, ক্ষমতা হস্তান্তরের তারিখটি এগিয়ে নিয়েছিলেন কারণ তিনি ভেবেছিলেন কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগের মধ্যে চলমান দ্বন্দ্ব অন্তর্বর্তী প্রশাসনকে পতন ঘটাতে পারে। তিনি ১৫ই আগস্ট জাপানের দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আত্মসমর্পণের দ্বিতীয় বার্ষিকীতে ক্ষমতা হস্তান্তর করার সিদ্ধান্ত নেন। ভারত-পাকিস্তান বিভক্তির ফলে লাখ লাখ মানুষের জীবন-জীবিকার মারাত্মক ক্ষতি হয়। স্বাধীনতার সময় অনেক মুসলিম, শিখ এবং হিন্দু উদ্বাস্তু সীমান্ত অতিক্রম করেছিল। দুই অধিরাজ্যের বিচ্ছেদের পর পাঞ্জাব সীমান্তে ব্যাপক রক্তপাত হয়। সীমান্তের দুই পাশে সৃষ্ট সহিংসতার কারণে বিপুল সংখ্যক মানুষ মারা গেছে। মহাত্মা গান্ধীর উপস্থিতির কারণে বাংলা ও বিহারে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ছিল। নয়াদিল্লিতে কনস্টিটিউশন হলে অনুষ্ঠিত ভারতীয় গণপরিষদের পঞ্চম অধিবেশন চলাকালীন, জওহর লাল নেহেরু ভারতের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপতি ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ অধিবেশনের সভাপতিত্ব করেন। সদস্যরা সঠিক মনোভাব নিয়ে জাতির সেবা করার শপথ নেন। ভারত একটি স্বাধীন দেশ হয়ে ওঠে, এবং অনেক আনুষ্ঠানিক অনুষ্ঠান দিল্লিতে হয়। জওহর লাল নেহেরু প্রথমবারের মতো প্রধানমন্ত্রীর পদ গ্রহণ করেছিলেন, যখন লর্ড মাউন্টব্যাটেন ছিলেন স্বাধীন ভারতের প্রথম গভর্নর-জেনারেল। গান্ধী কোন আনুষ্ঠানিক অনুষ্ঠানে অংশ নেননি বরং, তিনি ২৪ ঘন্টা উপবাসে ছিলেন এবং হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব সম্পর্কে কলকাতায় ভাষণ দিয়ে জনসাধারণের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিয়েছিলেন। সেই সময় যদি নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু দেশের দায়িত্ব নিতেন পুরো দেশের চেহারাই পাল্টে যেত। তাই তার অন্তর্ধান রহস্যই স্বাধীনতার আনন্দকে একটু হলেও ম্রিয়মান করে তুলেছিল। আজ ভারত বর্ষের নাম সু উচ্চতায় নিয়ে চলেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তার যোগ্য নেতৃত্ব বিশ্বের কাছে ভারতবর্ষর কে এক আলাদা জায়গা করে দিয়েছে।

কোট-আনকোট

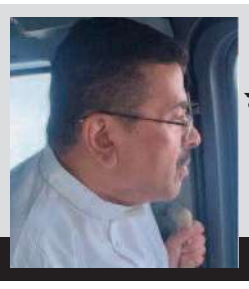

এলাকার মানুষজন বলছিলেন, ১৯৮৬ সালে জ্যোতি বসু এখানে এসেছিলেন। তারপরে এই প্রথম কোনও মুখ্যমন্ত্রী এখানে এল। কী করা যাবে, আগের মুখ্যমন্ত্রীরা গ্রামের মানুষকে মানুষ বলে মনে করতেন না। আর আমার সঙ্গে গ্রামের মানুষের নাড়ির টান। গ্রামেই আমার শুরু, গ্রামেই শেষ।

বন্যা পরিস্থিতি সরেজমিনে দেখার পর শুভেন্দু অধিকারী

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

অনাস্থার আগেই বীরভূম জেলা পরিষদের সভাধিপতি পদ থেকে ইস্তফা কাজল শেখের

মৃণালজিৎ গোস্বামী

বীরভূম: অনাস্থা প্রস্তাবের মুখে পড়ে বীরভূম জেলা পরিষদের সভাধিপতি পদ থেকে ইস্তফা দিলেন ফায়েজুল হক ওরফে কাজল শেখ। বর্ধমান ডিভিশনাল কমিশনারের কাছে তাঁর ইস্তফাপত্র জমা পড়ে এবং তা গৃহীত হয়েছে বলে প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে। আগামী ২১ আগস্ট কাজল শেখের বিরুদ্ধে আনা অনাস্থা প্রস্তাব নিয়ে জেলা পরিষদের বৈঠক হওয়ার কথা ছিল। তার আগেই ইস্তফা দেওয়ায় ওই বৈঠকই বাতিল করা হয়েছে।

জানা গিয়েছে, বুধবারই কাজল শেখ তাঁর ইস্তফাপত্র বর্ধমান ডিভিশনাল কমিশনারের দপ্তরে পাঠিয়েছিলেন। ইস্তফার কারণ জানতে বৃহস্পতিবার তাঁকে সশরীরে হাজির হতে বলা হয়। সেই মতো এ দিন সকাল সাড়ে দশটা নাগাদ তিনি ডিভিশনাল কমিশনারের কাছে হাজির হন। সেখানে কাজল জানান, সম্পূর্ণ নিজের ইচ্ছায় এবং ব্যক্তিগত কারণে তিনি পদত্যাগ করছেন। তাঁর উপর কোনওরকম চাপ সৃষ্টি করা হয়নি বলেও তিনি জানান। এরপর পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত আইন, ১৯৭৩-এর ১৪৪(৪) ধারা অনুযায়ী তাঁর ইস্তফাপত্র গ্রহণ করা হয়।

প্রশাসনের তরফে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, জেলা পরিষদের সভাধিপতি হিসেবে কাজল শেখের কাছে থাকা যাবতীয় সরকারি নথি, ফাইল, সিলমোহর ও প্যাড দ্রুত জমা দিতে হবে। পাশাপাশি আগামী পাঁচ দিনের মধ্যে জেলা পরিষদের সমস্ত দায়িত্ব এক্সিকিউটিভ অফিসারের কাছে বুঝিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সূত্রের খবর, আপাতত বীরভূমের জেলাশাসক ধবল জৈন জেলা পরিষদের দায়িত্বভার সামলাবেন।

প্রসঙ্গত, গত ৪ আগস্ট কাজল শেখের বিরুদ্ধে বীরভূম জেলা পরিষদের ১৯ জন সদস্য অনাস্থা প্রস্তাব জমা দিয়েছিলেন। জেলা পরিষদের মোট সদস্য সংখ্যা ৫২। তাঁদের মধ্যে ৫১ জন তৃণমূলের এবং একজন কংগ্রেসের সদস্য ছিলেন। তৃণমূলের এক সদস্যের মৃত্যুর পর বর্তমানে সদস্য সংখ্যা ৫০। অনাস্থা প্রস্তাবে সাধারণ সদস্যদের পাশাপাশি কয়েক জন কর্মাধ্যক্ষও সই করেছিলেন বলে জানা গিয়েছে। তাঁদের অভিযোগ ছিল, দীর্ঘদিন ধরে সভাধিপতি নিয়মিত জেলা পরিষদে আসছেন না, মানুষের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে কাজ থমকে রয়েছে, বরাদ্দ টাকা পড়ে রয়েছে এবং স্থায়ী সমিতির বৈঠকও নিয়মিত হয়নি। অনাস্থা প্রস্তাব জমা পড়ার পর আগামী ২১ আগস্ট ভোটাভুটির দিন নির্ধারিত হয়েছিল। রাজনৈতিক মহলের একাংশের মতে, অনাস্থায় সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্য তাঁর বিরুদ্ধে ভোট দিতে পারেন বুঝতে পেরেই ভোটাভুটির আগেই পদত্যাগের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন কাজল শেখ। যদিও তাঁর পদত্যাগের সঙ্গে অনাস্থা প্রস্তাবের কোনও সম্পর্ক রয়েছে কি না, তা নিয়ে কাজল শেখ এখনও প্রকাশ্যে কোনও প্রতিক্রিয়া দেননি। বীরভূমের রাজনীতিতে কাজল শেখ বরাবরই অনুব্রত মণ্ডলের বিরোধী শিবিরের নেতা হিসেবে পরিচিত। অনুব্রত মণ্ডল গরুপাচার ও আর্থিক তছরুপের মামলায় জেলবন্দি থাকার সময় বীরভূমের রাজনীতিতে সক্রিয় হয়ে ওঠেন কাজল। ২০২৩ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনে বিপুল জয় পেয়ে বীরভূম জেলা পরিষদের সভাধিপতি হন তিনি। পরবর্তী সময়ে ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূলের প্রার্থী হিসেবে হাঁসন বিধানসভা কেন্দ্র থেকে জয়ীও হন কাজল শেখ। তবে রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের পর থেকে জেলা পরিষদের কাজে তাঁকে আর নিয়মিত দেখা যাচ্ছিল না বলে অভিযোগ। এর মধ্যেই জেলা পরিষদের বিভিন্ন কাজ ও টেন্ডার নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করে। বিজেপি ক্ষমতায় আসার পর বীরভূম জেলা পরিষদের কাজের অডিটও শুরু হয়। তিন সদস্যের কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি দল ওই অডিট করে বলে জানা গিয়েছে। কয়েকটি ইজারার ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট নিয়ম মানা হয়নি এবং বিভিন্ন টেন্ডার প্রক্রিয়া নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে বলে বিজেপির অভিযোগ। বিজেপির বীরভূম সাংগঠনিক জেলা সভাপতি উদয়শঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'কেন ইস্তফা দিয়েছেন সেটা কাজল শেখই বলতে পারবেন। তবে জেলা পরিষদকে দুর্নীতির আখড়া করে দিয়েছিলেন। কেন্দ্রীয় অডিট টিম কীভাবে বেআইনি কাজ হয়েছে, তা পর্যবেক্ষণ দিয়েছে। নানুরের রাস্তার টেন্ডার-সহ সব কিছুর তদন্ত হবে। ওনার দলের লোকেরাই ওনার বিরুদ্ধে অনাস্থা এনেছিলেন। ভোটাভুটির আগেই ইস্তফা দিয়েছেন। তবে ইস্তফা দিয়ে পার পেয়ে যাবেন, এমনটা ভাবার কারণ নেই। রাজ্যে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা হয়েছে। আইন অনুযায়ীই ব্যবস্থা হবে।' অন্যদিকে সিপিআইএমের বীরভূম জেলা সম্পাদক গৌতম ঘোষের দাবী, গোটা বিষয়টির পিছনে রাজনৈতিক সমঝোতা রয়েছে। তাঁর কথায়, 'সবটাই একটা গটাপ কেস। কাজল শেখ তো ঋতব্রত তৃণমূল। তাই হয়তো বোঝাপড়া করে ইস্তফা দিয়েছেন। কেষ্টকে খুশি রাখতে ওর অনুগামীকে বসানো হতে পারে এবং পুরোটাই গণতান্ত্রিক পদ্ধতিকে না মেনেই। এই সিদ্ধান্তের ফলে গণতন্ত্র নষ্ট হচ্ছে, বিজেপি জেলা পরিষদকে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে আনতে চাইছে।'

এদিকে কাজল শেখের পদত্যাগের পর বীরভূম জেলা পরিষদের পরবর্তী সভাধিপতি কে হবেন, তা নিয়েও শুরু হয়েছে জল্পনা। সূত্রের খবর, প্রাক্তন সভাধিপতির কাছ থেকে সমস্ত নথি ও দায়িত্ব বুঝে নেওয়ার পর জেলা প্রশাসন জেলা পরিষদের সদস্যদের নিয়ে বৈঠক ডাকতে পারে। প্রয়োজনে সভাধিপতি নির্বাচনের জন্য ভোটাভুটিও হতে পারে। তবে একটি বিষয় স্পষ্ট জেলা পরিষদ নিজেদের দখলে রাখতে বিজেপি এমন একজন সদস্যকে সভাধিপতি করবে যিনি বিজেপির কথায় জেলা পরিষদ চালাবেন। এখন দেখার, রাজনৈতিক সমীকরণের মধ্যে বীরভূম জেলা পরিষদ কত দ্রুত নতুন সভাধিপতি পায় এবং তার ফলে জেলা পরিষদের কাজ কতটা স্বাভাবিক হয়।

শিলাবতীর জলস্রোতে ভাঙল ঘাটালের ভাসা পোল

নিজস্ব প্রতিবেদন, পশ্চিম মেদিনীপুর: শিলাবতী নদীর জলস্তর বৃদ্ধি ও প্রবল স্রোতের জেরে ভেঙে গেল ঘাটালের ঐতিহ্যবাহী ভাসা পোল। ভাসা পোল ভেঙে যাওয়ায় নদীর দুই পাড়ের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। প্রতিদিন প্রায় কয়েক

হাজার মানুষ এই ভাসা পোল দিয়ে যাতায়াত করতেন। শিলাবতী নদীর উপর থাকা বাঁশের সাঁকোটি জলের তোড়ে ভেঙে ভাসা পোলে আটকে যায়। পাশাপাশি নদীতে ভেসে আসা পানার চাপে ভাসা পোলের দুটি নৌকা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে ভেসে চলে যায়। নৌকার উপর পাটাতন ফেলে তৈরি করা হয়েছিল এই ভাসা পোল। জলস্তর বৃদ্ধি ও প্রবল স্রোতের কারণে দুটি নৌকা সরে যাওয়ায় ভেঙে যায় পোলের সংযোগ। ফলে নদী পারাপারে সমস্যায় পড়েছেন দুই পাড়ের বাসিন্দারা। যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে চরম ভোগান্তির মুখে পড়েছেন স্থানীয় মানুষ।

NAV RATAN CO-OPERATIVE HOUSING SOCIETY LIMITED
(Registered under the West Bengal Co-operative Societies act XL of 2006)
[Registration No. 134/RTAH/MIG of 2006 Dated 18.07.2006]
Registered address: 4, Jatin Das Road, P.O. Sarat Bose Road, P.S. Tollygunge, Kolkata-700029.

Ref... Date:...

Election to the Board of Directors of the society is going to take place at the Co-operation Directorate, RATH Cell, WBHIDCO BHAWAN (Ground Floor) on **21.09.2026, 12.00 p.m.**

Name of Members	Father's/Husband's Name	Serial No.	Admission Date
Ajay Agarwal	S/o,Santosh Kumar Agarwal	1	18.07.2006
Tania Bhattacharya & Ranjana Bhattacharya	D/O,Partha Bhattacharya & D/O,Santosh Kumar Moitra	11	20.10.2022
Deepa Kumari	W/O, Anup Kumar	12	20.10.2022
Subhasish Paul & Aditi Basak	S/O, Jatindra Chandra Paul & W/O, Subhasish Paul	13	24.02.2023
Sourav Gupta & Debjani Mukherjee	S/o, Susanta Kumar Gupta & W/O, Sourav Gupta	14	24.05.2023
Aritra Guha	S/o, Utpal Kanti Guha	15	04.09.2024
Kimshuk Khamrai	S/o, Gopal Chandra Khamrai	16	10.10.2024
Sayani Sarkar	D/o, Swadesh Sarkar	17	16.02.2025

If anybody has objection can file objection on or before 25.08.2026 in any official day under Govt. of W.B. at WBHIDCO BHAWAN (Ground Floor) between 12 Noon-5.00P.M. before Gouranga Sengupta, CDO, Cooperation Directorate, RATH Cell & Assistant Returning Officer, NAV RATAN Co-operative Housing Society Ltd.

BY ORDER
GOURANGA SENGUPTA
CDO & ARO, GAGAN KUNJ CHS LTD.

একাধিক হোটেলে অগ্নিনিরাপত্তার বেহাল দশা, নোটিশ জারি দমকলের

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: কলকাতা ও তারাপীঠের ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে একের পর এক প্রাণহানির পরও কি হুঁশ ফেরেনি? দুর্গাপুরের একাধিক হোটেলে অগ্নিনিরাপত্তার চিত্র সামনে আসতেই উঠছে সেই প্রশ্ন। বৃহস্পতিবার সকালে বেনাচিতি এলাকায় দমকলের অভিযানে একাধিক হোটেলে ধরা পড়ল নিরাপত্তা ব্যবস্থার গলদ। কোথাও নেই পর্যাপ্ত অগ্নিনির্বাপক সরঞ্জাম, কোথাও আবার বিকল্প বেরোনোর পথই নেই। কোথাও অচল বা মেয়াদোত্তীর্ণ অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র, কোথাও নেই ফায়ার স্প্রিংকলার। এমনকি কয়েকটি হোটেলে প্রয়োজনীয় ফায়ার-লাইন বা পাইপলাইনও নেই বলে দমকল সূত্রে খবর। শুধু তাই নয়, অগ্নিকাণ্ডের মতো জরুরি পরিস্থিতিতে দমকলের গাড়ি ঢোকার মতো পর্যাপ্ত রাস্তা নেই,

এমন ছবিও সামনে এসেছে কয়েকটি হোটেলে। ফলে কোনও হোটেলে আগুন লাগলে বিপর্যয় কতটা ভয়াবহ আকার নিতে পারে, তা নিয়ে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। কলকাতা ও তারাপীঠের সাম্প্রতিক অগ্নিকাণ্ডের পরই নড়েচড়ে বসেছে প্রশাসন। তারই জেরে বৃহস্পতিবার সকাল থেকে বেনাচিতির একাধিক হোটেলে অভিযান চালায় দমকল বিভাগ। হোটেলগুলির অগ্নিনিরাপত্তা ব্যবস্থা খতিয়ে দেখতে গিয়ে বেশ কিছু ক্ষেত্রে গুরুতর ত্রুটি নজরে আসে বলে দমকল সূত্রে জানা গিয়েছে। অভিযোগ, কয়েকটি হোটেলে অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র থাকলেও তার মেয়াদ ইতিমধ্যেই পেরিয়ে গিয়েছে। কোথাও প্রয়োজনের তুলনায় অগ্নিনির্বাপক সরঞ্জাম কম, আবার কোথাও জরুরি পরিস্থিতিতে অতিথিদের বের করে আনার বিকল্প পথেরই ব্যবস্থা নেই। অগ্নিনিরাপত্তার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থা ফায়ার স্প্রিংকলারও বেশ কিছু হোটেলে অনুপস্থিত বলে জানা গিয়েছে। অভিযানের পর গাফিলতি ধরা পড়া একাধিক হোটেল কর্তৃপক্ষকে নোটিশ দিয়েছে দমকল বিভাগ। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অগ্নিনিরাপত্তার ঘাটতি পূরণ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলে সূত্রের খবর। শহরের ব্যস্ত বেনাচিতি এলাকায় একাধিক হোটেলে এমন চিত্র সামনে আসায় স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন উঠছে, আগুন লাগার পর ব্যবস্থা নয়, আগেই কি নিরাপত্তার ঘাটতি মেরামত করা হবে? দমকলের এই অভিযান সেই প্রশ্নই ফের সামনে এনে দিল।

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
INFORMATION WANTED

This is the photograph of **Sunita Laha**, Husband's Name - **Bidyut Laha**, of Takhla, PS - Krishnaganj, Dist - Nadia. Who has been missing since 11.05.2026, at about 10.00 hrs, Residential area under Krishnaganj PS. Description of this Missing person is: **Age** - 26 Years (Approx), **Height** - 5 Feet 3 Inch (Approx), **Complexion** - Fair, **Wearing** - Black churidar & Black Pant, **Language** - Bengali. Please Contact Officer in Charge, Missing Persons Bureau, C.I.D. West Bengal, Bhabani Bhaban, Kolkata-700027. Ph. No.-033-24506120.

ICA-D 1296(3)/2026

জামুড়িয়া বিডিও অফিসে বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, জামুড়িয়া: যোগ্য হয়েও অন্নপূর্ণা ভান্ডার প্রকল্পের টাকা মিলছে না এই অভিযোগে জামুড়িয়া বিডিও অফিসে বিক্ষোভ দেখালেন স্থানীয় মহিলারা ও তাঁদের পরিবারের সদস্যরা। প্রায় এক ঘণ্টা ধরে চলা বিক্ষোভকে ঘিরে প্রশাসনিক দপ্তর চত্বরে উত্তেজনা ছড়ায়। পরিস্থিতি সামাল দিতে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় কেন্দা ফাঁড়ির পুলিশ। বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, অনেক যোগ্য মহিলার অ্যাকাউন্টে এখনও অন্নপূর্ণা ভান্ডার প্রকল্পের টাকা ঢোকেনি। আবার যাঁরা আগের মাসে প্রকল্পের টাকা পেয়েছিলেন, চলতি মাসে তাঁরাও টাকা পাননি। তাঁদের প্রশ্ন, যোগ্য হওয়া সত্ত্বেও কেন তাঁরা সরকারি প্রকল্পের সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন? একইসঙ্গে তাঁদের দাবি, অযোগ্য ব্যক্তিদের একাংশ কীভাবে এই প্রকল্পের সুবিধা পাচ্ছেন, তা নিয়েও প্রশাসনের জবাবদিহি প্রয়োজন। এখানেই শেষ নয়, বিডিও অফিসের তরফে করা ভেরিফিকেশন নিয়েও সরব হন বিক্ষোভকারীরা। তাঁদের অভিযোগ, প্রকৃত যোগ্যদের বাদ দিয়ে যদি অযোগ্যরা সুবিধা পান, তাহলে যাচাই প্রক্রিয়াতেই গলদ রয়েছে। গোটা বিষয়টি প্রশাসনকে দ্রুত খতিয়ে দেখে প্রকৃত উপভোক্তাদের টাকা নিশ্চিত করার দাবি জানান তাঁরা। বিক্ষোভের খবর পেয়ে কেন্দা ফাঁড়ির আধিকারিকরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে কথা বলেন। পরে জয়েন্ট বিডিও তাঁদের সঙ্গে আলোচনা করেন এবং অভিযোগের বিষয়টি খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দেন। প্রশাসনের আশ্বাসের পর অবশেষে বিক্ষোভ তুলে নেন মহিলারা ও তাঁদের পরিবারের সদস্যরা। তবে অন্নপূর্ণা ভাণ্ডারের টাকা নিয়ে ক্ষোভ যে এখনও পুরোপুরি মেটেনি, এ দিনের বিক্ষোভে তারই স্পষ্ট ইঙ্গিত মিলল।

মেলেনি অন্নপূর্ণা

গুসকরা পৌরসভায় মহিলাদের বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: অন্নপূর্ণা ভান্ডারের টাকা না পেয়ে তৃণমূল পরিচালিত গুসকরা পুরসভার চেয়ারম্যান-সহ আধিকারিকদের ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখালেন উপভোক্তারা। পৌরসভা সূত্রে জানা গিয়েছে গুসকরা পৌরসভা এলাকায় প্রায় ৮৫০০ জন মহিলা আবেদন করেছিলেন। রাজ্যের স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী সুমনা সরকার নবান্নে সাংবাদিক বৈঠকে জানান, অগস্টে অন্নপূর্ণা যোজনায় ১ কোটি ৪৫ লক্ষ মহিলা টাকা পাচ্ছেন। সোমবার থেকে যোগ্য মহিলাদের অ্যাকাউন্টে টাকা পাঠানো শুরু হয়েছে। আগামী ২০ অগস্ট পর্যন্ত মহিলাদের অ্যাকাউন্টে টাকা ঢুকবে। এদিন গুসকরা শহরের কয়েকশো মহিলার একাউন্টে অন্নপূর্ণা ভান্ডারের তিন হাজার টাকা না ঢোকায় সকাল থেকে পুরসভায় জমায়েত হতে শুরু করে মহিলারা। পুর আধিকারীদের ঘেরাও করে দফায় দফায় বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন তারা। খবর পেয়ে গুসকরা ফাঁড়ির পুলিশ পৌঁছে দু পক্ষের সাথে কথা বলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। মহিলাদের অভিযোগ, তারা বিজেপিকে ভোট দিয়ে রাজ্যে পরিবর্তন এনেছেন। আশা ছিল সব মহিলারা মাসে ৩ হাজার টাকা করে পাবেন। একই পাড়ার দুজন পাচ্ছে তো ১০ জন পায় নি। এই বিষয়ে তারা যোগ্য হয়ে না পাওয়ায় অপমানিত বোধ করছেন। তারা সকলেই ফর্ম ফিলাপ করে জমা দিয়েছিলেন, কিন্তু এখনো কিছুই পান নি। কেন টাকা পাচ্ছেন না তা কিছুই জানেন না তারা। পৌরসভার এসেও কোনো সুরাহা মিলছে না। তাই বাধ্য হয়েই তারা বিক্ষোভে নেমেছেন। অন্যান্যদের মত তারাও অন্নপূর্ণা ভান্ডার না পেলে আগামীদিনে তারা বৃহত্তর আন্দোলনে নামবেন বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন।

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
INFORMATION WANTED

This is the photograph of **Subhasree Das**, Father's Name - **Apurba Das**, of 127, Hare Krishna Pally, A.K. Mukherjee Road, Kol - 90, Who has been missing since 22.07.2026, at about 17.30 hrs. Residential area under Baranagar PS. Description of this Missing person is: Age - 16 Years (Approx), **Height** - 5 Feet (Approx), **Complexion** - Sallow, **Wearing** - Yellow Kurti & Black pant, **Language** - Bengali. Please Contact Officer in Charge, Missing Persons Bureau, C.I.D., West Bengal, Bhabani Bhaban, Kolkata-700027, Ph. No.-033-24506120.

ICA-D 1300(3)/2026

প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের আমন্ত্রণ

বাংলার চার যুবকের লালকেল্লায় ডাক

নিজস্ব প্রতিবেদন, পশ্চিম বর্ধমান: স্বাধীনতা দিবসের জাতীয় অনুষ্ঠানে লালকেল্লায় বাংলার চার স্বেচ্ছাসেবক। স্বাধীনতা দিবস ২০২৬-এ বাংলার জন্য এল এক গর্বের মুহূর্ত। ১৫ আগস্ট দিল্লির ঐতিহাসিক লালকেল্লায় আয়োজিত জাতীয় স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানে পশ্চিমবঙ্গের চার তরুণ স্বেচ্ছাসেবক দার্জিলিংয়ের অনুপ বিশ্বাস, পশ্চিম বর্ধমানের কৃষ্ণচন্দ্র পাল, নদিয়ার বিদ্যুৎ রায় এবং মুর্শিদাবাদের ইসব আলি উপস্থিত থেকে দেশের ঐতিহাসিক মুহূর্তের সাক্ষী হলেন। সমাজসেবা, যুবসমাজের সঙ্গে কাজ এবং বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক কর্মকাণ্ডে দীর্ঘদিনের সক্রিয়তার স্বীকৃতি হিসেবেই তাঁদের এই জাতীয় অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানানো হয় বলে জানা গেছে। সমাজসেবী পল্লব বিশ্বাস ও অনুপ বিশ্বাসের নেতৃত্বাধীন যুব নেটওয়ার্কের সঙ্গে যুক্ত এই চার তরুণ পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় স্বেচ্ছাসেবামূলক কাজে অংশ নিয়ে আসছেন। ভারত সরকারের প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের আমন্ত্রণে তাঁরা লালকেল্লায় উপস্থিত হন। স্বাধীনতা দিবসের পাশাপাশি 'বন্দে মাতরম্'-এর ১৫০ বছর পূর্তির বিশেষ আবহে লালকেল্লায় জাতীয় উদযাপনের সাক্ষী হওয়ার অভিজ্ঞতা তাঁদের কাছে হয়ে উঠেছে স্মরণীয়। চার যুবকের এই উপস্থিতি শুধু তাঁদের ব্যক্তিগত সম্মান নয়, বাংলার যুবসমাজের সামাজিক দায়বদ্ধতা ও স্বেচ্ছাসেবামূলক কাজেরও এক গর্বের স্বীকৃতি।

"ফর্ম নং আইএনসি-২৬"
[কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলস, ২০১৪-এর বিধি ৩০ অনুসারে]
এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে কোম্পানির নিবন্ধিত কার্যালয় স্থানান্তরের জন্য সংবাদপত্রে প্রকাশের বিজ্ঞাপন
কেন্দ্রীয় সরকার, ইস্টার্ন রিজিওন সমীপে
কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ধারা ১৩-এর উপ-ধারা (৪) এবং কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলস, ২০১৪-এর বিধি ৩০-এর উপ-বিধি (৫)-এর ক্লজ (ক)-এর বিষয়ে
এবং
রাধেশ্যাম হোল্ডিংস অ্যান্ড এস্টেটস প্রাইভেট লিমিটেড
রেজিস্টার্ড অফিস : কট ইয়ার্ন সিন্ডিকেট ১১শ ফ্লোর ৬৬ পাথুরিয়া ঘাট স্ট্রিট বড় বাজার কলকাতা পশ্চিমবঙ্গ-৭০০০০৬ সম্পর্কিত
... আবেদনকারী

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া যাচ্ছে যে, কোম্পানি **সোমবার, ১ জুন, ২০২৬** তারিখে অনুষ্ঠিত অতিরিক্ত সাধারণ সভায় গৃহীত বিশেষ রেজোলিউশনের শর্তাবলী অনুসারে কোম্পানির মেমোরেন্ডাম অফ অ্যাসোসিয়েশন-এর পরিবর্তনের নিশ্চিতকরণ চেয়ে কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ধারা ১৩-এর অধীনে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আবেদন করার প্রস্তাব করেছে, যাতে কোম্পানি তার নিবন্ধিত কার্যালয় **"পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য" থেকে "জাতীয় রাজধানী দিল্লি"** -তে স্থানান্তর করতে পারে।

কোম্পানির নিবন্ধিত কার্যালয়ের প্রস্তাবিত স্থানান্তরের দ্বারা যে কোনো ব্যক্তির স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হওয়ার সম্ভাবনা থাকলে, তিনি এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে চোদ্দো দিনের মধ্যে **এমসিএ-২১ পোর্টালে (www.mca.gov.in) ইনভেস্টর কমপ্লেন্ট ফর্ম পূরণ করে** অথবা তাঁর আপত্তি হলফনামা সহ যাতে তাঁর স্বার্থের প্রকৃতি এবং আপত্তির কারণ উল্লেখ থাকে, তা রিজিওনাল ডিরেক্টর-কে নিম্নলিখিত ঠিকানায় অফিস অফ দ্য **রিজিওনাল ডিরেক্টর (ইস্টার্ন রিজিওন), কর্পোরেট ভবন, ৬ষ্ঠ ফ্লোর, প্লট নং IIIF/১৬, AA-IIIF, রাজারহাট নিউ টাউন, আকন্দকেশরী কলকাতা-৭০০১৩৫**-এ নিবন্ধিত ডাকযোগে পাঠাতে পারেন বা পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করতে পারেন এবং এর একটি অনুলিপি আবেদনকারী কোম্পানির নিচে উল্লিখিত ঠিকানায় নিবন্ধিত কার্যালয়ে পাঠাতে হবে :

নিবন্ধিত কার্যালয় : কট ইয়ার্ন সিন্ডিকেট ১১শ ফ্লোর ৬৬ পাথুরিয়া ঘাট স্ট্রিট বড় বাজার কলকাতা পব-৭০০০০৬,

আবেদনকারীর পক্ষে
রাধেশ্যাম হোল্ডিংস অ্যান্ড এস্টেটস প্রাইভেট লিমিটেড এর পক্ষে
স্বা/-
প্রভাত কুমার বুবনা
ডিরেক্টর
ডিআইএন : ০১৪৪২৮৬১

তারিখ : ২১.০৮.২০২৬
স্থান : কলকাতা

Kothari Group

গিল্যান্ডার্স আর্বুথনট অ্যান্ড কোম্পানি লিমিটেড
নিবন্ধিত কার্যালয় : সি-৪, গিল্যান্ডার হাউস, নেতাজী সুভাষ রোড, কলকাতা-৭০০০০১
CIN : L51909WB1935PLC008194, **ওয়েবসাইট :** www.gillandersarbuthnot.com
ফোন : ০৩৩-২২৩০ ২৩৩১, **ফ্যাক্স :** ০৩৩-২২৩০ ৪১৮৫
ই-মেইল : secretarial@gillandersarbuthnot.com

শেয়ারহোল্ডারদের প্রতি ২য় সতর্ককরণ

ফিজিক্যাল সিকিউরিটিজের হস্তান্তর এবং ডিম্যাটেরিয়ালাইজেশনের জন্য স্পেশাল উইন্ডো সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

আমাদের পূর্ববর্তী ঘোষণার ধারাবাহিকতায় এবং ৩০ জানুয়ারি, ২০২৬ তারিখের সেবি সার্কুলার নং HO/38/13/11(2)2026-MIRSD-POD/I/3750/2026 অনুসারে, কোম্পানির শেয়ারহোল্ডারদের এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, ১ এপ্রিল, ২০১৯-এর আগে বিক্রিত বা ক্রয়কৃত ফিজিক্যাল সিকিউরিটিজের হস্তান্তর এবং ডিম্যাটেরিয়ালাইজেশনের জন্য ০৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ থেকে ০৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২৭ পর্যন্ত একটি স্পেশাল উইন্ডো খোলা হয়েছে। স্পেশাল উইন্ডোটি হস্তান্তরের সেই সমস্ত অনুরোধের জন্যও উপলব্ধ থাকবে যা আগে জমা দেওয়া হয়েছিল এবং নথিপত্র/প্রক্রিয়ায় ঘাটতি বা অন্য কোনো কারণে প্রত্যাখ্যাত/ফেরত দেওয়া বা প্রক্রিয়া করা হয়নি।

যে সমস্ত শেয়ারহোল্ডার এই সুযোগটি গ্রহণ করতে ইচ্ছুক, তাদের আমাদের রেজিস্ট্রার অ্যান্ড শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট (আরটিএ), মেসার্স মহেশ্বরী ডাটাম্যাটিক্স প্রাইভেট লিমিটেড-এর সাথে **contact@mdplcorporate.com**-এ যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। যোগাযোগ নং - ০৩৩ ২২৪৮২২৪৮ ইউনিট : গিল্যান্ডার্স ২৩, আর.এন. মুখার্জী রোড, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ ৭০০০০১ অথবা কোম্পানির সাথে **secretarial@gillandersarbuthnot.com**-এ যোগাযোগ করতে পারেন।

এইভাবে হস্তান্তরিত সিকিউরিটিজগুলি ট্রান্সফারির কাছে বাধ্যতামূলকভাবে শুধুমাত্র ডিম্যাট মোডে ক্রেডিট করা হবে এবং হস্তান্তরের নিবন্ধনের তারিখ থেকে এক বছরের জন্য লক-ইন অবস্থায় থাকবে। উক্ত লক-ইন পিরিয়ডে এই ধরনের সিকিউরিটিজ হস্তান্তর/লিয়েন-চিহ্নিত /বন্ধক রাখা যাবে না।

এই স্পেশাল উইন্ডো খোলার বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য দিয়ে কোম্পানির ওয়েবসাইট, **www.gillandersarbuthnot.com** আপডেট করা হয়েছে এবং আরও কোনো আপডেট থাকলে তা সেখানে আপলোড করা হবে।

গিল্যান্ডার্স আর্বুথনট অ্যান্ড কোম্পানি লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/-
নেহা সিং
কোম্পানি সেক্রেটারি ও কমপ্লায়েন্স অফিসার
(FCS 10596)

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ২০ আগস্ট, ২০২৬

লাডলো জুট অ্যান্ড স্পেশালিটিজ লিমিটেড
নিবন্ধিত কার্যালয় : কাঁকারিয়া এস্টেট, ৫ম ফ্লোর, ৬ লিটল রাসেল স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০ ০৭১, ভারত **CIN : L65993WB1979PLC032394** ফোন ৯১-৩৩-২২৮৮-০০৬৪
ই-মেইল : info@ludlowjute.com **ওয়েবসাইট :** www.ludlowjute.com

সদস্যদের প্রতি ৪৭তম বার্ষিক সাধারণ সভা এবং ই-ভোটিং তথ্য সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া যাচ্ছে যে, লাডলো জুট অ্যান্ড স্পেশালিটিজ লি. ("কোম্পানি")-এর সদস্যদের **৪৭তম বার্ষিক সাধারণ সভা ("এজিএম")** ১২ আগস্ট, ২০২৬ তারিখের এজিএম বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত বিষয়াদি সম্পাদনের জন্য কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং সিকিউরিটিজ এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া কর্তৃক জারি করা প্রযোজ্য সার্কুলার মেনে আগামী **শুক্রবার, ১১ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে সকাল ১১.৩০ টায় (আইএসটি)** শুধুমাত্র ভিডিও কনফারেন্সিং ("ভিসি")/অন্যান্য অডিও ভিজ্যুয়াল মাধ্যম ("ওএভিএম")-এর মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হবে।

এমসিএ সার্কুলার এবং সেবি সার্কুলার মেনে, ২০২৫-২৬ আর্থিক বছরের (এফওয়াই) বার্ষিক প্রতিবেদন সহ এজিএম বিজ্ঞপ্তি গত বৃহস্পতিবার, ২০ আগস্ট, ২০২৬ তারিখে শুধুমাত্র বৈদ্যুতিন মোডের মাধ্যমে সেই সমস্ত সদস্যদের পাঠানো হয়েছে যাদের ই-মেইল ঠিকানা কোম্পানি/ডিপোজিটরি পার্টিসিপেন্টস (ডিপি)/রেজিস্ট্রার অ্যান্ড ট্রান্সফার এজেন্ট (আরটিএ)-এর কাছে নিবন্ধিত আছে। আরও, ২০২৫-২৬ আর্থিক বছরের এজিএম বিজ্ঞপ্তি এবং বার্ষিক প্রতিবেদন অ্যাক্সেস করার জন্য একটি ওয়েব লিঙ্ক প্রদানকারী একটি চিঠি সেই সমস্ত সদস্যদের পাঠানো হয়েছে যারা তাদের ই-মেইল ঠিকানা নিবন্ধন করেননি।

২০২৫-২৬ আর্থিক বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন সহ এজিএম বিজ্ঞপ্তি কোম্পানির ওয়েবসাইট www.ludlowjute.com-এ এবং স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট অর্থাৎ বিএসই লিমিটেড-এর www.bseindia.com-এও উপলব্ধ রয়েছে। এজিএম বিজ্ঞপ্তি ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড (এনএসডিএল)-এর ওয়েবসাইট অর্থাৎ www.evoting.nsdl.com-এও উপলব্ধ রয়েছে।

এজিএম বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত সমস্ত নথিপত্র এজিএম বিজ্ঞপ্তিতে নির্দিষ্ট করা পদ্ধতিতে info@ludlowjute.com-এ কোম্পানির কাছে অনুরোধ প্রাপ্তির পর বৈদ্যুতিন মোডের মাধ্যমে পরিদর্শনের জন্য উপলব্ধ করা হবে।

কোম্পানি তার সদস্যদের এজিএম-এ পাস করার প্রস্তাবিত রেজোলিউশনগুলির ওপর বৈদ্যুতিন উপায়ে ভোট দেওয়ার জন্য রিমোট ই-ভোটিং সিস্টেমের পাশাপাশি এজিএম-এ ই-ভোটিং ব্যবহার করে ই-ভোটিংয়ের সুবিধা প্রদান করতে পেরে আনন্দিত। কোম্পানি শেয়ারহোল্ডারদের ই-ভোটিং সুবিধা প্রদানের জন্য ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড (এনএসডিএল)-এর পরিষেবা নিযুক্ত করেছে। রিমোট ই-ভোটিংয়ের পাশাপাশি সভার সময় ই-ভোটিং সিস্টেমের মাধ্যমে ভোট দেওয়ার পদ্ধতি এবং নির্দেশাবলী বিজ্ঞপ্তিতে প্রদান করা হয়েছে। এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে থাকা সমস্ত বিষয়াদি এনএসডিএল দ্বারা প্রদত্ত ই-ভোটিং সুবিধার মাধ্যমে সম্পাদিত হতে পারে।

কোম্পানি কাট-অফ তারিখ অর্থাৎ শুক্রবার, ৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে শেয়ার ধারণকারী তার সমস্ত সদস্যদের এজিএম বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত বিষয়াদি সম্পাদনের জন্য বৈদ্যুতিন উপায়ে ('রিমোট ই-ভোটিং') ভোট দেওয়ার অধিকার প্রয়োগ করার সুবিধা প্রদান করতে পেরে আনন্দিত। সদস্যদের ভোটাধিকার কাট-অফ তারিখ অর্থাৎ ৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৬-এ তাদের ধারণকৃত ইক্যুইটি শেয়ারের সংখ্যার অনুপাতে হবে। রিমোট ই-ভোটিং পিরিয়ড মঙ্গলবার, ৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ সকাল ৯ টায় শুরু হবে এবং বৃহস্পতিবার, ১০ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ বিকেল ৫টায় শেষ হবে। রিমোট ই-ভোটিং মডিউলটি এনএসডিএল দ্বারা বৃহস্পতিবার, ১০ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ বিকেল ৫টার পরে ভোট দেওয়ার জন্য নিষ্ক্রিয় করা হবে এবং তারপরে কোনো ই-ভোটিং করার অনুমতি দেওয়া হবে না। কোম্পানির রেজিস্টার অফ মেম্বারস এবং শেয়ার ট্রান্সফার বুকস শনিবার, ৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ থেকে শুক্রবার, ১১ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ (উভয় দিন অন্তর্ভুক্ত) পর্যন্ত বন্ধ থাকবে।

এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি পাঠানোর পরে যে সদস্যরা শেয়ার অর্জন করেছেন এবং কাট-অফ তারিখে শেয়ার ধারণ করেছেন, তারা বৈদ্যুতিন উপায়ে তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগের জন্য ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড ইস্যু করার অনুরোধ evoting@nsdl.co.in, info@ludlowjute.com-এ পাঠিয়ে এনএসডিএল/কোম্পানির সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। তবে, কোনো ব্যক্তি যদি ই-ভোটিংয়ের জন্য ইতিমধ্যেই এনএসডিএল-এর কাছে নিবন্ধিত থাকেন, তবে বিদ্যমান ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড ভোট দেওয়ার জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে, বিকল্পভাবে, আপনি যদি এনএসডিএল ই-পরিষেবা অর্থাৎ IDEAS-এর জন্য নিবন্ধিত হন, তবে আপনি আপনার বিদ্যমান IDEAS লগইন দিয়ে https//eservices.nsdl.com-এ লগইন করতে পারেন এবং ই-ভোটিং ওয়েবপেজ অ্যাক্সেস করতে পারেন।

বার্ষিক প্রতিবেদনের সাথে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে ই-ভোটিংয়ের পদ্ধতি সম্বলিত এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি কোম্পানির ওয়েবসাইট www.ludlowjute.com-এ উপলব্ধ রয়েছে এবং স্টক এক্সচেঞ্জেও পাঠানো হয়েছে যেখানে কোম্পানির ইক্যুইটি শেয়ার তালিকাভুক্ত রয়েছে, যা তাদের ওয়েবসাইট অর্থাৎ www.bseindia.com-এ প্রচার করতে সক্ষম করে। বিজ্ঞপ্তিটি এনএসডিএল-এর ই-ভোটিং ওয়েবসাইট https//www.evoting.nsdl.com-এও উপলব্ধ থাকবে।

ই-ভোটিং সংক্রান্ত কোনো জিজ্ঞাসা/অভিযোগের ক্ষেত্রে, সদস্যরা এনএসডিএল-এর ই-ভোটিং ওয়েবসাইটের 'ডাউনলোড' বিভাগের অধীনে উপলব্ধ শেয়ারহোল্ডারদের জন্য সচরাচর জিজ্ঞাস্য প্রশ্নাবলী (এফএকিউএস) এবং ই-ভোটিং ইউজার ম্যানুয়াল দেখতে পারেন, অর্থাৎ www.evoting.nsdl.com অথবা ০২২-৪৮৮৬ ৭০০০ নম্বরে কল করতে পারেন অথবা শ্রী প্রীতম দত্ত, অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার-এনএসডিএল-এর সাথে ই-মেইল আইডি pritamd@nsdl.com/evoting@nsdl.co.in-এ যোগাযোগ করতে পারেন অথবা এনএসডিএল, ৪র্থ ফ্লোর, 'এ' উইং, ট্রেড ওয়ার্ল্ড, কমলা মিলস কম্পাউন্ড, সেনাপতি বাপত মার্গ, লোয়ার পারেল, মুম্বাই ৪০০ ০১৩-এ যোগাযোগ করতে পারেন। সিডিএসএল -এর সাথে ডিম্যাট মোডে সিকিউরিটিজ ধারণকারী সদস্যরা টোল ফ্রি নং ১৮০০-২১-০৯৯১১-এ বা ই-মেইল আইডি helpdesk.evoting@cdslindia.com-এ যোগাযোগ করতে পারেন। সদস্যরা এই বিষয়ে কোম্পানির নিবন্ধিত কার্যালয়ে নিম্নস্বাক্ষরকারীর কাছে লিখতে পারেন বা info@ludlowjute.com-এ ইমেইল করতে পারেন।

৪৭তম এজিএম সমাপ্ত হওয়ার পর দুই কার্যদিবস বা তিন ক্যালেন্ডার দিনের মধ্যে, যেটি আগে হবে, ভোটিংয়ের ফলাফল ঘোষণা করা হবে। স্ক্রুটিনাইজার্স রিপোর্ট সহ ঘোষিত ফলাফল অবিলম্বে কোম্পানির ওয়েবসাইট www.ludlowjute.com-এ এবং এনএসডিএল-এর ই-ভোটিং ওয়েবসাইট www.evoting.nsdl.com-এ উপলব্ধ হবে। কোম্পানির দ্বারা উক্ত ফলাফলগুলি বিএসই লিমিটেড-এও পাঠানো হবে, যেখানে কোম্পানির শেয়ারগুলি তালিকাভুক্ত রয়েছে।

লাডলো জুট অ্যান্ড স্পেশালিটিজ লি.-এর পক্ষে
স্বা/-
নেহা জৈন
কোম্পানি সেক্রেটারি

কলকাতা, ২১ আগস্ট, ২০২৬

ফর্ম জি
কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গে রিয়েল এস্টেট কার্যকলাপে পরিচালনাকারী
সাকেত প্রোমোটারস লিমিটেড-এর জন্য আগ্রহ প্রকাশের আমন্ত্রণ
(ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (কর্পোরেট ব্যক্তিদের জন্য ইনসলভেন্সি রেজোলিউশন প্রক্রিয়া) রেগুলেশনস, ২০১৬-এর রেগুলেশন ৩৬এ(১)-এর অধীনে)

নং	সংশ্লিষ্ট বিবরণ	
১.	কর্পোরেট ঋণগ্রহীতার নাম এবং প্যান ও সিআইএন /এলএলপি নং	সাকেত প্রোমোটারস লিমিটেড PAN : AAHCS8974M CIN : U45201WB2003PLC097210
২.	নিবন্ধিত কার্যালয়ের ঠিকানা	৪৬, বি.বি. গাঙ্গুলী স্ট্রিট, ১ম ফ্লোর, কলকাতা-৭০০০১২ পশ্চিমবঙ্গ
৩.	ওয়েবসাইটের ইউআরএল	উপলব্ধ নয়
৪.	অধিকাংশ স্থায়ী সম্পদ যেখানে অবস্থিত সেই স্থানের বিবরণ	সাকেত পার্ল, ৮, মট লেন, যানবাজার, তালতলা, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০০১৩
৫.	প্রধান পণ্য/পরিষেবার ইনস্টল করা ক্ষমতা	রেসিডেন্সিয়াল ফ্ল্যাট (সংখ্যা)-১৫৩ (সব বিক্রি হয়ে গেছে) দ্রষ্টব্য সিডি-এর কাছ থেকে বিবরণ অমীমাংসিত; প্রাপ্তির পর আপডেট করা হবে।
৬.	গত আর্থিক বছরে বিক্রিত প্রধান পণ্য/ পরিষেবার পরিমাণ এবং মূল্য	১০,৬৭,০৭,৭০০ টাকা (২০২৩-২৪ আর্থিক বছরের সর্বশেষ নিরীক্ষিত আর্থিক বিবৃতি অনুযায়ী)
৭.	কর্মচারী/শ্রমিকের সংখ্যা	শূন্য [দ্রষ্টব্য সিডি -এর কাছ থেকে বিবরণ অমীমাংসিত; প্রাপ্তির পর আপডেট করা হবে]
৮.	দুই বছরের সর্বশেষ উপলব্ধ আর্থিক বিবৃতি (তফসিল সহ), পাওনাদারদের তালিকা সহ আরও বিশদ বিবরণ এই ইউআরএল-এ উপলব্ধ	আমাদের ই-মেইল করুন **cirp.saketpromoters@gmail.com**
৯.	কোডের ধারা ২৫(২)(এইচ)-এর অধীনে রেজোলিউশন আবেদনকারীদের যোগ্যতা এই ইউআরএল-এ উপলব্ধ	আমাদের ই-মেইল করুন **cirp.saketpromoters@gmail.com**
১০.	আগ্রহ প্রকাশ প্রাপ্তির শেষ তারিখ	০৫.১০.২০২৬
১১.	সম্ভাব্য রেজোলিউশন আবেদনকারীদের অস্থায়ী তালিকা জারির তারিখ	১৫.১০.২০২৬
১২.	অস্থায়ী তালিকার বিরুদ্ধে আপত্তি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ	২০.১০.২০২৬
১৩.	সম্ভাব্য রেজোলিউশন আবেদনকারীদের চূড়ান্ত তালিকা জারির তারিখ	৩০.১০.২০২৬
১৪.	সম্ভাব্য রেজোলিউশন আবেদনকারীদের কাছে ইনফরমেশন মেমোরেন্ডাম, ইভ্যালুয়েশন ম্যাট্রিক্স এবং রেজোলিউশন প্ল্যানের অনুরোধ জারির তারিখ	০৪.১১.২০২৬
১৫.	রেজোলিউশন প্ল্যান জমা দেওয়ার শেষ তারিখ	০৪.১২.২০২৬
১৬.	আগ্রহ প্রকাশ জমা দেওয়ার প্রসেস ইমেইল আইডি	**cirp.saketpromoters@gmail.com**
১৭.	এমএসএমই হিসাবে কর্পোরেট ঋণগ্রহীতার নিবন্ধনের স্থিতির বিবরণ	স্থিতি উপলব্ধ নয়

স্বা/-
প্রতিম বয়াল
নিবন্ধন নম্বর : IBBI/IPA-003/IPN02013/2018-2019/12385
নিবন্ধিত ঠিকানা : রিসার্জেন্ট রেজোলিউশন প্রফেশনালস এলএলপি, ২/৬ শরৎ বোস রোড, সেন্ট্রাল প্লাজা, ৮ম তল, রুম নং. ৭০৮, কলকাতা-৭০০০২০
সাকেত প্রোমোটারস লিমিটেড-এর পক্ষে

তারিখ : ২১ আগস্ট, ২০২৬
স্থান : কলকাতা

AGI GREENPAC

এজিআই গ্রিনপ্যাক লিমিটেড
CIN : L51433WB1960PLC024539
নিবন্ধিত কার্যালয় : ২, রেড ক্রস প্লেস, কলকাতা ৭০০ ০০১ পশ্চিমবঙ্গ, ভারত
ফোন : +৯১-৩৩-২২৪৮ ৭৪০৭/৫৬৬৮,
ই-মেইল : agiinvestors@agigreenpac.com
ওয়েবসাইট : www.agigreenpac.com

ভিডিও কনফারেন্সিং ('ভিসি')/অন্যান্য অডিও ভিজ্যুয়াল মিনস ('ওএভিএম')-এর মাধ্যমে অনুষ্ঠিতব্য ৬৬তম বার্ষিক সাধারণ সভা সংক্রান্ত তথ্য

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া যাচ্ছে যে, কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর প্রযোজ্য বিধানসমূহ এবং এর অধীনে প্রণীত বিধিমালা, এর সাথে পঠিত কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রণালয় (এমসিএ) কর্তৃক জারি করা ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখের সাধারণ সার্কুলার নং ০৩/২০২৫ এবং এই বিষয়ে এমসিএ কর্তৃক জারি করা পূর্ববর্তী সার্কুলারগুলি (এমসিএ সার্কুলারসমূহ) মেনে কোম্পানির সদস্যদের ৬৬তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) আগামী মঙ্গলবার, ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৬ তারিখে দুপুর ১২.৩০ টায় (আইএসটি) ভিসি/ওএভিএম-এর মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হবে।

উপরোক্ত এমসিএ সার্কুলারসমূহ অনুসারে, ২০২৫-২৬ আর্থিক বছরের কোম্পানির বার্ষিক প্রতিবেদন সহ ৬৬তম এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি শুধুমাত্র বৈদ্যুতিনভাবে সেই সমস্ত সদস্যদের পাঠানো হবে যাদের ই-মেইল ঠিকানা কোম্পানি/রেজিস্ট্রার অ্যান্ড শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট ('আরটিএ')/ ডিপোজিটরি পার্টিসিপেন্টস (ডিপি)-এর কাছে নিবন্ধিত আছে। সদস্যরা শুধুমাত্র সিডিএসএল দ্বারা প্রদত্ত ভিসি/ওএভিএম সুবিধার মাধ্যমেই এজিএম-এ উপস্থিত থাকতে এবং অংশগ্রহণ করতে পারবেন, যার বিশদ বিবরণ কোম্পানির দ্বারা উক্ত এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে প্রদান করা হবে। ভিসি/ওএভিএম-এর মাধ্যমে এজিএম-এ অংশগ্রহণকারী সদস্যদের কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ধারা ১০৩-এর অধীনে কোরাম গণনার উদ্দেশ্যে ধরা হবে।

সদস্যরা এজিএম-এর আগে সিডিএসএল দ্বারা প্রদত্ত রিমোট ই-ভোটিং সুবিধা এবং এজিএম চলাকালীন ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত সমস্ত রেজোলিউশনের ওপর তাদের ভোট দিতে পারবেন, যার পদ্ধতি এবং নির্দেশাবলী এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে প্রদান করা হয়েছে।

এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি, আর্থিক বিবৃতি এবং অন্যান্য সংবিধিবদ্ধ প্রতিবেদন সহ ২০২৫-২৬ আর্থিক বছরের জন্য কোম্পানির ৬৬তম বার্ষিক প্রতিবেদনের ই-কপি কোম্পানির ওয়েবসাইট অর্থাৎ www.agigreenpac.com-এ এবং স্টক এক্সচেঞ্জগুলির ওয়েবসাইট অর্থাৎ www.nseindia.com এবং www.bseindia.com-এ উপলব্ধ হবে যেখানে কোম্পানির সিকিউরিটিজ তালিকাভুক্ত রয়েছে।

সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর বিধানের সাথে পঠিত এমসিএ সার্কুলারসমূহ অনুসারে, কোনো সদস্যকে এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি এবং পূর্বোক্ত বার্ষিক প্রতিবেদনের কোনো ভৌত অনুলিপি পাঠানো হবে না। যে সকল সদস্য এখনও তাদের ই-মেইল ঠিকানা এবং মোবাইল নম্বর নিবন্ধন করেননি তাদের কোম্পানির কাছ থেকে ই-যোগাযোগ পেতে কোম্পানি/আরটিএ-এর কাছে তা নিবন্ধন করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। ই-মেইল ঠিকানা নিবন্ধনের জন্য, সদস্যদের নিচের পদক্ষেপগুলি অনুসরণ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে

- **ফিজিক্যাল ফর্মে শেয়ার ধারণকারী সদস্যদের জন্য :** অনুগ্রহ করে কোম্পানির আরটিএ অর্থাৎ মহেশ্বরী ডাটাম্যাটিক্স প্রাইভেট লিমিটেড-কে contact@mdplcorporate.com-এ লিখে ই-মেইল ঠিকানা আপডেট করুন। যে সকল সদস্য কোম্পানির ৬৬তম এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি পাঠানোর পর ই-মেইল ঠিকানা আপডেট করবেন, তারা এই এজিএম-এর জন্য ই-ভোটিং সক্ষম করতে ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড সহ বিজ্ঞপ্তির সফট কপি এবং রিমোট ই-ভোটিংয়ের পদ্ধতির জন্য অনুরোধ করতে পারেন। কোনো জিজ্ঞাসার ক্ষেত্রে, সদস্য কোম্পানির আরটিএ-কে contact@mdplcorporate.com-এ লিখতে পারেন।
- **ডিম্যাট ফর্মে শেয়ার ধারণকারী সদস্যদের জন্য :** সদস্যদের তাদের ডিপি-দের সাথে যোগাযোগ করার জন্য এবং তাদের ডিপি-র পরামর্শ অনুযায়ী প্রক্রিয়ানুসারে তাদের ডিম্যাট অ্যাকাউন্টে ইমেইল ঠিকানা এবং মোবাইল নম্বর নিবন্ধন করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

বোর্ড অফ ডিরেক্টরস প্রযোজ্য উৎস কর কর্তন সাপেক্ষে, ৩১ মার্চ, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য প্রতি ইক্যুইটি শেয়ারে ৭ টাকা (অর্থাৎ ৩৫০ শতাংশ) লভ্যাংশ সুপারিশ করেছে। ১ এপ্রিল, ২০২৪ থেকে কার্যকর, সেবি বাধ্যতামূলক করেছে যে যে সমস্ত শেয়ারহোল্ডার ফিজিক্যাল মোডে শেয়ার ধারণ করছেন এবং যাদের ফোলিওগুলি কেওয়াইসি বিবরণ যেমন, (ক) প্যান (খ) নমিনেশন নির্বাচন (গ) যোগাযোগের বিবরণ (ঘ) মোবাইল নম্বর (ঙ) ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের বিবরণ এবং (চ) ব্যাঙ্কার দ্বারা যাচাইকৃত স্বাক্ষর দ্বারা আপডেট করা নেই, তারা শুধুমাত্র বৈদ্যুতিন মোডেই লভ্যাংশ পাওয়ার যোগ্য হবেন। তদনুসারে, এজিএম-এ অনুমোদন সাপেক্ষে, ফিজিক্যাল হোল্ডারদের লভ্যাংশ প্রদান করা হবে শুধুমাত্র তাদের ফোলিওতে উপরের বিবরণগুলি আপডেট করার পরেই। শেয়ারহোল্ডারদের কোম্পানির আরটিএ-কে contact@mdplcorporate.com-এ লিখে ১২ সেপ্টেম্বর ২০২৬-এর মধ্যে তাদের কেওয়াইসি সম্পূর্ণ করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। এটি আপডেট করার ফর্মগুলি https://agigreenpac.com/furnishing-of-pan-and-kyc-details-and-nomination-by-holders-of-physical-securities/ এবং, https://mdpl.in/downloads.php-এ উপলব্ধ রয়েছে। ডিম্যাট ফর্মে শেয়ার ধারণকারী সদস্যদের তাদের নিজ নিজ ডিপি-দের কাছে তাদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের বিবরণ আপডেট করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

কোম্পানির দ্বারা লভ্যাংশ প্রদান সদস্যদের হাতে করযোগ্য এবং আয়কর আইন, ২০২৫ ('আইটি আইন')-এ নির্ধারিত হারে সদস্যদের প্রদত্ত এই ধরনের লভ্যাংশ থেকে কোম্পানিকে উৎসে আয়কর কাটতে হবে। সাধারণভাবে, টিডিএস প্রয়োজনীয়তাগুলি মেনে চলার সুবিধার্থে, সদস্যদের তাদের আবাসিক স্থিতি, প্যান, আইটি আইন অনুযায়ী বিভাগ তাদের ডিপি-দের কাছে অথবা ফিজিক্যাল ফর্মে শেয়ার ধারণ করার ক্ষেত্রে, শনিবার, ১২ সেপ্টেম্বর ২০২৬-এর মধ্যে পূর্বোক্ত ই-মেইল আইডিগুলিতে ইমেইলের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় নথিপত্র পাঠিয়ে কোম্পানি/আরটিএ-এর কাছে সম্পূর্ণ এবং/অথবা আপডেট করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

ডিরেক্টর বোর্ডের আদেশক্রমে
এজিআই গ্রিনপ্যাক লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/-
ওমপাল
কোম্পানি সেক্রেটারি
মেম্বারশিপ নং এ৩০৯২৬

স্থান : গুরুগ্রাম
তারিখ : ২০ আগস্ট, ২০২৬

আরামবাগে বন্যা মোকাবিলায় বড় ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দুর

১২০০ কোটির মাস্টার প্ল্যান

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: আরামবাগে বন্যা মোকাবিলায় বড়সড় পদক্ষেপ রাজ্য সরকারের। মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর প্রথমবার হুগলির আরামবাগে এসে প্রশাসনিক বৈঠক করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। বৃহস্পতিবার আরামবাগ মহকুমা শাসকের কার্যালয়ে আয়োজিত এই বৈঠকে বন্যা পরিস্থিতি, সেচ ব্যবস্থা, রাস্তা সংস্কার, পরিকাঠামো উন্নয়ন-সহ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে প্রশাসনের আধিকারিকদের সঙ্গে আলোচনা করেন তিনি। এদিনের বৈঠকে আরামবাগ মহকুমার চার বিধায়ক, আরামবাগের সাংসদ মিতালি বাগ, হুগলির জেলা শাসক-সহ বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন।

মুখ্যমন্ত্রী নিজে সাংবাদিক বৈঠক না করলেও বৈঠক শেষে পুরশুড়ার বিধায়ক বিমান ঘোষ এবং খানাকুলের বিধায়ক সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বৈঠকের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি তুলে ধরেন। বৈঠকে আরামবাগ মহকুমার দীর্ঘদিনের বন্যা সমস্যার স্থায়ী সমাধানের লক্ষ্যে 'আরামবাগ মাস্টার প্ল্যান'-এর উপর বিশেষ গুরুত্ব দেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। বিধায়কদের দাবি, এই মাস্টার প্ল্যানের জন্য প্রায় ১২০০ কোটি টাকা বরাদ্দের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে এবং ২০২৭ সাল থেকে কাজ শুরু করার পরিকল্পনা রয়েছে। পাশাপাশি আরামবাগে নতুন রামকৃষ্ণ সেতু নির্মাণের জন্য প্রায় ৪০০ কোটি টাকা বরাদ্দের কথা জানানো হয়েছে। দ্রুত এই প্রকল্পের কাজ শুরু করার জন্যও সংশ্লিষ্ট দপ্তরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলে দাবি করেন বিধায়করা। বন্যা মোকাবিলায় সেচ দপ্তরের ভূমিকা নিয়েও এদিনের বৈঠকে অসন্তোষ প্রকাশ করেন মুখ্যমন্ত্রী। কাজের গাফিলতি নিয়ে সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের কার্যত কড়া বার্তা দেন তিনি। আগামী দিনে বন্যার আশঙ্কার কথা মাথায় রেখে দ্রুত বাঁধ, নদীবাঁধ ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাজ শুরু করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলে জানা গেছে। পুরশুড়ার বিধায়ক বিমান ঘোষ বলেন, 'সিন্ডিকেট বরদাস্ত করা হবে না। এই বিষয়ে উনি অবগত আছেন। বালির দাম কমবে। রাস্তা সংস্কারের কাজ পুজোর আগেই শুরু হবে। আরামবাগ মহকুমার বন্যার সমস্যার সমাধানের জন্য মাস্টার প্ল্যানের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। প্রায় ১২০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হবে। সেপ্টেম্বর মাসে বন্যার আশঙ্কা রয়েছে। তাই নির্দিষ্ট পরিকল্পনা করে দ্রুত কাজ শুরু করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।'

এদিনের প্রশাসনিক বৈঠকে বিশেষ নজর কাড়েন আরামবাগের সাংসদ মিতালি বাগের বক্তব্যও। তিনি মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর প্রশংসা করে বলেন, 'বিরোধী দলনেতা থাকাকালীনও শুভেন্দু অধিকারী মানুষের পাশে ছিলেন। মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পরেও তিনি মানুষের পাশে রয়েছেন। বাঁধ উপচে জল গেলে সবসময় কিছু করার থাকে না। কিন্তু বন্যা মোকাবিলার কাজে কোথাও গাফিলতি থাকলে তার জন্য শাস্তি নিতে হবে, এই বার্তাই তিনি দিয়েছেন।' আগের সরকার কী কাজ করেনি, এই প্রশ্নের জবাবে মিতালি বাগ বলেন, 'সকলে মিলে কাজ করার চেষ্টা করা হচ্ছে। সময়মতো কাজ শেষ করতে পারলে সাধারণ মানুষকে অনেকটাই দুর্ভোগ থেকে রক্ষা করা সম্ভব হবে।' তার কথাতেও উঠে আসে আরামবাগ মাস্টার প্ল্যানের গুরুত্ব। এদিন মুখ্যমন্ত্রীর সফরকে ঘিরে আরামবাগে ছিল কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা। হেলিকপ্টারে করে পল্লীশ্রী সংলগ্ন হেলিপ্যাডে নামেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। সেখান থেকে সরাসরি আরামবাগ মহকুমা শাসকের কার্যালয়ে গিয়ে প্রশাসনিক বৈঠকে যোগ দেন তিনি। সবমিলিয়ে, মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর আরামবাগ সফরে বন্যা মোকাবিলা থেকে শুরু করে রাস্তা, সেতু এবং বৃহৎ পরিকাঠামো উন্নয়নে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত সামনে এসেছে। দীর্ঘদিনের বন্যা সমস্যার স্থায়ী সমাধানে ১২০০ কোটি টাকার মাস্টার প্ল্যান এবং নতুন রামকৃষ্ণ সেতুর জন্য ৪০০ কোটি টাকার বরাদ্দের ঘোষণা আরামবাগের উন্নয়নের ক্ষেত্রে বড় পদক্ষেপ বলেই মনে করছেন স্থানীয়রা।

অমিত শাহের সফর ঘিরে শিলিগুড়িতে কড়া নিরাপত্তা

বলবৎ নানা বিধি-নিষেধ

নিজস্ব প্রতিবেদন, শিলিগুড়ি: অমিত শাহের প্রস্তাবিত সফরকে সামনে রেখে শিলিগুড়িতে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে। মঙ্গলবার রাজ্যের ডিজিপি সিদ্ধিনাথ গুপ্ত অনুষ্ঠানস্থল পরিদর্শন করার পর, বুধবার এডিজি (নিরাপত্তা) মনোজ কুমার ভার্মা নিরাপত্তা ব্যবস্থা খতিয়ে দেখতে কাওয়াখালি মাঠ পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনের সময় শিলিগুড়ির পুলিশ কমিশনার সৈয়দ ওয়াকার রাজা-ও উপস্থিত ছিলেন। দুই শীর্ষ আধিকারিক অনুষ্ঠানের স্থানটি ঘুরে দেখেন এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থার সামগ্রিক পরিস্থিতি পর্যালোচনা করেন।

জানা গেছে, ভারতীয় ন্যায় সংহিতা এবং নতুন ফৌজদারি আইন সম্পর্কে জনসচেতনতা গড়ে তোলার লক্ষ্যে কাওয়াখালি মাঠে পাঁচ দিনব্যাপী একটি বিশেষ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছে। এই কর্মসূচির মাধ্যমে সাধারণ মানুষকে নতুন আইনগুলি সম্পর্কে বোঝাতে নাটক ও অন্যান্য সচেতনতামূলক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হবে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের এই কর্মসূচিটি উদ্বোধন করার কথা রয়েছে। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর এই দিন উপস্থিত থাকার কথা। এই প্রস্তাবিত সফরকে কেন্দ্র করে পুলিশ ও প্রশাসন অনুষ্ঠানস্থলে ব্যাপক নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। কর্মসূচির সময় যাতে নিরাপত্তার ক্ষেত্রে কোনো ত্রুটি না থাকে, তা নিশ্চিত করতে আধিকারিকরা সার্বক্ষণিক প্রস্তুতির বিষয়টি তদারকি করছেন। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের প্রস্তাবিত শিলিগুড়ি সফরকে সামনে রেখে কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থার অংশ হিসেবে পুলিশ শহরের ভেতরে ও সংলগ্ন চারটি গুরুত্বপূর্ণ এলাকার চারপাশে 'নো-ড্রোন জোন' (ড্রোন উড্ডয়ন নিষিদ্ধ এলাকা) ঘোষণা করেছে। শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনার সৈয়দ ওয়াকার রাজার জারি করা বুধবারের একটি নির্দেশিকা অনুযায়ী, নির্দিষ্ট স্থানগুলোর ৫ কিলোমিটার ব্যাসার্ধের মধ্যে ২০ থেকে ২২ আগস্ট এই তিন দিন সকাল ৬টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত ড্রোন ওড়ানো নিষিদ্ধ করা হয়েছে। বাগডোগরা বিমানবন্দর (এয়ার ফোর্স স্টেশন), মাটিগাড়া থানার অন্তর্গত হোটেল মে ফেয়ার, বাগডোগরা থানার অন্তর্গত রানিডাঙ্গায় অবস্থিত এসএসবি ফ্রন্টিয়ার সদর দপ্তর এবং মাটিগাড়া থানার অন্তর্গত কাওয়াখালি মাঠ এই স্থানগুলোর চারপাশে এই বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে। পুলিশের নির্দেশনায় বলা হয়েছে, ভিআইপি ভিভিআইপি সফরের সময় 'নো-ড্রোন জোন' বা 'নো-ফ্লাই জোন' সংক্রান্ত বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নিরাপত্তা অধিকর্তার নির্দেশিকা মেনে এবং প্রস্তাবিত ভিভিআইপি সফরের কথা মাথায় রেখে এই বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে। ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা ২০২৩-এর ১৬৩ নম্বর ধারার অধীনে এই নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে। এটি অবিলম্বে কার্যকর হবে এবং প্রস্তাবিত সফর শেষ না হওয়া পর্যন্ত বলবৎ থাকবে। অমিত শাহের ২০ থেকে ২২ শে আগস্ট শিলিগুড়িতে থাকার কথা রয়েছে। তাঁর এই সফরে সীমান্ত নিরাপত্তা, অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ 'শিলিগুড়ি করিডর' এবং নিরাপত্তা সংক্রান্ত অন্যান্য বিষয়গুলো বিশেষ গুরুত্ব পাবে বলে আশা করা হচ্ছে।

লক্ষ্মীর ভাণ্ডার পেলেও অন্নপূর্ণায় 'বঞ্চনা'!

দুর্গাপুরে মহকুমা শাসক দপ্তরের সামনে মহিলাদের পথ অবরোধ

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: অন্নপূর্ণা যোজনার সুবিধা থেকে বঞ্চিত থাকার অভিযোগ তুলে বৃহস্পতিবার দুর্গাপুর মহকুমা শাসক দপ্তরের সামনে পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখালেন একদল মহিলা। তাঁদের অভিযোগ, আগের সরকারের আমলে তাঁরা লক্ষ্মীর ভান্ডার প্রকল্পের সুবিধা পেলেও বর্তমান সরকারের আমলে অন্নপূর্ণা যোজনার সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। এই দাবিতে এদিন মহকুমা শাসক দপ্তরের সামনের রাস্তায় জড়ো হয়ে বিক্ষোভ শুরু করেন মহিলারা। পরে তাঁরা রাস্তায় বসে প্রায় ৩০ মিনিট পথ অবরোধ করেন। অবরোধের জেরে ওই এলাকায় যান চলাচল ব্যাহত হয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয়

নিউ টাউনশিপ থানার পুলিশ। পুলিশের হস্তক্ষেপে শেষ পর্যন্ত অবরোধ তুলে নেন বিক্ষোভকারীরা। বিক্ষোভকারীদের দাবি, দ্রুত অন্নপূর্ণা যোজনার আওতায় তাঁদের অন্তর্ভুক্ত করে প্রকল্পের সুবিধা দিতে হবে। তাঁদের অভিযোগ, প্রশাসনের কাছে আবেদন জানিয়েও সমস্যার সমাধান হয়নি। আগামী দিনে ফের প্রশাসনের দ্বারস্থ হওয়ার পাশাপাশি দাবি পূরণ না হলে আন্দোলনে নামার হুঁশিয়ারিও দিয়েছেন তাঁরা।

গ্রেপ্তার তারকেশ্বরের প্রাক্তন চেয়ারম্যান উত্তম কুণ্ডু

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: এক প্রোমোটারকে ভয় অবৈধভাবে জমি দখলের চেষ্টা করেন তিনি বলে অভিযোগ। আর্থিক প্রতারণা এবং ভয় দেখানোর অভিযোগ উঠেছিল তারকেশ্বর পুরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান উত্তম কুণ্ডুর বিরুদ্ধে। এই অভিযোগে, গ্রেপ্তার করা হয়েছে উত্তম কুণ্ডুকে। তারকেশ্বর পুরসভার এই প্রাক্তন চেয়ারম্যান বর্তমানে ঋতব্রত তৃণমূলের আরামবাগ সাংগঠনিক জেলার সভাপতি পদে ছিলেন। একাধিক দুর্নীতির অভিযোগ ছিল তারকেশ্বর পুরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান উত্তম কুণ্ডুর বিরুদ্ধে। কলকাতার এক ব্যবসায়ীর থেকে জমি লুঠ, ৪০ লক্ষ টাকা হাতিয়ে নেওয়া এবং ওই ব্যবসায়ীর নির্মীয়মাণ ফ্ল্যাট জোর করে দখল-সহ একাধিক অভিযোগ রয়েছে উত্তম কুণ্ডুর বিরুদ্ধে। জানা গিয়েছে, রাজ্যে পালাবদলের পর গত ২৫ জুন উত্তমের বিরুদ্ধে তারকেশ্বর থানায় অভিযোগ দায়ের করেন রাজেশ আগরওয়াল নামে কলকাতার এক প্রোমোটার। থানায় অভিযোগ দায়ের হওয়ার পর থেকে পলাতক ছিলেন প্রাক্তন চেয়ারম্যান। তবে,

গ্রেপ্তার করা হয়েছে উত্তম কুণ্ডুকে। হুগলি গ্রামীণ পুলিশের একটি দল বুধবার রাতে কলকাতা থেকে উত্তম কুণ্ডুকে গ্রেপ্তার করে। বৃহস্পতিবার তাঁকে চন্দননগর আদালতে পেশ করা হয় বলে জানিয়েছে পুলিশ। উল্লেখ্য, তৃণমূল কংগ্রেসের আরামবাগ সাংগঠনিক জেলার শ্রমিক সংগঠনের সভাপতি ছিলেন উত্তম কুণ্ডু। সেই সময়ে ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন আইএনটিটিইউসি-র রাজ্য সভাপতি। উত্তমের সঙ্গে ঋতব্রতর ভালো সম্পর্ক তৈরি হয় তখন থেকে। রাজ্যে বিধানসভায় ভরাডুবি হতেই ভাঙন দেখা দেয় তৃণমূল কংগ্রেসে। এর পরেই উত্তমকে আরামবাগ সাংগঠনিক জেলা সভাপতি করেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়।

তিন পঞ্চায়েত সদস্যের পদত্যাগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, শ্যামপুর: পঞ্চায়েত প্রধান গ্রেপ্তারের পর মোট ১৩ জন পঞ্চায়েত সদস্য পদত্যাগ করেছেন হাওড়ার শ্যামপুর বিধানসভার আমড়দহ গ্রাম পঞ্চায়েতের। প্রসঙ্গত, দুর্নীতি অভিযোগে আমড়দহ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান মৌসুমী মাইতিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। যদিও বৃহস্পতিবার জামিন পান তিনি এমনটাই সূত্রের খবর। এদিকে গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান গ্রেপ্তার হওয়ার পরই আমড়দহ গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূল কংগ্রেসের সমস্ত সদস্য পদত্যাগের সিদ্ধান্ত নেন। ইতিমধ্যেই মোট ১৩ জন সদস্য পদত্যাগ করেছেন বলে জানা গিয়েছে। বাকি আরও সাত জনের মধ্যে একজন মৃত এবং অসুস্থ আরেকজন। দুটি বিজেপির এবং একটি পিপিএমের আসন রয়েছে এই গ্রাম পঞ্চায়েতে। ২৩ আসন বিশিষ্ট এই গ্রাম পঞ্চায়েতে এই মুহূর্তে তাই অচলাবস্থা চলার আশঙ্কা করা হচ্ছে। যদিও শ্যামপুর ২ ব্লক প্রশাসন সূত্রে পঞ্চায়েত আইন মোতাবেক সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে বলে জানানো হয়েছে।

বিষধর সাপের আতঙ্কের মধ্যেই স্কুলে চলছে ক্লাস

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: এই প্রাইমারি স্কুলে বর্তমানে ২৫০ জন ছাত্র-ছাত্রী রয়েছে। চারিদিক বড় বড় আগাছার জঙ্গল। জমে রয়েছে জল। এমনই অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে চলছে ব্যান্ডেল বিদ্যামন্দির নিম্ন বুনিয়াদি বিদ্যালয়। স্কুলে ছাত্র ছাত্রীদের জল পেরিয়ে যেতে হচ্ছে ক্লাসরুম থেকে শৌচালয়ে। রয়েছে বিষধর সাপ থেকে কিট পতঙ্গের ভয়। জল পেরিয়ে স্কুলে আসতে পারে না সবাই। এই জল পেরিয়ে যাতায়াত করায় দেখা দিচ্ছে চর্মরোগ। শুধু তাই নয়, স্কুলের রান্নাঘরেও জমে রয়েছে জল। তাই স্কুলের ক্লাসরুমেই হচ্ছে মিড ডে মিলের রান্না। অভিভাবকদের অভিযোগ, বারো মাসই প্রায় জল থাকে স্কুল চত্বরে। বৃষ্টি হলে সেই জল আরও বেড়ে যায়। নিকাশি ব্যবস্থা একেবারেই বেহাল। এই রাস্তার উপর দিয়ে অন্যান্য স্কুলের ছেলে- মেয়েদেরও জলে পেরিয়ে যেতে হয়। অভিযোগ, প্রাইমারির পাশে যে হাইস্কুল রয়েছে তাতেও একই ছবি। বিধায়ক বলেন, 'স্কুল ইন্সপেক্টরদের এখনই ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। এখানে ডেঙ্গু হতে পারে। কোনও বাচ্চার যদি কোনও ক্ষতি হয়ে যায় আমরা সেটা কীভাবে পূরণ করব?' প্রধান শিক্ষিকা সীমা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'এই পরিবেশে স্কুল চলছে তাই পড়ুয়া কমছে। অনেক অভিভাবক স্কুলে ভর্তি করেও পরিবেশ দেখে অন্য স্কুলে নিয়ে চলে যাচ্ছেন।'

চন্দ্রকোনা বিধানসভার ভগবন্তপুরে চন্দ্রকোনা ১নং মণ্ডল মহিলা মোর্চার উদ্যোগে অন্নপূর্ণা যোজনার জন্য সরকারকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন যাত্রার আয়োজন করা হয়। কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন চন্দ্রকোনা বিধানসভার বিধায়ক সুকান্ত দোলুই, ভারতীয় জনতা মহিলা মোর্চার নেত্রী মানসী চৌধুরী-সহ মহিলা মোর্চার কর্মী-সমর্থক এবং অন্নপূর্ণা যোজনার বহু উপভোক্তা।

অন্নপূর্ণা নিয়ে বালুরঘাটে প্রশাসনিক দপ্তরে হট্টগোল

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: অন্নপূর্ণা প্রকল্পের আর্থিক সহায়তার দাবিতে বুধবার চরম উত্তেজনা ছড়ালো বালুরঘাট প্রশাসনিক ভবন চত্বরে। বকেয়া মেটানোর দাবিতে মহকুমা শাসক (এসডিও) এবং জেলা শাসকের (ডিএম) দপ্তরের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শনের পর শহরের ব্যস্ততম রাস্তা অবরোধ করেন প্রতিবাদী মহিলারা। পরিস্থিতির জেরে বেশ কিছুক্ষণ বালুরঘাটের প্রশাসনিক কাজকর্ম কার্যত অচল হয়ে পড়ে।

বিক্ষোভকারী মহিলাদের অভিযোগ, সমস্ত শর্ত পূরণ করা সত্ত্বেও তাঁরা দীর্ঘ দিন ধরে এই প্রকল্পের টাকা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। আন্দোলনের জেরে বালুরঘাট এসডিও দপ্তরের নামফলক ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং ফটক লক্ষ্য করে ইট-পাটকেল ছোড়া হয় বলে অভিযোগ। এরপর বিক্ষোভকারীরা জেলা শাসক দপ্তরের দিকে অগ্রসর হন এবং উপযুক্ত জবাব না পাওয়ার অভিযোগে ভবনের সামনের প্রধান সড়কে অবস্থান বিক্ষোভ শুরু করেন। এর ফলে শহরের গুরুত্বপূর্ণ ওই রাস্তার যান চলাচল পুরোপুরি থমকে যায়।

আন্দোলনকারীদের দাবি, যোগ্য ব্যক্তিরা যখন সরকারি সাহায্য থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন, তখন অনভিপ্রেতভাবে বেশ কয়েকজন অযোগ্য ব্যক্তি নিয়মিত প্রকল্পের সুবিধা পাচ্ছেন। এই অনিয়মের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিয়ে লিলি সরকার নামে এক বিক্ষোভকারী জানান, 'যোগ্য হওয়া সত্ত্বেও কেন তাঁদের টাকা দেওয়া হচ্ছে না, তা প্রশাসনকে পরিষ্কার করতে হবে।' অন্যদিকে দাবি না মানলে আগামীতে বৃহত্তর আন্দোলনের পথে হাঁটার হুঁশিয়ারি দেন বিক্ষোভকারীরা। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে বালুরঘাট থানা থেকে বিশাল পুলিশ বাহিনী ও অতিরিক্ত র‍্যাফ মোতায়েন করা হয়। অবশেষে পুলিশ ও প্রশাসনের উচ্চপদস্থ কর্তারা অভিযোগ খতিয়ে দেখার আশ্বাস দিলে প্রতিনিধিরা পথঅবরোধ তোলেন এবং প্রশাসনিক চত্বর খালি করে দেওয়া হয়।

বারাসাত মেডিক্যালের ছাত্রী নিবাসে আগুন

নিজস্ব প্রতিবেদন, বারাসাত: বারাসাত সরকারি মেডিক্যাল কলেজ এন্ড হসপিটালের লেডিস হস্টেলে আগুন লাগাকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়ায় বৃহস্পতিবার সকালে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায়। তবে দমকলের একটি ইঞ্জিন এসে ঘন্টাখানেক চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। বড়সড় দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা পেল বারাসাত মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল। প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে শর্ট সার্কিট থেকে আগুন লেগেছে। হস্টেল ছেলেমেয়েরা ও দমকলের তৎপরতাই আগুন দ্রুততার সঙ্গে নেভানো সম্ভব হয়েছে। তবে ছাত্রীদের বেশকিছু জিনিসপত্র পুড়ে যায়। ধোঁয়াতে কয়েকজন ছাত্রী অসুস্থ হয়ে পড়ে। তাদের প্রাথমিক চিকিৎসাও করা হয় বলে হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে। তবে মেডিক্যাল কলেজের হোস্টেলে মত গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় এভাবে আগুন লাগায় নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে।

১ লক্ষ টাকায় শিশু কেনাবেচার অভিযোগ

আসানসোলে ধৃত দম্পতি

নিজস্ব প্রতিবেদন, আসানসোল: এক লক্ষ টাকার বিনিময়ে শিশুপুত্র কেনাবেচার অভিযোগে আসানসোলে এক দম্পতি-সহ কেনাবেচায় মধ্যত্বাকারীকে গ্রেফতার করল আসানসোল উত্তর থানার পুলিশ। ধৃতদের মধ্যে রয়েছেন আসানসোল উত্তর ধাদকার লালবাংলো এলাকার বাসিন্দা তথা রাজ্য সরকারের রেশন ডিলার বিনোদ কুমার গুপ্তা, তাঁর স্ত্রী বাবিতা গুপ্তা এবং মধ্যস্থতাকারী অশোক ভওয়ালকা। বৃহস্পতিবার আসানসোল উত্তর থানার পুলিশ আজ ধৃতদের আসানসোল আদালতে পেশ করে নিজেদের হেফাজতে নেওয়ার আবেদন জানায়। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ই-মেলের মাধ্যমে প্রাপ্ত একটি অভিযোগের ভিত্তিতে উত্তর ধাদকা এলাকায় অভিযান চালিয়ে মাত্র দুই মাস ১৩ দিনের ওই শিশুটিকে উদ্ধার করা হয়। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে দম্পতি শিশুটিকে নিজেদের সন্তান বলে দাবি করলেও, তদন্তে জানা যায়, যে দত্তক আইন অমান্য করে বীরভূমের সিউড়ির একটি বেসরকারি নার্সিংহোম থেকে টাকা দিয়ে শিশুটিকে আনা হয়েছিল। এমনকি শিশুটির ভুয়ো নথিপত্র তৈরির অভিযোগও উঠেছে। উদ্ধার হওয়া শিশুটিকে চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটির কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। ধৃতদের বিরুদ্ধে ভারতীয় ন্যায় সংহিতা এবং জুভেনাইল জাস্টিস অ্যাক্টে মামলা রুজু করা হয়েছে। আসানসোল-দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের ডিসিপি (সেন্ট্রাল) ধ্রুব দাস জানিয়েছেন, শিশুটির প্রকৃত বাবা-মায়ের পরিচয় উদ্ধার এবং এই পাচার চক্রের পেছনে অন্য কারোর হাত রয়েছে কি না, তা জানতে তদন্ত শুরু হয়েছে। উল্লেখ্য, এই দিনের গ্রেপ্তারির পর বীরভূমের ওই বেসরকারি নার্সিংহোমের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্নচিহ্ন উঠেছে।

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank
জোনাল অফিস : কলকাতা সেন্ট্রাল
১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস
২য় এবং ৩য় ফ্লোর, কলকাতা - ৭০০০০১

পরিশিষ্ট - ৪ {রুল-৮(১)}
দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

প্রতি,
অঞ্জনা ভট্টাচার্য, স্বামী- সুকান্ত ভট্টাচার্য (ঋণগ্রহীতা), প্রেমিসেস নং ৬৬/৮, পঞ্চাননতলা রোড, পোঃ - পশ্চিম পুঁটিয়ারি, থানা- হরিদেবপুর, কলকাতা - ৭০০০৪১
নীলাঞ্জনা ভট্টাচার্য, পিতা- সুকান্ত ভট্টাচার্য (ঋণগ্রহীতা), প্রেমিসেস নং ৬৬/৮, পঞ্চাননতলা রোড, পোঃ - পশ্চিম পুঁটিয়ারি, থানা- হরিদেবপুর, কলকাতা - ৭০০০৪১
যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্কের অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট ২০০২-এর অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৮ এবং ৯-এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩(১২)-এর অধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে ০৬.০৬.২০২৬ তারিখে একটি দাবি বিজ্ঞপ্তি জারি করে হরিশ মুখার্জী রোড শাখার ঋণগ্রহীতা শ্রীমতী অঞ্জনা ভট্টাচার্য (ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা) এবং শ্রীমতী নীলাঞ্জনা ভট্টাচার্য (ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা), প্রেমিসেস নং ৬৬/৮, পঞ্চাননতলা রোড, পোঃ- পশ্চিম পুঁটিয়ারি, থানা- হরিদেবপুর, কলকাতা- ৭০০০৪১-কে উক্ত নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ অর্থ অর্থাৎ **২৫,৬৬,০৩৩.৬৫ টাকা (পঁচিশ লক্ষ ছেষট্টি হাজার তেত্রিশ টাকা এবং পঁয়ষট্টি পয়সা)** উক্ত নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে পরিশোধ করতে বলেন।
ঋণগ্রহীতা টাকার অঙ্ক ফেরত দিতে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্দ্বারা ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণভাবে জনগণকে বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত নিয়মের রুল ৮ এবং ৯-এর সঙ্গে পঠিত উক্ত অ্যাক্টের সেকশন ১৩(৪) অধীনে তাঁর উপর অর্পিত ক্ষমতাবলে **২০২৬ সালের ১৯ আগস্ট তারিখে** এখানে নীচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন।
বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্দ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তাঁরা যেন এই সম্পত্তি নিয়ে কোনওরকম লেনদেন না করেন এবং এই সম্পত্তি নিয়ে কোনওপ্রকার লেনদেন ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্কের **২৬,০৫,৯৭৫.০০ টাকা (ছাব্বিশ লক্ষ পাঁচ হাজার নয়শো পঁচাত্তর টাকা) যা ১৯.০৮.২০২৬ তারিখ অনুযায়ী** বকেয়া এবং তার উপর সুদের জন্য ধার্য সাপেক্ষ হবে। "আমরা সারফেসি অ্যাক্টের সেকশন ১৩(৮)-এর বিধানাবলি এবং এর অধীনে প্রণীত নিয়মগুলির দিকে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যা সিকিউরিটির উপর আপনাদের পুনরুদ্ধারের অধিকার নিয়ে কাজ করে।"
যে সম্পদে সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট তৈরি করা হয়েছে তার নির্দিষ্ট বিবরণ নিচে দেওয়া হলো :
বন্ধককৃত সম্পদ : সারসাই অ্যাসেট আইডি ২০০০৭১৩৮৪৯৭৯ : সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইডি ৪০০০৭০১৬৪৩৩৪
কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের ওয়ার্ড নং-১১৫-এর অধীনে, পোঃ- পশ্চিম পুঁটিয়ারি, থানা- হরিদেবপুর, কলকাতা-৭০০০৪১, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগনা-এ অবস্থিত, সি.এস. খতিয়ান নং ৩৩৫, আর.এস. খতিয়ান নং ৯৩০, আর.এস. এবং এল.আর. দাগ নং ৪৯, এল.আর. খতিয়ান নং ৫৬৯৬ এর অনুরূপ, তৌজি নং ৩০৫৮/১৩৩৫৮, আর.এস. নং ৩৫, জে.এল. নং ২৫ বর্তমানে ১২৫, পরগনা খাসপুর, মৌজা - হরিদেবপুর, ৮৪, পুঁটিয়ারি পঞ্চাননতলা রোড (পূর্বে ৩৮/১ পঞ্চাননতলা রোড)-এ অবস্থিত প্রায় ০৩ (তিন) কাঠা, ০৭ (সাত) ছটাক ০০ বর্গফুট জমির আনুপাতিক অংশ সহ একটি জি+৩ তলা বিল্ডিংয়ের গ্রাউন্ড ফ্লোরে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে ৭১২ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া পরিমাপের ফ্ল্যাট নং এস১ এর সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, যার মধ্যে দুটি শোবার ঘর, একটি ডাইনিং, একটি রান্নাঘর, একটি ব্যালকনি, একটি টয়লেট এবং একটি ডব্লিউ.সি রয়েছে। **সম্পত্তির সীমানা উত্তরে :** ১২ ফুট চওড়া কেএমসি রাস্তা দ্বারা, **দক্ষিণে :** দাগ নং ৪৬(পি) দ্বারা, **পূর্বে :** স্কিম প্লট নং ১৭ দ্বারা, **পশ্চিমে :** দাগ নং ১৮৬(পি) দ্বারা।
সম্পত্তিটি অঞ্জনা ভট্টাচার্য এবং নীলাঞ্জনা ভট্টাচার্য-এর নামে রয়েছে।
ডিড নং I160204787/2023
তারিখ : ১৯.০৮.২০২৬ স্থান : কলকাতা স্বা/- অনুমোদিত অফিসার ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

IDBI BANK
আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড
এজিএম রিটেল রিকভারি ডিপার্টমেন্ট ৪৪, শেক্সপিয়র সরণি, ৩য় তল, কলকাতা, পিন-৭০০০১৭,
ফোন নং : ০৩৩৬৬৫৫৭৮৩৯ এবং ০৩৩৬৬৫৫৭৭৪৬, মো. নং - ৯১ ৭৬৯৬০২০২১৯
ওয়েবসাইট- www.idbibank.in, CIN : L65190MH2004GOI148838

পরিশিষ্ট ৪ [রুল ৮(১)]
দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু, নিম্নস্বাক্ষরকারী আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিঃ-এর অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (২০০২-এর ৫৪) অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৩-এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩(১২) অধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে, নীচে অ্যাকাউন্টগুলির বিপরীতে উল্লিখিত তারিখে দাবি বিজ্ঞপ্তি জারি করে ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতা/গ্যারান্টারদের উক্ত নোটিশ প্রাপ্তির ৬০ দিনের মধ্যে দাবি বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত পরিমাণ অর্থ এবং তার উপর অতিরিক্ত সুদ, খরচ এবং চার্জ পরিশোধ করতে বলেন।
ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতা/গ্যারান্টার টাকার অঙ্ক ফেরত দিতে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্দ্বারা ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতা/গ্যারান্টার এবং সাধারণভাবে জনগণকে বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৮-এর সঙ্গে পঠিত উক্ত অ্যাক্টের সেকশন ১৩-এর সাব-সেকশন (৪) অধীনে তাঁর উপর অর্পিত ক্ষমতাবলে এখানে নীচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন।
বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতা/গ্যারান্টার এবং সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্দ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তাঁরা যেন এই সম্পত্তি নিয়ে কোনওরকম লেনদেন না করেন এবং এই সম্পত্তি নিয়ে কোনওপ্রকার লেনদেন দাবি বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত পরিমাণ অর্থ এবং তার উপর অতিরিক্ত সুদ, খরচ এবং চার্জের জন্য আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিঃ-এর ধার্য সাপেক্ষ হবে।
সুরক্ষিত পরিসম্পতের দায়মুক্ত হওয়ার প্রাপ্তব্য সময়ের ব্যাপারে, অ্যাক্টের সেকশন ১৩-এর সাব-সেকশন (৮)-এর বিধানাবলির প্রতি ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতা/গ্যারান্টারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে।

ক্র. নং	ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতার নাম ও লোন এ/সি নং	১) দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ ২) দখল বিজ্ঞপ্তির তারিখ ৩) দাবি বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী বকেয়া পরিমাণ	স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ
১.	**রিচা পরশরামপুরিয়া (ঋণগ্রহীতা) এবং বিকাশ পরশরামপুরিয়া (সহ-ঋণগ্রহীতা)** লোন এ/সি নং ০১৮৪৬৭৫১০০০২৪০২৮ এবং ০১৮৪৬৭৫১০০০২৪০৪৬	১) ০৪-০৬-২০২৬ ২) ১৭-০৮-২০২৬ ৩) **৩,০০,১৮,৩৬৯.০০ টাকা (তিন কোটি আঠারো হাজার তিনশো উনসত্তর টাকা) যা ১০-০৫-২০২৬ তারিখ** অনুযায়ী বকেয়া (**০৯-০৫-২০২৬ তারিখ** পর্যন্ত সুদ গণনা করা হয়েছে) এবং তার সাথে **১০-০৫-২০২৬** তারিখ থেকে অতিরিক্ত সুদ, খরচ এবং চার্জ।	**দলিল নং আই-৯৬৮৪/২৪, তাং ৩০-১০-২০২৪** ৩৮৮৫ বর্গফুট (সুপার বিল্ট আপ এরিয়া), ২৯৮৮.৪৬ বর্গফুট (টাইলস ফ্লোরিং সহ কার্পেট এরিয়া) পরিমাপের ৫০২ নম্বর বাণিজ্যিক স্থানের সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, যা মিলেনিয়াম মার্কেট নামক ভবনের ৫ম ফ্লোরে অবস্থিত। এটি ৯২ ডেসিমেল (৫৫.৬৬ কাঠা) বা কমবেশি জমির উপর নির্মিত, যা মৌজা- বাঁকড়া, জে.এল. নং - ৫৫, পোঃ - ডোমজুড়, থানা - ডোমজুড়, বাঁকড়া -১ গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, পিন কোড ৭১১৪০৩, হাওড়া জেলায় আর.এস. দাগ নং ১৭৩, ১৭৪, ১৭৬, ১৭৯, ১৮১ এবং ১৯৯-এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ এল.আর. দাগ নং ১৮৫, ১৮৭, ১৮৯, ১৯২, ১৯৪ এবং ২১৫, এল.আর. খতিয়ান নং ১২৫১৬-এ অন্তর্ভুক্ত। এবং সেই সাথে জমির আনুপাতিক অবিভক্ত ও অবিভাজ্য অংশ এবং উক্ত ভবনের সমস্ত সাধারণ এলাকা ও সুযোগ-সুবিধার আনুপাতিক অবিভক্ত অংশ সহ।

তারিখ : ২১-০৮-২০২৬ স্থান : বাঁকড়া, হাওড়া স্বা/- অনুমোদিত অফিসার আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিঃ

ঝাড়খণ্ড পাবলিক সার্ভিস কমিশন ও ঝাড়খণ্ড স্টাফ সিলেকশন কমিশনে নিয়োগ পরীক্ষা বাতিলে স্থগিতাদেশ

রাঁচি, ২০ অগস্ট: অনিয়মের অভিযোগের কারণে ঝাড়খণ্ড পাবলিক সার্ভিস কমিশন এবং ঝাড়খণ্ড স্টাফ সিলেকশন কমিশনেনিয়োগ পরীক্ষা বাতিল করা হবে বলে সোমবার রাতে জানিয়েছিলেন সে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেন। রাতেই এ সংক্রান্ত সরকারি নির্দেশিকাও জারি হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু বৃহস্পতিবার হেমন্ত সরকারের সেই সিদ্ধান্তে স্থগিতাদেশ দিল ঝাড়খণ্ড হাইকোর্ট। ঝাড়খণ্ড হাইকোর্টের এই নির্দেশের ফলে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ চাকরিপ্রার্থীরা সাময়িক স্বস্তি পেয়েছেন। তাঁদের অনেকে মঙ্গলবার থেকেই সরকারি সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে রাজধানী রাঁচিতে জমায়েত ও বিক্ষোভ করছিলেন। উত্তীর্ণ চাকরিপ্রার্থীদের তরফে ঝাড়াখণ্ড হাইকোর্টে চারটি পিটিশন দাখিল করা হয়েছিল। সেখানে রাজ্য সরকারের ২২টি নিয়োগ পরীক্ষা বাতিল করার সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করা হয়। আবেদনকারীদের মধ্যে ১১তম এবং ১৩তম জেপিএসসি কম্বাইন্ড সিভিল সার্ভিসেস পরীক্ষা, জেপিএসসি (কম্বাইন্ড গ্র্যাজুয়েট লেভেল বা সিজিএল) এবং ফুড সেফটি অফিসার পরীক্ষায় সফল প্রার্থীরাও ছিলেন। তাঁদের যুক্তি ছিল, সরকার উত্তীর্ণ প্রার্থীদের নিজেদের বক্তব্য তুলে ধরার সুযোগ না দিয়েই একতরফা ভাবে পরীক্ষা ও নিয়োগ বাতিল করেছে। বেশ কয়েক জন আবেদনকারী ইতিমধ্যেই নির্বাচিত হয়ে সরকারি চাকরিতে যোগ দিয়েছিলেন। তাঁদের অনেকে অন্য চাকরি ছেড়ে এসেছেন। ফলে পরীক্ষা ও নিয়োগ বাতিলের জেরে তাঁদের জীবন ও জীবিকা অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। আদালত সেই যুক্তির সারবত্তা স্বীকার করেছে।

জেপিএসসি (সিজিএল) এবং জেএসএসসি নিয়োগ পরীক্ষায় প্রশ্নফাঁসের ঘটনার জেরে ঝাড়খণ্ডের রাজধানী রাঁচীতে পড়ুয়াদের অবস্থান-বিক্ষোভের মধ্যেই সোমবার হেমন্তকে চিঠি লিখেছিলেন সহযোগী দল কংগ্রেসের নেতা রাহুল গানিধ। চিঠিতে বিক্ষোভরত পড়ুয়াদের দাবিদাওয়াকে 'ন্যায়সঙ্গত' বলে উল্লেখ করেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা। সেই সঙ্গে জোটশরিক হেমন্তকে রাহুলের পরামর্শ, 'প্রতিবাদী পড়ুয়াদের প্রতিনিধিদের সঙ্গে নিজে কথা বলুন।' রাহুলের চিঠির পরেই নতুন পদক্ষেপের কথা ঘোষণা করেন হেমন্ত। সাংবাদিক বৈঠকে তিনি বলেন, 'জেপিএসসি (সিজিএল) এবং জেএসএসসি পরীক্ষা বাতিলের পাশাপাশি ২০১৪ সাল থেকে বিভিন্ন পরীক্ষার ছোট-বড় সমস্ত ত্রুটির অভিযোগের তদন্ত করা হবে।'হেমন্তের ওই ঘোষণার পরেই বাতিল হওয়া নিয়োগ পরীক্ষায় উত্তীর্ণেরা পালটা আন্দোলনের ডাক দিয়েছিলেন।

প্রতিরক্ষা প্রযুক্তিগত অংশীদারিত্ব আরও জোরদার করতে সম্মত ভারত ও জাপান

নয়াদিল্লি, ২০ অগস্ট: নতুন দিল্লিতে বৃহস্পতিবার ভারত ও জাপানের প্রতিরক্ষামন্ত্রীর মধ্যে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং এবং তাঁর জাপানি সমকক্ষ শিনজিরো কোইজুমি যৌথভাবে এই বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন। বৈঠকে সামুদ্রিক নিরাপত্তা জোরদার করা, 'মেক ইন ইন্ডিয়া' কর্মসূচির আওতায় প্রতিরক্ষা প্রযুক্তি এবং কৌশলগত আস্থা বৃদ্ধির বিষয়গুলোর ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। উভয় মন্ত্রী সামুদ্রিক নিরাপত্তা সহযোগিতা বিষয়ক একটি সমঝোতা চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন।

সূচনা বক্তব্যে রাজনাথ সিং ভারতে শ্রী কোইজুমি ও তাঁর প্রতিনিধিদলকে স্বাগত জানান। জাপানের কুমামোতো অঞ্চলে ভয়াবহ ভূমিকম্পের ঘটনায় তিনি ভারত সরকার ও জনগণের পক্ষ থেকে সহানুভূতি ও সংহতি প্রকাশ করেন। রাজনাথ সিং বলেন, প্রাণহানি এবং ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের দুর্দশায় ভারত গভীরভাবে ব্যথিত। এই কঠিন সময়ে প্রয়োজনীয় যে কোনও সহায়তা, ত্রাণ বা সহযোগিতা প্রদানের বিষয়ে তিনি ভারতের প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করেন।

প্রতিরক্ষামন্ত্রী বলেন, ভারত ও জাপানের সম্পর্ক অভিন্ন গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ, পারস্পরিক শ্রদ্ধা এবং দীর্ঘদিনের সভ্যতাগত সম্পর্কের ওপর প্রতিষ্ঠিত। তিনি উল্লেখ করেন, আগামী বছর উভয় দেশ তাদের কূটনৈতিক সম্পর্কের ৭৫ বছর পূর্তি উদযাপন করবে। শ্রী সিং বলেন, সময়ের সাথে সাথে এই বন্ধুত্ব কেবল দুই দেশের জন্যই নয়, বরং বৃহত্তর ভারত-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের স্থিতিশীলতা, সহনশীলতা এবং নিয়ম-ভিত্তিক ব্যবস্থার একটি মূল স্তম্ভে পরিণত হয়েছে। তিনি বলেন, এশিয়ার দুটি শীর্ষস্থানীয় গণতান্ত্রিক দেশ হিসেবে শান্তি, স্থিতিশীলতা ও সমৃদ্ধি নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে ভারত ও জাপানের গভীর দায়িত্ব রয়েছে।

চেনাব সেতুর ওপর দিয়ে ছুটল বন্দে ভারত

জম্মু, ২০ অগস্ট: ভারতীয় রেলের মুকুটে আরও একটি নতুন পালকের সংযোজন। একইসঙ্গে নতুন রেকর্ড গড়ল ভারতীয় রেল। জম্মু ও কাশ্মীরে চেনাব সেতুর ওপর দিয়ে দুরন্ত গতিতে ছুটল বন্দে ভারত ট্রেন। বিশ্বের সর্বোচ্চ সেতু, চেনাব সেতুর ওপর দিয়ে প্রথমবারের মতো ঘণ্টায় প্রায় ১০০ কিলোমিটার গতিতে ছুটল বন্দে ভারত ট্রেন। উত্তর রেলওয়ের জম্মু বিভাগের অন্তর্গত 'শ্রী মাতা বৈষ্ণোদেবী কাটরা - বানিহাল' রুটের ১১১ কিলোমিটার দীর্ঘ নতুন ব্রড গেজ রেলপথে ট্রেনের সর্বোচ্চ অনুমোদিত গতিসীমা বাড়িয়ে ঘণ্টায় ১০০ কিলোমিটার করার অনুমোদন দিয়েছে রেল মন্ত্রক। এরপরই বৃহস্পতিবার চেনাব সেতুর ওপর দিয়ে প্রথমবারের মতো ঘণ্টায় প্রায় ১০০ কিলোমিটার গতিতে চলল বন্দে ভারত ট্রেন। এর আগে, এই রুটের 'শ্রী মাতা বৈষ্ণো দেবী কাটরা - সাঙ্গালদান' অংশের জন্য অনুমোদিত গতিসীমা ছিল ঘণ্টায় ৮৫ কিলোমিটার এবং 'সাঙ্গালদান - বানিহাল' অংশের জন্য ছিল ঘণ্টায় ৭৫ কিলোমিটার।

আফগানিস্তানে চিকিৎসা সহায়তা পাঠাল ভারত

নয়াদিল্লি, ২০ অগস্ট: মানবিক সহায়তার অংশ হিসেবে বৃহস্পতিবার আফগানিস্তানে প্রয়োজনীয় ওষুধ ও চিকিৎসা সামগ্রীর নতুন একটি চালান পাঠাল ভারত। এই চিকিৎসা সহায়তা কাবুলের একটি সরকারি হাসপাতালের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। বৃহস্পতিবার বিদেশ মন্ত্রকের তরফে জানানো হয়েছে, আফগানিস্তানের নাগরিকদের জন্য দীর্ঘমেয়াদি ও শক্তিশালী স্বাস্থ্য অংশীদারিত্বের প্রতি ভারতের দায়বদ্ধতারই প্রতিফলন এই উদ্যোগ। আফগানিস্তানের স্বাস্থ্য পরিষেবা আরও শক্তিশালী করা এবং সাধারণ নাগরিকদের প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিষেবা নিশ্চিত করাই এই উদ্যোগের মূল লক্ষ্য।

ময়দান

রাজ্যের ক্রীড়াক্ষেত্রে নতুন দিগন্ত
১ কোটি টাকা পর্যন্ত আর্থিক সহায়তার ঘোষণা সরকারের

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যের ক্রীড়া পরিকাঠামোকে আরও শক্তিশালী করার লক্ষ্য নিয়ে সরকার একাধিক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। সম্প্রতি মন্ত্রিসভার বৈঠকে ক্রীড়াবিদদের জন্য নতুন আর্থিক সহায়তা প্রকল্প চালুর অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। 'শ্যামা প্রসাদ মুখার্জি ক্রীড়া সহায়তা প্রকল্প'-এর মাধ্যমে বিভিন্ন স্তরের খেলোয়াড়দের আর্থিক সহায়তা দেওয়া হবে। পাশাপাশি আন্তর্জাতিক ও জাতীয় প্রতিযোগিতায় সাফল্য অর্জনকারী ক্রীড়াবিদদের জন্যও উল্লেখযোগ্য অঙ্কের পুরস্কারের ঘোষণা করা হয়েছে।

সরকারি সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, জাতীয় গেমস বা জাতীয় স্তরের বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী দল এবং ব্যক্তিগত ক্রীড়াবিদদের সর্বোচ্চ ১ কোটি টাকা পর্যন্ত আর্থিক সহায়তা দেওয়া যেতে পারে। এর ফলে প্রতিভাবান খেলোয়াড়দের প্রশিক্ষণ, ভ্রমণ, সরঞ্জাম সংগ্রহ এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় খরচ বহনে অনেকটাই সুবিধা হবে বলে মনে করা হচ্ছে।শুধু খেলোয়াড়রাই নন, ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজকদেরও উৎসাহিত করতে বিশেষ আর্থিক সহায়তার ব্যবস্থা করা হয়েছে। জাতীয় চ্যাম্পিয়নশিপ আয়োজনের জন্য সর্বোচ্চ ১ কোটি টাকা এবং রাজ্য স্তরের গেমস আয়োজনের জন্য ৫০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত সহায়তা দেওয়ার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। এর ফলে রাজ্যে আরও বড় মাপের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা আয়োজনের পথ সুগম হবে।

অলিম্পিক গেমসে পদকজয়ীদের জন্যও আকর্ষণীয় পুরস্কারের ঘোষণা করা হয়েছে। 'অটল খেল সম্মানে'র আওতায় অলিম্পিকে সোনা জয়ী ক্রীড়াবিদ পাবেন ১ কোটি টাকা। রুপো জিতলে দেওয়া হবে ৭৫ লক্ষ টাকা এবং ব্রোঞ্জ জিতলে ৫০ লক্ষ টাকা। একইভাবে কমনওয়েলথ গেমস ও এশিয়ান গেমসে সোনাজয়ীদের জন্য ৫০ লক্ষ টাকা, রুপোজয়ীদের জন্য ৩০ লক্ষ টাকা এবং ব্রোঞ্জজয়ীদের জন্য ২০ লক্ষ টাকা পুরস্কার নির্ধারণ করা হয়েছে। বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে সাফল্য অর্জনকারী খেলোয়াড়দের জন্যও বিশেষ পুরস্কারের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। সেখানে সোনাজয়ীরা পাবেন ৫০ লক্ষ টাকা, রুপোজয়ীরা ৩৭ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা এবং ব্রোঞ্জজয়ীরা ২৫ লক্ষ টাকা। অন্যদিকে এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপে সোনা, রুপো ও ব্রোঞ্জজয়ীদের জন্য যথাক্রমে ২৫ লক্ষ, ১৫ লক্ষ এবং ১০ লক্ষ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে।জাতীয় গেমস ও জাতীয় চ্যাম্পিয়নশিপেও সফল ক্রীড়াবিদদের আর্থিকভাবে সম্মানিত করা হবে। সোনা জিতলে ১০ লক্ষ টাকা, রুপো জিতলে ৫ লক্ষ টাকা এবং ব্রোঞ্জ জিতলে ৩ লক্ষ টাকা প্রদান করা হবে। এর মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় ভালো ফল করার জন্য খেলোয়াড়দের আরও উৎসাহ দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে।

এছাড়াও 'মুখ্যমন্ত্রী কৃতি ক্রীড়াবিদ সম্মান যোজনা'র অধীনে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় বাংলার প্রতিনিধিত্বকারী ক্রীড়াবিদদের মাসিক ১০ হাজার টাকা করে সাম্মানিক দেওয়া হবে। এই ভাতা তাঁদের নিয়মিত অনুশীলন এবং ক্রীড়াজীবন চালিয়ে যেতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে আশা করা হচ্ছে।

নতুন এই প্রকল্প ও আর্থিক প্রণোদনা রাজ্যের ক্রীড়াবিদদের জন্য বড় সুযোগ এনে দেবে। প্রতিভাবান খেলোয়াড়দের উৎসাহিত করার পাশাপাশি ক্রীড়া পরিকাঠামো উন্নয়ন, প্রতিযোগিতা আয়োজন এবং আন্তর্জাতিক মানের সাফল্য অর্জনে এই উদ্যোগ ভবিষ্যতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলেই মনে করছেন ক্রীড়ামহলের একাংশ।

যুবভারতী দেখে মাঠ নিয়ে খুশি ব্রাজিলের প্রতিনিধিরা
ম্যাচ বয়কট বাইচুং-এর

নিজস্ব প্রতিবেদন: ৩ অক্টোবর যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে ভারতীয় দলের বিরুদ্ধে ব্রাজিলের ম্যাচ। এই ম্যাচকে ঘিরে সাজো সাজো রব যুবভারতীতে। বুধবার ডুরান্ড কাপ সেমিফাইনালের পর সেই বিষয়েই কথা বলেছিলেন রাজ্যের ক্রীড়ামন্ত্রী ইন্দ্রনীল খাঁ। অস্ট্রেলিয়াতে ম্যাচ খেলে ৩০ সেপ্টেম্বর রাতে কলকাতায় পা দেওয়ার কথা ভিনিসিয়াস জুনিয়রদের। ১ এবং ২ অক্টোবর কলকাতায় অনুশীলন করে ৩ অক্টোবর ভারতের বিরুদ্ধে যুবভারতীতে ম্যাচ খেলতে নামবে ব্রাজিল। বৃহস্পতিবার সকালেই শহরে এসে পৌঁছেছেন ব্রাজিলের পাঁচজনের প্রতিনিধি দল। সকালে শহরের বেশিরভাগ হোটেলগুলি ঘুরে দেখেন তারা। বিকেল সাড়ে পাঁচটায় যুবভারতীর* পরিকাঠামো খতিয়ে দেখতে হাজির হন ব্রাজিলের পাঁচ সদস্যের দল। প্র্যাক্টিস গ্রাউন্ড সহ যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনের সমস্ত ব্যবস্থা ভিআইপি গ্যালারি ঘুরে দেখলেন তারা। এই মাঠেই খেলতে নামবে ব্রাজিল। মেগা ম্যাচের আগে দুদিনের সফরে এসেছেন ব্রাজিলের প্রতিনিধি দল। যুবভারতী ছাড়ার সময় জানিয়ে গেলেন মাঠের পরিকাঠামো নিয়ে তারা সন্তুষ্ট। প্রতিক্রিয়া জানালেন, তাদের পছন্দ হয়েছে মাঠ। ক্রীড়ামন্ত্রীও জানিয়ে গেলেন মাঠের বাইরে সমস্ত পরিকাঠামোর সুষ্ঠু ব্যবস্থা করা হবে। এদিকে প্রশ্ন তুললেন বাইচুং ভুটিয়া শুধু পরিকাঠামো নয়, দেশের ক্লাব ফুটবলের আর্থিক পরিস্থিতি নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। তাঁর দাবি, ব্রাজলি ম্যাচের জন্য বিপুল অর্থ খরচ হলে বাংলার ক্লাবগুলি বিনিয়োগকারী ও স্পনসর হারাতে পারে।

৬ শহর, ১০ ওভার, ইতালিতে নতুন ক্রিকেট-উন্মাদনা

নিজস্ব প্রতিবেদন: ইতালির ক্রিকেটে এবার গতি বাড়াতে চলেছে নতুন টি-১০ লিগ। ছয়টি শহরকে কেন্দ্র করে শুরু হচ্ছে 'ইতালিয়া টি-১০', দেশের প্রথম শহরভিত্তিক ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেট প্রতিযোগিতা। মাত্র ১০ ওভারের ম্যাচে থাকবে দ্রুত রান, টানটান উত্তেজনা এবং শেষ বল পর্যন্ত লড়াই। রোম, মিলান, ফ্লোরেন্স ও নেপলস-সহ ছয় শহরের নিজস্ব সংস্কৃতি ও পরিচয়ও লিগের সঙ্গে তুলে ধরা হবে। ক্রিকেটের দ্রুততম ফরম্যাটকে সামনে রেখে ইতালিতে নতুন দর্শক তৈরি এবং খেলাটিকে আরও জনপ্রিয় করে তোলাই এই উদ্যোগের লক্ষ্য। শহরগুলির প্রতিদ্বন্দ্বিতাকে কেন্দ্র করে ইতালিয়া টি-১০ ঘিরে ইতিমধ্যেই তৈরি হয়েছে আগ্রহ।

কলকাতায় স্পোর্টস ম্যানেজমেন্টে নতুন দিশা। আইআইএসডব্লিউবিএম-এ চালু হল পিজি ডিপ্লোমা ইন স্পোর্টস ম্যানেজমেন্ট কোর্স। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ক্রীড়ামন্ত্রী ইন্দ্রনীল খাঁ এবং সিএবির প্রাক্তন সভাপতি অভিষেক ডালমিয়া সহ অন্যান্যরা।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- মোবাইল ৯৩৩১০৫৯০৬০/ ৯০০৭২৯৯৩৫৩

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
Tender Notice
Assistant Engineer, Kolkata South Sub Division-III, Housing Directorate, is Inviting Sealed Tender for the works on and behalf of Governor of West Bengal, Ref: **e-NIT-10 OF 2026-27 of A.E./KSSD.-III & Tender ID-**2026_HSD_1038730_1. **Bid submission start date 20.08.2026 after 2.00 pm.** For Details please contact the Office of The Assistant Engineer Kolkata South Sub Division - III, Housing Directorate. 21, Baburam Ghosh Road, Kolkata 700040, in any working day. Sd/- A.E/K.S.S.D-III.H.D.
ICA- T15819(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
Tender is invited from bonafide resourceful bidder having credential against this office **NIeT No. WBPWD/AE/ HCSD-I/e-NIT-5/26-27** of Assistant Engineer, Howrah Construction Sub-Division-I, P.W.Dte. **1) Name of work** :- Repair and renovation of Superintendent Chamber at Howrah District Hospital. Estimated Amount- **Rs. 249633.00.** Tender ID: 2026_WBPWD_5019282_1. **2) Name of work** :- External repairing work icluding painting of CMOH Office building at 11, Biplabi Haren Ghosh Sarani, Howrah-711101. Estimated Amount- **Rs. 315098.00.** Tender ID: 2026_WBPWD_5019282_2. Bid Submission end date 10.09.2026 at 2:00 P.M. Details will be available from the web site **http://wbtenders.gov.in** and notice board of this office on all working days within office hours. Sd/- Assistant Engineer, Howrah Construction Sub-Div-I, PWD.
ICA- T15863(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
ABRIDGED TENDER NOTICE
WBIW/EE/MED/e-NIT-17/2026-2027(SL NO 04)
On behalf of the Governor of West Bengal, it is to inform that last date of bid submission & opening has changed through corrigendum in connection with the above mentioned e-NIT under Metropolitan Electrical Division, I&W Dte., Govt. of West Bengal. Bid Submission End Date: 27.08.2026 at 10:00 AM. Other details will be available from the notice board of office of the undersigned on working days and also from website https://iwd.wb.gov.in/ and https://wbtenders.gov.in Sd/- Executive Engineer, Metropolitan Electrical Division, Jalasampad Bhawan (4th floor), Bidhannagar, Salt Lake City, Kolkata-91
ICA- T15791(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
NOTICE INVITING e-TENDER
NIeT No. WBPWD/AE/CKHSD_II/ NIeT_12/2026-2027
A.E., Central Kolkata Health Sub Division-II, P.W.D invites online tender for the work : **"Dr. R. Ahmed Dental College & Hospital-Keyatala Staff Quarter**-Dismantling dilapidated R.C.C. weather board of balcony and providing M.S. Grill along with shed of fiber glass reinforced plastic sheet from 1st floor to 3rd floor, during the year 2026-2027." **TENDER ID : 2026_WBPWD_5019272_1 Bid proposal Submission Closing/end date :** 09-09-2026 up to 3:00 P.M. Corrigendum if any will be published in website only. Details may be obtained from : **http://tenders.wb.gov.in** Sd/- A.E., Central Kolkata Health Sub Division-II, P.W.D., Kolkata-14.
ICA- T15862(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
TENDER NOTICE
Assistant Engineer, P.W.Dte., South Kolkata Health Electrical Sub-Division-I, P.W.Dte., invites online bids for Name of work: SITC of AC machines and allied Electrical Installation work at G and O Operation Theatre of Baghajatin S.G. Hospital, South 24 Parganas." Vide Tender ref. no. WBPWD/AE/SKHESD-I/NIQ-06/26-27(2nd Call) and Tender ID.: 2026_WBPWD_5019212_1. Last date of document download and bid submission for the tender is 31.08.2026 upto 12.00 P.M. Detail information/ download/ upload will be available from the website: http://etender.gov.in and http://pwdwb.in Sd/- Assistant Engineer, South Kolkata Health Electrical Sub-Division-I, P.W.Dte.
ICA- T15851(1)/2026

পূর্ব রেলওয়ে
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. ইএলএস/এইচডব্লুএইচ ১০/৫৫৭/ইএমইউ (ওপেন টেন্ডার) ফর ই-টেন্ডারিং ইন ওয়ার্কস্ কন্ট্রাক্ট অফ সিঙ্গল প্যাকেট সিস্টেম, তারিখঃ ১৮.০৮.২০২৬। সিনিয়র ডিভিসনাল ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার (ইএমইউ), পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া ডিভিসন, নিউ ডিআরএম বিল্ডিং, ৫ম তল, রেল মিউজিয়ামের নিকটে, হাওড়া-৭১১১০১ নিম্নলিখিত কাজের ই-টেন্ডারিংয়ের জন্য টেন্ডার আহ্বান করছেন: **কাজের নামঃ** ০২ বছরের জন্য ইএমইউ কারশেড হাওড়া এবং ইএমইউ কারশেড/ব্যান্ডেলে ৩-ফেজ ইএমইউ রেকে যুক্ত সিএবি এ.সি.-র সিএএমসি। **টেন্ডার মূল্যঃ** ৫০,৩৭,৭৯৯.৮৭ টাকা। **বায়না মূল্য (ইএমডি)ঃ** ১,০০,৮০০ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্যঃ** ০.০০ টাকা **সম্পূর্ণ করার সময়সীমাঃ** ৭৩০ দিন। **প্রস্তাবের বৈধতাঃ** ৬০ দিন। **টেন্ডার আপলোডিংয়ের তারিখ এবং সময়ঃ** ১৮.০৮.২০২৬ তারিখ বিকেল ৪.৩২ মিনিটে। **বিডিং শুরুর তারিখঃ** ২৫.০৮.২০২৬। **বন্ধের তারিখঃ** ০৮.০৯.২০২৬ তারিখ দুপুর ১২টা। **বিডিং সিস্টেমঃ** সিঙ্গল প্যাকেট। টেন্ডার নথিপত্র এবং অন্যান্য বিবরণ **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইট থেকে পাওয়া যাবে। উপরোক্ত ওয়েবসাইটে ই-টেন্ডারিংয়ের মাধ্যমে টেন্ডারের জন্য বিডিং জমা করতে হবে। এই টেন্ডারের ক্ষেত্রে ম্যানুয়াল অফার অনুমোদিত নয় এবং কোনও ম্যানুয়াল অফার গৃহীত হলে তা গ্রাহ্য হবে না এবং সরাসরি বাতিল করে দেওয়া হবে। HWH-290/2026-27
পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইটঃ www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in -এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
Tender Notice
Sealed Quotations are invited by the office of the U/S –e-NIQ No: **WBHD/EE/ED-II/e-NIQ-03/2026-27.** Tender ID:2026_HSD_5019360_1. Renovation & repairing of old unserviceable electrical installation of 2 nos. Flat (C-4 and F-7 'B'type) at R.H.E Central Sinthee Road,under North Calcutta Electrical Section(H.D). Bid Submission end date: 31.08.2026 upto11.00 A.M, Quotation Opening Date: 02.09.2026 at 11.00 A.M, Quotation details may be obtained from the Office of the Executive Engineer, Electrical Division No. II, Housing Directorate, 45, G. C. Ave. , 4th Floor , Kolkata–700013 on all office days during office hours. Executive Engineer,Electrical Division II, HD
ICA- T15820(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
eNIQ is invited by the Assistant Engineer P.W.D.Dhanadhanya Electrical Sub-Division. eNIQ No. WBPWD/AE-DDESD/e-NIQ - 73 Q/2026-27. Memo No: 576 Date: 19/08/2026. Tender ID: 2026_WBPWD_5019269_1. Name of Work: Special repairing of existing Fire Detection System at Soujanya, Judges Court Road, Alipore. Last Date of bid submission: 08/09/2026. Intending bidder may download the Quotation documents from the website: www.pwd.wb.in, http://wbtenders.gov.in Sd/- S.K.Das. Assistant Engineer, PWD Dhana Dhanya Electrical Sub-Division.
ICA- T15860(1)/2026

হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন
৪, মহাত্মা গান্ধি রোড, হাওড়া - ৭১১১০১
ফোন ০৩৩ ২৬৩৮ ৩২১১/১২/১৩ ফ্যাক্স ০৩৩ ২৬৪১ ০৮৩০ www.hmcgov.in
সংবাদপত্রে প্রকাশক সংক্ষিপ্ত টেন্ডার নোটিশ
এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার, এইচএমসি -হাওড়া পৌর নিগমের হাওড়া ওয়াটার ওয়ার্কস , পদ্মপুকুরে ১(এক) টি কাজের জন্য টেন্ডার আহ্বান করছেন। আগ্রহী টেন্ডারদাতাগণ প্যান কার্ড, ট্রেড লাইসেন্স, জিএসটি সার্টিফিকেট এবং রিটার্ন (চলতি তিনমাসের), পিটিসিসি, আইটিসিসি এবং জীবনপঞ্জি সহ প্রস্তাব দাখিল করবেন।
টেন্ডার দাখিলের (অনলাইন) শুরুর তারিখ : ১৯.০৮.২০২৬ সন্ধে ৬ টা থেকে।
টেন্ডার দাখিলের (অনলাইন) শেষ তারিখ : ১১.০৯.২০২৬ সন্ধে ৬ টা পর্যন্ত।
এনআইটি নং : এইচএমসি/এইচডব্লুডব্লু/পি-০৪/২০২৬-২৭ তারিখ : ১৯.০৮.২০২৬
অনুগ্রহ করে দেখুন - https://wbtenders.gov.in ।
৫৭(৩)/২৬-২৭
২০.৮.২৬
সেক্রেটারি
হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন

শিয়ালদহ ডিভিশনে নিশ্চিন্তপুর মার্কেট হল্ট স্টেশনে হল্ট কন্ট্রাক্টর নিয়োগ
বিজ্ঞপ্তি নং. ঃ সিডব্লু/৩৮৮/হল্ট/নিশ্চিন্তপুর মার্কেট তারিখ ঃ ২০.০৮.২০২৬
পূর্ব রেলওয়ের শিয়ালদহ ডিভিশনের **নিশ্চিন্তপুর মার্কেট হল্ট** স্টেশনে টিকিট বিক্রি করতে নির্ধারিত কমিশনের ভিত্তিতে ০৫ (পাঁচ) বছরের জন্য (প্রাথমিক পর্যায়) হল্ট কন্ট্রাক্টর নিয়োগের উদ্দেশ্যে, পশ্চিমবঙ্গের **দক্ষিণ ২৪ পরগনা** জেলার যোগ্য ব্যক্তিদের থেকে সাদা কাগজে আবেদন আহ্বান করা হচ্ছে। হল্ট স্টেশনের নাম এবং সিকিউরিটি ডিপোজিটের বিশদ নিচে দেওয়া হল ঃ
• **হল্ট স্টেশনের নাম ঃ** নিশ্চিন্তপুর মার্কেট। • **হল্ট স্টেশনের দায়িত্ব নেবার পূর্বে মনোনীত প্রার্থী কর্তৃক প্রদেয় সিকিউরিটি মানির পরিমাণ ঃ** (১) ২,০০০ টাকা (এফএ অ্যান্ড সিএও/পূর্ব রেলওয়ে/কলকাতার অনুকূলে প্রদেয় ডিমান্ড ড্রাফ্ট), (২) টিকিটের জন্য অগ্রিম জমা (৭ দিনের গড় বিক্রয়ের সমতুল), (৩) ব্লুটুথ এনেবলড পোর্টেবল থার্মাল প্রিন্টারের জন্য সিকিউরিটি ডিপোজিটের পরিমাণ ৩৭,৫০০ টাকা (এফএ অ্যান্ড সিএও/পূর্ব রেলওয়ে/কলকাতার অনুকূলে প্রদেয় ডিম্যান্ড ড্রাফ্ট), (৪) টিকিট রোলের জন্য সিকিউরিটি ডিপোজিটের পরিমাণ ২৫,০০০ টাকা (এফএ অ্যান্ড সিএও/পূর্ব রেলওয়ে/কলকাতার অনুকূলে প্রদেয় ডিম্যান্ড ড্রাফ্ট)।
• **আবেদনপত্র জমার স্থান ঃ** সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ-এর কার্যালয়, ডিআরএম বিল্ডিং, রুম নং-৪৪, কাইজার স্ট্রিট, কলকাতা- ৭০০০১৪। • **আবেদনপত্র জমার তারিখ ঃ** ২১.০৮.২০২৬ তারিখ থেকে ১০.০৯.২০২৬ তারিখ পর্যন্ত প্রতিটি কাজের দিনে সকাল ১১টা থেকে বিকাল ৫টা অবধি এবং ১১.০৯.২০২৬ তারিখে দুপুর ২টো অবধি। • **আবেদনপত্রের বাক্স খোলার তারিখ ঃ** ১১.০৯.২০২৬ তারিখ দুপুর ২টো ৩০ মিনিটে। **নোটিস বোর্ডের অবস্থান এবং ওয়েবসাইটের বিবরণ যেখানে সম্পূর্ণ বিশদ (আবেদনপত্রের বয়ান, নিয়ম ও শর্তাবলী সহ) দেখা যাবে ঃ** সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ-এর কার্যালয়ে এবং **www.er.indianrailways.gov.in**-তে। সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, শিয়ালদহ
পূর্ব রেলওয়ে

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
CORRIGENDUM FOR e-TENDER NOTICE
Due to non-availability of minimum bidders, the last date of submission of Bids of this office e-Tender Ref. No. WBPWD/EE-ECD/e-NIQ-09(3rd Call)/2026-2027, (Tender Id No. 2026_WBPWD_5014317_3) is hereby extended up to 4.00 P.M. on 29.08.2026. Details of NIQ, Tender documents and corrigendum may be downloaded from the website: https://wbpwd.gov.in and e-Tender portal: https://tenders.wb.gov.in Sd/-Executive Engineer, P.W.Dte., Electrical Construction Division
ICA- T15843(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
NOTICE INVITING e-TENDER
Assistant Engineer, PWD,R.G.Kar Hospital Sub-Division are follow/ follows. NIT NO., ID & Last date. WBPWD/AE/RGKHSD/eNIT-08e/2026-27, 2026_WBPWD_5019022_1, 2026_WBPWD_5019022_2, 2026_WBPWD_5019022_3, 2026_WBPWD_5019022_4, 2026_WBPWD_5019022_5, 2026_WBPWD_5019022_6, Date 10/09/2026, 12.00 PM. Remarks Details shown in https://wbtenders.gov.in
ICA- T15832(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
CORRIGENDUM FOR e-TENDER NOTICE
Due to non-availability of minimum bidders, the last date of submission of Bids of this office e-Tender Ref. No. WBPWD/EE-ECD/e-NIQ-19(2nd Call)/2026-27 (Tender Id No. 2026_WBPWD_5014957_2) is hereby extended up to 4.00 P.M. on 29.08.2026. Details of NIQ, Tender documents and corrigendum may be downloaded from the website: https://wbpwd.gov.in and e-Tender portal: https://tenders.wb.gov.in Sd/-Executive Engineer, P.W.Dte., Electrical Construction Division
ICA- T15844(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
CORRIGENDUM FOR e-TENDER NOTICE
Due to non-availability of minimum bidders, the last date of submission of Bids of this office e-Tender Ref. No. **WBPWD/EE-ECD/e-NIQ-48/2026-27 (Tender Id No. 2026_WBPWD_5017691_1)** is hereby extended up to 4:00 P.M. on 31.08.2026. Details of NIQ, Tender documents and corrigendum may be downloaded from the **website:https://wbpwd.gov.in** and e-Tender portal: **https://tenders.wb.gov.in** Sd/- Executive Engineer, P.W.Dte., Electrical Construction Division.
ICA- T15866(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
CORRIGENDUM FOR e-TENDER NOTICE
Due to non-availability of minimum bidders, the last date of submission of Bids of this office e-Tender Ref. No. WBPWD/EE-ECD/e-NIT-07(3rd Call)/2026-27 (Tender Id No. 2026_WBPWD_5014301_3) is hereby extended up to 4.00 P.M. on 29.08.2026. Details of NIT, Tender documents and corrigendum may be downloaded from the website: https://wbpwd.gov.in and e-Tender portal: https://tenders.wb.gov.in Sd/-Executive Engineer, P.W.Dte., Electrical Construction Division
ICA- T15845(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
CORRIGENDUM FOR e-TENDER NOTICE
Due to non-availability of minimum bidders, the last date of submission of Bids of this office e-Tender Ref. No. **WBPWD/EE-ECD/e-NIQ-46/2026-27 (Tender Id No. 2026_WBPWD_5017686_1)** is hereby extended up to 4:00 P.M. on 31.08.2026. Details of NIQ, Tender documents and corrigendum may be downloaded from the website: **https://wbpwd.gov.in** and e-Tender portal: **https://tenders.wb.gov.in** Sd/- Executive Engineer, P.W.Dte., Electrical Construction Division.
ICA- T15867(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
CORRIGENDUM FOR e-TENDER NOTICE
Due to non-availability of minimum bidders, the last date of submission of Bids of this office e-Tender Ref. No. WBPWD/EE-ECD/e-NIT-08(3rd Call)/2026-27, (Tender Id No. 2026_WBPWD_5014303_3) is hereby extended up to 4.00 P.M. on 29.08.2026. Details of NIT, Tender documents and corrigendum may be downloaded from the website: https://wbpwd.gov.in and e-Tender portal: https://tenders.wb.gov.in Sd/-Executive Engineer, P.W.Dte., Electrical Construction Division
ICA- T15846(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
Tender Notice
Sealed Quotations are invited by the office of the U/S –e-NIQ No: **WBHD/EE/ED-II/e-NIQ-04/2026-27.** Tender ID:2026_HSD_5019414_1. Renovation and Repairing of internal E.I work for Flat_402 Special A Type of Govt RHE _ G 10_Swyambhara, Saltlake under Central Calcutta Electrical Section (HD). Bid Submission end date: 31.08.2026 upto11.00 A.M, Quotation Opening Date: 02.09.2026 at 11.00 A.M, Quotation details may be obtained from the Office of the Executive Engineer, Electrical Division No. II, Housing Directorate, 45, GC Ave. , 4th Floor , Kolkata–700013 on all office days during office hours. Executive Engineer, Electrical Division II, HD
ICA- T15886(1)/2026

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email- dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্নার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত। **RNI No. WBBEN/2006/17404,** ফোন: ০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল: dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক: সন্তোষ কুমার সিং**

একদিন বায়োস্কোপ

পরাধীন ও স্বাধীন দেশের অবিচারের বিরুদ্ধে এক সংগ্রামী বীরের আত্মজীবনী থেকে অনুপ্রাণিত

‘কেউ বলে বিপ্লবী, কেউ বলে ডাকাত’ সিনেদুনিয়ায় সাড়া ফেলেছে

শাশ্বত চট্টোপাধ্যায়

‘কেউ বলে অপরাধী, কেউ বলে দানব, কেউ বলে আইনের ভক্ষক আবার কেউ বলে নায়ক, সে এমন একজন যে ক্ষমতার সামনে মাথা নত করেনি’-তাহলে সে কে? কিই বা তার পরিচয়? নাম তার অনন্ত সিং।

ইতিহাসের পাতা থেকে উঠে আসা এক সংগ্রামী চরিত্র। ১৯৩০ সালে ‘চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন’এর ইতিহাসে, বিপ্লবী মাস্টারদা সূর্যসেনের সঙ্গে দেশমাতৃকার যে কয়েকজন বীর সন্তানের নাম ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লেখা আছে, তাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন এই অনন্ত সিং। মাস্টারদা সূর্যসেনের অন্যতম সহযোগী বা ডান হাত বলা যেতে পারে এই অনন্ত সিংকে। সাহস, দৈহিক শক্তি, সাংগঠনিক দক্ষতা, অসীম বুদ্ধিমত্তা এবং বৈপ্লবিক চেতনার- বিরল সমন্বয়ে এই উপমহাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে এক অবিস্মরণীয় গৌরবময় অধ্যায়ের রচনা করেছিলেন অনন্ত সিং। দেশের বিভিন্ন জায়গায় গোপন অনুশীলন কেন্দ্র তৈরি করে, সেখানে দেশের যুবসমাজকে শরীর চর্চা এবং সশস্ত্র লড়াইয়ের প্রশিক্ষণ দিয়ে ব্রিটিশ বিরোধী সশস্ত্র আন্দোলনের জন্য গেরিলা বাহিনী প্রস্তুত করেছিলেন। এক দুর্ধষ স্বাধীনতা সংগ্রামী হওয়ার অপরাধে ব্রিটিশ ভারতে কারারুদ্ধ থাকার সময়ে যখন তিনি অনশন শুরু করেছিলেন, তখন তার সঙ্গে কারাগারে গিয়ে দেখা করেছিলেন দেশনায়ক সুভাষচন্দ্র বসু। অনন্ত সিংকে তিনি অবগত করিয়েছিলেন দেশমাতৃকার জন্য অনন্ত সিং এর প্রয়োজনীয়তার কথা। বিপ্লবী অনন্ত সিং তাঁর স্বাধীনতা সংগ্রামের পাশাপাশি লিখে গেছেন বেশ কিছু মূল্যবান লেখা, যে গ্রন্থগুলির মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত হয় সেই সময়কালীন অমূল্য বিপ্লবের ইতিহাস, যা স্বাধীনতা সংগ্রামের মহামূল্যবান দলিল হিসেবেও বিবেচিত হয়। এহেন স্বাধীনতা সংগ্রামের উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক বিপ্লবী অনন্ত সিং কে নিয়ে বাংলা ভাষায় বিশেষ কোনো ছবির কাজ এর আগে হয়নি। অনেকটা সময় পরে হলেও, নির্দেশক পথিকৃৎ বসুর নির্দেশনায়, নন্দী মুভিস এবং জিৎজ ফিল্ম ওয়ার্কস প্রাইভেট লিমিটেড এর প্রযোজনায় গত ১৪ই আগস্ট ২০২৬ স্বাধীনতা দিবসের ঠিক আগের দিনে মুক্তি পেয়েছে বিপ্লবী অনন্ত সিং এর লেখা আত্মজীবনী- ‘কেউ বলে বিপ্লবী, কেউ বলে ডাকাত’থেকে অনুপ্রাণিত বাংলা ছবি ঠিক একই নামে। এই ছবিতে নাম ভূমিকায় অভিনয় করেছেন বাংলার সুপারস্টার জিৎ। দীর্ঘ সময় পর আবার বাংলা ছবিতে তার এই স্বমহিমায় প্রত্যাবর্তন বাংলার সিনেদর্শকদের মন জয় করে নিয়েছে। একাধিক লুকে তার পর্দায় উপস্থিতি দর্শকদের অবশ্যই ভালো লাগবে। মেকআপ ম্যান সোমনাথ কুন্ডু তার অসাধারণ প্রচেষ্টা দিয়ে জিৎ এর বিভিন্ন লুকস গুলিকে ফুটিয়ে তুলেছেন। এর সাথে যুক্ত হয়েছে জিৎ এর অসাধারণ পারফরমেন্স, বলিষ্ঠ সংলাপ এবং মারকাটারি অ্যাকশন। সব মিলিয়ে জমজমাট একটা দেশাত্মবোধক ছবি দেশের ৮০তম স্বাধীনতার আবহে দর্শকদের জাতীয়তাবাদ এবং দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ করবেই সন্দেহ নেই। এই ছবির অন্যান্য অভিনেতা, অভিনেত্রীরা হলেন টোটা রায়চৌধুরী(পুলিশ ইন্সপেক্টর দুর্গা প্রসাদ রায়), লোকনাথ দে(মাস্টারদা সূর্যসেন), চন্দন সেন, প্রিয়াঙ্কা সরকার, সুপ্রভাত দাস, দুর্বার শর্মা, দেবপ্রিয় মুখোপাধ্যায়, রজতাভ দত্ত, কৌশিক সেন, দেবস্মিতা, দেবোত্তমা, জাম্মি ব্যানার্জি, শুভ্রজিৎ এবং অন্যান্য। বিপ্লবী অনন্ত সিং এর চরিত্রে এই ছবির নামভূমিকায় সুপারস্টার জিৎ যেমন অভিনয়ের ক্ষেত্রে নিজেকে উজাড় করে দিয়েছেন,তার সাথে যোগ্য সঙ্গতে প্রত্যেক অভিনেতা এবং অভিনেত্রীরা যেন প্রাণ ঢেলে অভিনয় করেছেন। প্রত্যেকের এই যথাযথ এবং সুচারু অভিনয় দেশাত্মবোধক ঘরানার এই ছবিকে কমার্শিয়াল ছবি হিসাবে অবশ্যই সাফল্য এনে দেবে একথা জোর দিয়ে বলা সম্ভব। অনন্ত সিং এর আত্মজীবনী থেকে অনুপ্রাণিত হলেও গল্পকার এবং চিত্রনাট্যকার হিসেবে অরিত্র ব্যানার্জি এবং অর্পণ গুপ্ত অসাধারণভাবে ইতিহাসের পাতা থেকে পর্দায় জীবন্ত করে তুলেছেন বিপ্লবী অনন্ত সিং এবং তার সময়কালকে। এছাড়াও যথাযথ এবং সময়োপযোগী সংলাপ সৃষ্টির ক্ষেত্রে, সৌমিত দেব, অরিত্র ব্যানার্জি এবং অর্পণ গুপ্তের কৃতিত্ব অসাধারণ এবং কুর্নিশ যোগ্য। পরাধীন ভারতে যে লড়াই ব্রিটিশ শাসকের বিরুদ্ধে করতে গিয়ে অনন্ত সিং কে বারংবার কারারুদ্ধ হতে হয়েছে, আন্দামানে দ্বীপান্তরিত থেকেছেন, সেই অনন্ত সিং কে স্বাধীন ভারতে প্রশাসনিক এবং সরকারি দুর্নীতির বিরুদ্ধেও সেই একই লড়াই দিতে হয়েছে। স্বাধীনতার পরেও তাকে ৮ বছর কারারুদ্ধ থাকতে হয়েছে। তাহলে এ কোন স্বাধীনতা? কোন স্বাধীনতা কে ছিনিয়ে আনার পক্ষে তাঁরা লড়াই দিয়েছিলেন? এখানে প্রশ্ন অবশ্যই থেকে যায় শাসকের চরিত্রের যদি বদলই না ঘটে, তাহলে শত সহস্র শহীদের রক্তে পাওয়া এই স্বাধীনতার কি কোন মূল্য থাকে? আর কবে? কবে সামগ্রিকভাবে অপরাধ এবং দুর্নীতিমুক্ত হবে আমাদের দেশ? দেশের মানুষ কবে সেই প্রকৃত স্বাধীনতার আস্বাদ পাবে? কবে আমাদের দেশ ভারত আবার জগত সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে?

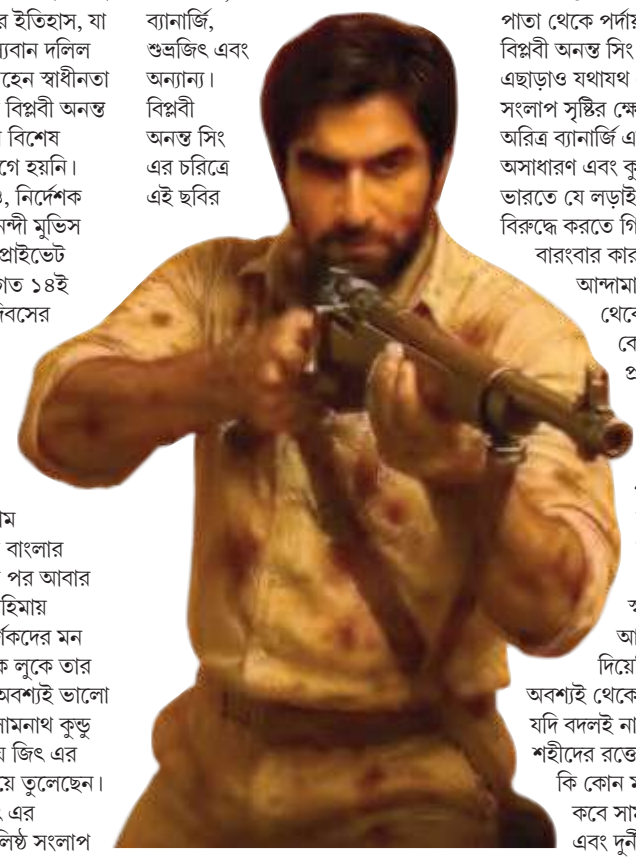

অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক এই প্রশ্নের সাথে এক বুক ভরা বিশ্বাস নিয়ে আবহ থেকে বেজে ওঠে গান- ‘ভোর হয়ত কখনো আসবে’।

শান্তনু মৈত্রের অসাধারণ সুরসৃষ্টি এবং আবহ এই ছবিটিকে একটি অনন্য মাত্রা দান করেছে। সৌমিক হালদারের সিনেমাটোগ্রাফির কাজও যথেষ্ট প্রশংসনীয় এবং উল্লেখযোগ্য। ঋতজিত রায়চৌধুরী এই ছবির জন্য কালার গ্রেডিং এর কাজটি সফলভাবে করেছেন। ছবির এডিটিং এর দায়িত্বে আছেন মলয় লাহা। ‘অনন্ত ইতিহাসে থাকার জন্য বিপ্লব করে না, অনন্ত বিপ্লব করে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য’- নির্দেশক পথিকৃৎ বসু সেই ইতিহাসের পাতায় প্রায় হারিয়ে যাওয়া ‘কেউ বলে বিপ্লবী-কেউ বলে ডাকাত’ খ্যাত অনন্ত সিংকে বাংলার ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য বড়পর্দায় নিয়ে এসে, যেরকম বিস্মৃতির অতল থেকে ইতিহাসের একটি সংঘর্ষময় গৌরবগাথাকে পুনরায় পাদপ্রদীপের আলোয় আনলেন, ঠিক সেইরকম ভাবেই বিপ্লবী অনন্ত সিং এর রূপে এবং একাধিক বহুরূপে সুপারস্টার জিৎ আরও একবার নিজের সর্বশ্রেষ্ঠ পারফরমেন্স দিয়ে বাংলার সিনে-দর্শকদের মন জিতে নিলেন।

মহানায়ক উত্তমকুমারের জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে শহরে বিশেষ প্রদর্শনী ‘উত্তম- দ্য মহানায়ক’

আছে ছবির পোস্টার, বিজ্ঞাপন, রেকর্ড, ম্যাগাজিন, বুকলেট, স্থির ছবি, গানের বই, লবি কার্ড ছাড়াও আরও অনেক কিছু

নিজস্ব প্রতিবেদন: উত্তম কুমার। শুধুমাত্র একটা নাম নয়, একটা ব্র্যান্ড, যা একশো বছর পূর্ণ করেও সমান ভাবে জনপ্রিয়, নির্ভরযোগ্য, বাঙালির তথা সংস্কৃতি প্রেমী মানুষের বড় নিজের, আপনার মানুষ, মহানায়ক, গুরু।

বাংলা তথা ভারতীয় চলচ্চিত্রের অন্যতম শ্রেষ্ঠ অভিনেতাদের মধ্যে অন্যতম অভিনেতা উত্তম কুমারের জন্ম শতবর্ষ উপলক্ষে আগামী ২০ আগস্ট থেকে ২৪ আগষ্ট, ২০২৬ (দুপুর ৩টে থেকে রাত ৮ টা , প্রথমদিন বাদে) আয়োজিত হতে চলেছে ‘উত্তম - দ্যা মহানায়ক’, শীর্ষক এক বিশেষ প্রদর্শনী, যামিনী রায় গ্যালারী ,আই.সি.সি.আর কলকাতায়। নিবেদনে শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স, সহযোগিতায় খুকুমণি, দেব চক্রবর্তী। এই বিশেষ প্রদর্শনীর আয়োজক থিঙ্ক ইভেন্টস।

এক ছাদের নীচে উত্তম প্রচার সম্ভার। ছায়াছবির পোস্টের,, বুকলেট, সং বুক, ফিল্ম স্টিলস, ছবির বিজ্ঞাপন, পুরোনো ম্যাগাজিনে প্রকাশিত ছবি ও প্রতিবেদন, ছবির গানের রেকর্ড এর এক বিশেষ সম্ভার নিয়ে আসছেন বিশিষ্ট চলচ্চিত্র পোস্টার সংগ্রাহক সুদীপ্ত চন্দ। উল্লেখ্য, এবছর তাঁর সংগ্রাহক জীবনের কুড়ি বছর পূর্ণ হলো।

ভবানীপুর মিত্র ইনস্টিটিউশন এর প্রাক্তনী সুদীপ্ত চন্দ ছাত্র থাকাকালীনই চলচ্চিত্র পোস্টারের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েন। পরে নিজের বিদ্যালয়ে সরস্বতী পুজোয় আয়োজন করেন বিশেষ প্রদর্শনীর। কখনো প্রবাদপ্রতিম সরোদীয়া পন্ডিত বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত, কখনো বিশিষ্ট সঙ্গীত পরিচালক -যন্ত্র সঙ্গীত শিল্পী ভি.বালসারা বিদ্যালয়ে এসে সুদীপ্তের কাজের প্রশংসা করেছেন। সুদীপ্তকে তাঁর কাজের স্বীকৃতি স্বরূপ শুভেচ্ছা বার্তা পাঠান লোকসভার প্রাক্তন অধ্যক্ষ, সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়, পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী, সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায় প্রমুখ। দু’দশক ধরে চলচ্চিত্রের পোস্টার ও নানা প্রচার মাধ্যম নিয়ে সংগ্রহ পাশাপাশি প্রদর্শনী, ক্যালেন্ডার প্রকাশ করে চলেছেন একক ভাবে। কখনো অমিতাভ বচ্চন, কখনো রাহুল দেব বর্মন, কখনো কিশোর কুমার, কখনো বাংলার দিকপাল সুরকার বৃন্দ আবার কখনো সুচিত্রা সেন, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় এমন নানা বিষয়ে প্রদর্শনীর আয়োজন করেছেন সুদীপ্ত চন্দ। বা কলকাতার বাইরে ত্রিপুরায়ও তাঁর চলচ্চিত্র পোস্টারের প্রদর্শনী প্রশংসিত হয়েছে। সুদীপ্ত বানিজ্য বিভাগে স্নাতক হন হেরেম্ব চন্দ্র কলেজ (সাউথ সিটি কলেজ, দিবা বিভাগ) থেকে, পরে জনসংযোগ বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। পাশাপাশি রবীন্দ্র সংগীতে ডিপ্লোমা পান সুরঙ্গমা থেকে। সুদীপ্ত চন্দ দীর্ঘদিন মিউজিক বিষয়ক সাংবাদিকতা করেছেন। দৈনিক স্টেটসম্যান, দ্যা স্টেটসম্যান পত্রিকায় তাঁর মিউজিক নিয়ে লেখা সমাদৃত হয়েছে। সুদীপ্ত তৈরি করেন অমিত কুমার ফ্যান ক্লাব, নিজের মিউজিক পি.আর এজেন্সি ক্ষ্মদ্যা ড্রিমার্সক্ষ্ম। তাঁর পি.আর সংস্থার উদ্যোগে আয়োজিত হয় মাউন্টেন মিউজিক ফেস্টিভ্যাল। এছাড়াও তাঁর লেখা প্রকাশ পেয়েছে সন্দেশ, উল্টোরথ এর মতো পত্রিকায়। তাঁর কাজের জন্য সম্মানিত হয়েছেন পাবলিক রিলেশন সোসাইটি অব ইন্ডিয়া, টেডেক্স এর মতো মঞ্চে। এবার আসা যাক প্রদর্শনীর কথায়। চলচ্চিত্র পোস্টারের মধ্যে উত্তম কুমার প্রোযজিত হিন্দি ছবি ছোটি সি মুলাকাত এর দু’রকম সাইজ ও ভিন্ন ডিজাইন থাকছে, অমানুষ ছবির হিন্দি মুম্বাই প্রিন্ট বড় পোস্টার, পাশাপাশি হিন্দি ছবি দুরিয়া এর দু’ডিজাইন এর বড় পোস্টার , থাকছে দুই শিটের বড় পোস্টার বন্দী ও বহ্নিশিখা ছবির, রেয়ার পোস্টারের মধ্যে যাত্রা হলো শুরু , পুণর্মিলন, পুত্রবধু, প্রিয় বান্ধবী ছবির ক্যালেন্ডার এর তারিখ দেওয়া পোস্টার, ওড়িয়া হরফে লেখা বন্দী ছবির পোস্টার, ব্রতচারিণী, ওরা থাকে ওধারে, চন্দ্রনাথ, ত্রিযামা, অন্নপূর্ণার মন্দির এরকম একশোটা অরিজিনাল ছবির পোস্টার, বুকলেট প্রায় একশোর বেশি তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য মন্ত্রশক্তি, সনিজবণী, হুদ, বকুল, শঙ্কর নারায়ণ ব্যাঙ্ক, দেবত্র, বসু পরিবার, নবীন যাত্রা প্রভৃতি। থাকছে উত্তম কুমার এর নিজের গাওয়া গানের রেকর্ড, পাশাপাশি তাঁর অভিনীত বেশ কিছু ছবির রেকর্ড। থাকছে গানের বই। উত্তম কুমারের মৃত্যুর পর শ্যামল মিত্রের গাওয়া বিশেষ স্মরণ সংখ্যা রেকর্ড,নিশান ছবির লেটার হেড, পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত ছবির বিজ্ঞাপন, নিজের গান নিয়ে লেখা প্রতিবেদন , সুচিত্রা সেনকে নিয়ে লেখা প্রতিবেদন , বিভিন্ন অনুষ্ঠানের বিরল ছবি, ছবির স্থির চিত্র, লবি কার্ড, অপ্রকাশিত ছবির বিজ্ঞাপন, ডাক টিকিট আরো অনেক কিছু।

সুদীপ্ত চন্দ জানালেন, ‘দীর্ঘ দু’দশক ধরে একটা ভালোবাসাকে সযত্নে লালন পালন করে আসছি। মূলত ছবির পোস্টার সংগ্রাহক হিসেবেই আমার পরিচিতি। ভবিষ্যৎ প্রজন্ম যাঁরা চলচ্চিত্র বিষয়ে পড়াশোনা করেন, আগ্রহ রাখেন তাঁরা এগুলো দেখলে একটা সময় সম্পর্কে ধারণা করতে পারবেন। সংগ্রহের সাথে সংরক্ষণ এবং প্রচার এর ফলে মানুষ অনেক বেশি করে ইতিহাস সম্পর্কে সচেতন হন, আগ্রহী হন। নানা সময়ে আয়োজিত এরকম প্রদর্শনী নতুন প্রজন্মের ছেলেমেয়েদের আমাদের গৌরবময় অতীত সম্পর্কে জানাতে সাহায্য করে।’

সপ্তম বছরে কলকাতার আন্তর্জাতিক স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র উৎসব

নিজস্ব প্রতিবেদন: কলকাতার আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের সপ্তম সংস্করণ ঘিরে ইতিমধ্যেই সাড়া পড়েছে বিশ্বজুড়ে। ২০২৭-এর ১৮ থেকে ২৪ জানুয়ারি সাত দিন ধরে আয়োজিত হবে ইন্টারন্যাশনাল কলকাতা শর্ট ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল। চলতি বছরের এপ্রিল থেকে ছবি আহ্বান শুরু হওয়ার পর ইতিমধ্যেই ১৮টি দেশ থেকে ২৫০-র বেশি ছবি জমা পড়েছে। নিয়মিত আবেদনের পর্ব শেষ হলেও বর্ধিত সময়ের আবেদন এখনও চলছে। স্বল্পদৈর্ঘ্য, তথ্যচিত্র, অ্যানিমেশন, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা-নির্ভর ছবি, পরিবেশ বিষয়ক ছবি, সঙ্গীতচিত্র, বিজ্ঞাপন ও জনসচেতনতামূলক ছবি-সহ একাধিক বিভাগে ছবি আহ্বান করা হয়েছে। নির্বাচিত ছবির জন্য থাকছে ৪০টিরও বেশি পুরস্কার। উৎসবে থাকছে চলচ্চিত্র প্রদর্শনের পাশাপাশি প্রশিক্ষণ শিবির, আলোচনা, কর্মশালা, নির্মাতাদের পারস্পরিক যোগাযোগ এবং পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠান। উৎসবের চেয়ারম্যান সৌরভ চক্রবর্তী এবং পরিচালক শাশ্বতী গুহ চক্রবর্তীর উদ্যোগে স্বাধীন চলচ্চিত্র নির্মাতাদের আন্তর্জাতিক মঞ্চ হিসেবে উৎসবকে আরও বর্ণময় করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।